

শুক্রবার

১৩ নভেম্বর ২০২৬
২৮ কার্তিক ১৪৩৩
৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
রেজিঃ ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৬

সত্যের সন্ধানে অবিচল

# খবর

www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com





**খেলাধুলা** ১৫
ফারহানের গোল দেখে বিস্মিত ডুলি 'অবিশ্বাস্য!'

**তথ্য-প্রযুক্তি** ২৪
চ্যাটে না ঢুকেই মেসেজ পড়ার সুবিধা আনছে হোয়াটসঅ্যাপ

**আন্তর্জাতিক** ১১
বিশ্ববাজারে ডলারের দাম বেড়ে ১৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ

**বিনোদন** ২১
ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নিয়ে স্বামীর মনোভাব জানালেন কিয়ারা


হাসিনার সমর্থক সন্দেহে

## বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শাস্তি

**নিউ ইয়র্ক**

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কথিত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।
সংস্থাটির মতে, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে কাউকে
শাস্তি দেওয়া এবং যথাযথ তদন্ত ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন হতে পারে।
মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও ভিন্নমত দমনের যে সংস্কৃতি এরপর পৃষ্ঠা ২৬

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলা

# ১৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক রায় দেবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

> মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত সামরিক অভিযানের দায় আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে নির্ধারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে

**শিব্বীর আহমেদ**

নিউ ইয়র্ক মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত কথিত গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলার রায় আগামী ১৯ নভেম্বর ঘোষণা করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। মঙ্গলবার আদালতের এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) বলেছে, রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এই রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে। আদালতের চূড়ান্ত রায়ের আগে মামলার গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও মানবিক বিষয়গুলো তুলে ধরে একটি প্রশ্নোত্তরভিত্তিক (ছুঅ) বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটি বলছে, এই মামলার মাধ্যমে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত সামরিক অভিযানের দায় আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে নির্ধারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০১৭ এরপর পৃষ্ঠা ২৬

তারেক রহমান-এরদোয়ান বৈঠক




# রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে তুরস্কের সমর্থন

**আনতালিয়া, তুরস্ক**

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আন্তর্জাতিক পরিসরে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান এবং তাদের প্রত্যাবাসনের পক্ষে তুরস্কের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থায় (ওআইসি) তুরস্কের অব্যাহত সমর্থন ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই আহবান জানিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তুরস্কের আনতালিয়ায় ম্যাক্স রয়েল হোটেলে এ বৈঠক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (কপ-৩১) উপলক্ষে বিশ্বনেতাদের শীর্ষ সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রোহিঙ্গা মানবিক সংকটের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) তুরস্কের অবিচল সংহতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মাঠপর্যায়ে মানবিক সহায়তা দেওয়ায় এরপর পৃষ্ঠা ২৬

২০২৭ সালের হজ চুক্তি স্বাক্ষর

## বাংলাদেশ থেকে হজ করতে পারবেন ৮৩,৫০০ জন

**মুজিবুর রহমান, ঢাকা**

সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের ২০২৭ সালের হজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছর বাংলাদেশ থেকে হজ করতে পারবেন ৮৩ হাজার ৫০০ জন। সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় সৌদি আরবের জেদ্দায় অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
বাংলাদেশের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদ এবং সৌদি আরবের পক্ষে সে দেশের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. তৌফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়াহ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ধর্মমন্ত্রী বাংলাদেশের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি নিয়ে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
চুক্তি সম্পাদন শেষে ধর্মমন্ত্রী জানান, সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় হজ চুক্তি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধের প্রেক্ষিতে সৌদি হজ ও ওমরাহ এরপর পৃষ্ঠা ২৬




# ব্রুকলিনে তিনতলা ভবন ধসে শিশুসহ ৮ জন নিহত

**স্যামুয়েল এস. পিনারু**

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে একটি তিনতলা আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন ধসে দুই শিশুসহ আটজন নিহত এবং অন্তত ১৮ জন আহত হয়েছেন। বুধবার (১১ নভেম্বর) বিকেল চারটার কিছু পর ফ্ল্যাটবুশ এলাকার ফ্ল্যাটবুশ অ্যাভিনিউ ও বেডফোর্ড অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ছয়জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুজন শিশু। আহতদের মধ্যে চারজন অগ্নিনির্বাপণকর্মীও রয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট (FDNY) জানিয়েছে, ১৩২১ ফ্ল্যাটবুশ অ্যাভিনিউয়ের ভবনটি পাশের নির্মাণাধীন প্রকল্পের গভীর খননস্থলে ধসে পড়ে। ভবনটির নিচতলায় দোকান এবং ওপরের তলাগুলোতে আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে ছয়জনের মরদেহ উদ্ধার করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুজন মারা যান। নিহত দুজনের বয়স যথাক্রমে ৯ ও ১০ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের নাম এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ডলারের দাম ১২৫ টাকা ছাড়ানোয় খবরে উদ্বেগ

## আমদানি ও নিত্যপণ্যের বাজারে নতুন চাপের আশঙ্কা

**ঢাকা**

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে মার্কিন ডলারের দাম ১২৫ টাকা অতিক্রম করার খবরে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জ্বালানি আমদানির জন্য ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকিং খাতে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর প্রভাব জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামাল, খাদ্যপণ্য এবং পরিবহন ব্যয়ের মাধ্যমে সাধারণ ভোক্তাদের ওপরও পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
তবে ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের দাম ১২৫ টাকা ছাড়িয়েছেঞএই নির্দিষ্ট তথ্যটি কোন ব্যাংকের, কোন তারিখের এবং কোন ধরনের লেনদেনের বিনিময় হার, তা যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ আমদানির এলসি নিষ্পত্তির হার, আন্তব্যাংক লেনদেনের হার এবং নগদ ডলার বিক্রির হার এক নয়। বাংলাদেশের এরপর পৃষ্ঠা ২৬



এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে প্রতি ডলার ১২৫ টাকা ১০ পয়সা থেকে ১২৫ টাকা ১৫ পয়সা দরে কিনেছে। একই সময়ে আমদানির ঋণপত্র বা এলসি নিষ্পত্তিতে প্রতি ডলারের দাম ছিল ১২৪ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ১২৪ টাকা ৯৭ পয়সা

## শেখ হাসিনা নতুন পাসপোর্ট চেয়ে দিল্লি হাইকমিশনে আবেদন: রয়টার্স

**ঢাকা**

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আবেদন করেছেন। তাঁর আইনজীবীদের পাঠানো একটি চিঠির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লন্ডনভিত্তিক আইনজীবী প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের পক্ষ থেকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার প্রীতি রহমানের কাছে ওই চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে শেখ হাসিনার জন্য নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আইনজীবীরা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, শেখ হাসিনার আগের বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা তাঁর আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে বলেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাঁর মৌলিক অধিকার ও আইনগত অধিকার বিবেচনায় নিয়ে আবেদনটি প্রক্রিয়া এরপর পৃষ্ঠা ২৬




# GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

## আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

**PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?**
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

**Shah Nawaz** MBA
*President & CEO*
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

**JACKSON HTS OFFICE**
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

**BRONX OFFICE**
3780 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

**HILLSIDE AVE. OFFICE**
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

**BROOKLYN OFFICE**
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7503

সম্পাদকীয়

নির্বাচন শেষ, আতঙ্ক শেষ নয়

# ICE অভিযানে অভিবাসীদের অনিশ্চিত জীবন

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হলেও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটেনি।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক প্রচারণায় অভিবাসননীতি, সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসীদের প্রত্যাবাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়গুলো ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পরও অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা ওঈউ-এর অভিযান ও গ্রেপ্তার কার্যক্রম ঘিরে উদ্বেগ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসীদের শ্রম, মেধা ও অবদানে গড়ে ওঠা একটি দেশ। এই দেশের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণশিল্প, কৃষি, পরিবহন, রেস্তোরাঁ ব্যবসা এবং প্রযুক্তি খাতে অভিবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য।

অথচ অভিবাসন আইন প্রয়োগের কঠোরতা যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে, তখন তার প্রভাব শুধু অনথিভুক্ত অভিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বৈধ অভিবাসী, স্থায়ী বাসিন্দা এবং মিশ্র অভিবাসন মর্যাদার পরিবারগুলোও উদ্বেগের মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং আদালতের বৈধ নির্দেশ বাস্তবায়ন সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক অধিকারকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং কেবল অভিবাসনসংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতায় থাকা মানুষকে একই দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।

বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো, অভিবাসন অভিযান ঘিরে আতঙ্ক অনেক পরিবারকে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানো, চিকিৎসা গ্রহণ, কর্মস্থলে যাওয়া কিংবা সরকারি সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুধু ব্যক্তি বা পরিবার নয়, পুরো সমাজব্যবস্থা। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে বসবাসরত বহু প্রবাসী পরিবার অভিবাসন আইন ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানতে আগ্রহী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইবিহীন গ্রেপ্তার, অভিযান কিংবা প্রত্যাবাসনের খবর ছড়িয়ে পড়লে সেই উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। এখানে কমিউনিটি সংগঠন, সংবাদমাধ্যম, আইনজীবী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসীদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা এবং গুজব প্রতিরোধে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা জরুরি। একই সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তাঁরা অভিবাসন সংস্কারের বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেবেন। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী, কর প্রদানকারী এবং সমাজে অবদান রাখা মানুষের জন্য ন্যায়সংগত ও বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজা প্রয়োজন। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং মানবিক অভিবাসনব্যবস্থা পরস্পরবিরোধী নয়; সঠিক নীতি ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে উভয় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কিন্তু নির্বাচনের পর সরকারের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয়। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা মনে করি, অভিবাসননীতি কঠোর হতে পারে, কিন্তু তা অমানবিক হওয়া উচিত নয়। ওঈউ-এর প্রতিটি অভিযান হতে হবে আইনসম্মত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নির্বাচনের ফল যাই হোক, অভিবাসীদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা কোনো রাজনৈতিক দরকষাকষির বিষয় হতে পারে না।

ভোটের ফল বদলেছে, বদলায়নি অভিবাসীদের ভাগ্য

# ICE অভিযান, ট্রাম্পের কঠোর নীতি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ



মো মশিউর রহমান মজুমদার

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে। নির্বাচনের ফলাফলে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে, ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসননীতি নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরও অভিবাসীদের জীবনে প্রত্যাশিত স্বস্তি ফিরে আসেনি। বরং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ওঈউ-এর গ্রেপ্তার ও অভিযান আইন প্রয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় বহু পরিবার এখনো উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ১১ নভেম্বর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, নির্বাচনের পরও ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, আলাবামাসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কর্মস্থল, সড়ক, বিমানবন্দর এবং নিয়মিত অভিবাসনসংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টেও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি আশ্রয়ের আবেদন বিচারাধীন এবং কাজের অনুমতিপত্র থাকা ব্যক্তিদের আটকের ঘটনাও আলোচনায় এসেছে। এখানেই বড় প্রশ্নটি—নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যখন সরকারের নীতির মূল্যায়ন করে, তখন সেই রাজনৈতিক বার্তা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কতটা প্রতিফলিত হয়? ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রত্যাশা তৈরি হলেও অভিবাসন আইন প্রয়োগের বাস্তবতা যে রাতারাতি বদলে যায় না, বর্তমান পরিস্থিতি তারই উদাহরণ।

নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর অভিবাসনসংক্রান্ত কঠোর নীতি সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলেছেন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যে তিনি স্বীকার করেছেন, অভিবাসনবিষয়ক অভিযান অতিরিক্ত কঠোর হয়ে থাকতে পারে। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে অভিবাসন বিষয়ে আলোচনা করার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে রাজনৈতিক বক্তব্য এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এখনো উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের নেতৃত্ব থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রত্যাবাসন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে কঠোর অভিবাসননীতির অন্যতম পরিকল্পনাকারী স্টিফেন মিলারকে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থকদের যুক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন কার্যকর করা সরকারের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব। সীমান্ত নিরাপত্তা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং অনুমোদনহীন অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাঁদের মতে, আইন প্রয়োগ বন্ধ করা হলে তা ভবিষ্যতে আরও অনিয়মিত অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে পারে। অন্যদিকে মানবাধিকার সংগঠন, অভিবাসন আইনজীবী ও সমালোচকদের অভিযোগ, নির্বিচার বা অতিরিক্ত বিস্তৃত অভিযান নিরপরাধ পরিবারগুলোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাঁদের বক্তব্য, আইন প্রয়োগের নামে যথাযথ প্রক্রিয়া, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদা উপেক্ষা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুই অবস্থানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন রয়েছে। সরকার কি অপরাধ ও নিরাপত্তার ঝুঁকিকে অগ্রাধিকার দেবে, নাকি অভিবাসনসংক্রান্ত প্রশাসনিক অনিয়মকেও একই মাত্রার কঠোরতায় মোকাবিলা করবে? কার্যকর ও ন্যায়সংগত অভিবাসননীতি প্রণয়নের জন্য এই পার্থক্য পরিষ্কার করা জরুরি। নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ অভিবাসী অধ্যুষিত মহানগর। বাংলাদেশি, ভারতীয়, পাকিস্তানি, নেপালি, চীনা, লাতিন আমেরিকান, আফ্রিকান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য অভিবাসী এখানে বসবাস করেন। তাঁদের শ্রম, ব্যবসা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবদান নিউইয়র্ককে একটি বহুজাতিক মহানগর হিসেবে গড়ে তুলেছে। জ্যাকসন হাইটসের রেস্তোরাঁ, জ্যামাইকার ক্ষুদ্র ব্যবসা, ব্রুকলিনের দোকানপাট কিংবা ব্রঙ্কসের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অভিবাসীদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওঈউ অভিযান নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়লে কর্মজীবী মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়।

নিউইয়র্কের ফেডারেল প্লাজায় অভিবাসন আদালতকে ঘিরে গ্রেপ্তার ও বিক্ষোভের ঘটনাগুলোও জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে এসব ঘটনার পাশাপাশি নির্বাচনে অভিবাসননীতির প্রভাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। অভিবাসীদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। কেউ ব্যবসা পরিচালনা করছেন, কেউ সন্তানদের স্কুল-কলেজে পড়াচ্ছেন, আবার কেউ নিয়মিত কর দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের সবার অভিবাসন মর্যাদা এক নয়। কারও আশ্রয়ের আবেদন বিচারাধীন, কারও ভিসার মেয়াদসংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, কেউ আবার স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করেছেন।

এই ভিন্ন ভিন্ন আইনি অবস্থানকে এক করে দেখা উচিত নয়। কাজের অনুমতি, আশ্রয়ের আবেদন বা দীর্ঘদিন বসবাসের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলো সব ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বা প্রত্যাবাসন থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করে না। প্রত্যেকের পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট আইন ও মামলার অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

অভিবাসন আইন প্রয়োগের সবচেয়ে গভীর মানবিক প্রভাব পড়ে পরিবারের ওপর। একজন কর্মজীবী বাবা বা মা হঠাৎ আটক হলে তাঁর পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে। বাসাভাড়া, সন্তানের শিক্ষাব্যয়, চিকিৎসা খরচ এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আটক হলে পরিবারটি দ্রুত আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। শিশুদের ওপর এর প্রভাব আরও গভীর। অভিভাবকের অনুপস্থিতি তাদের মধ্যে উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা এবং শিক্ষাজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোতে আট বছর বয়সী এক হাইতিয়ান শিশুকে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হেফাজতে নেওয়া হয়। ঘটনাটি নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিবাসী অধিকারকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কর্তৃপক্ষ নিজেদের পদক্ষেপের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

এ ধরনের ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, অভিবাসন আইন প্রয়োগের ফলাফল শুধু একজন ব্যক্তির আইনি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরিবারের সম্পর্ক, শিশুর ভবিষ্যৎ এবং একটি সমাজের মানবিক মূল্যবোধ।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু আইন কার্যকর করা নয়; আইন প্রয়োগের ফলে অপ্রয়োজনীয় মানবিক ক্ষতি কীভাবে কমানো যায়, সেটিও বিবেচনা করা। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের ভূমিকা বহুমাত্রিক। নির্মাণশিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহন, পরিচ্ছন্নতা, প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে তাঁরা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নিউইয়র্কের মতো শহরে অভিবাসী উদ্যোক্তারা শুধু নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেন না, অন্যদের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করেন। তাঁদের ব্যবসা স্থানীয় অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ বাড়ায় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা প্রযোজ্য। রেস্তোরাঁ, ট্রাভেল এজেন্সি, গ্রোসারি, পোশাক ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, রিয়েল এস্টেট এবং তথাপ্রযুক্তি খাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে।

অভিবাসন আইন প্রয়োগের আতঙ্কে মানুষ যদি কর্মস্থলে যেতে দ্বিধা করেন, ব্যবসা পরিচালনায় বাধার মুখে পড়েন কিংবা প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, তাহলে তার অর্থনৈতিক প্রভাবও তৈরি হতে পারে। তবে অভিবাসীদের অর্থনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে অভিবাসন আইন অকার্যকর করে দিতে হবে। বরং প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে শ্রমবাজারের বাস্তবতা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং মানবিক বিবেচনা একসঙ্গে গুরুত্ব পায়।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের পর কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের শক্তিশালী অবস্থান অভিবাসননীতির ওপর নতুন নজরদারির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। কংগ্রেসের দায়িত্ব শুধু আইন প্রণয়ন নয়; নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, সরকারি ব্যয়ের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজন হলে তদন্ত পরিচালনা করাও তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নির্বাচনের পর প্রকাশিত প্রতিবেদনে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের পক্ষ থেকে ওঈউ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে তদন্তের সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তব পদক্ষেপে রূপ নেবে? কংগ্রেস চাইলে অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, আটক ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা, আটককেন্দ্রের পরিবেশ, শিশু ও পরিবারের সুরক্ষা এবং কর্মকর্তাদের জবাবদিহির বিষয়ে কার্যকর গুনানি আয়োজন করতে পারে। তবে কংগ্রেসের ক্ষমতারও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আগে অনুমোদিত অর্থায়ন, বিদ্যমান আইন এবং নির্বাহী বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষমতার কারণে অভিবাসন কার্যক্রমে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আনা কঠিন হতে পারে। এ কারণেই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বাস্তবসম্মত আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন। ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকলেও রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। নিউইয়র্কে ২০২৬ সালের মে মাসে স্বাক্ষরিত Local Cops, Local Crimes Act অনুযায়ী, স্থানীয় কারাগারগুলোকে ফেডারেল বেসামরিক অভিবাসন আটক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহারের চুক্তি বন্ধ করতে হবে। রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং গভর্নর ক্যাথি হোকুল ৬ নভেম্বর স্থানীয় কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। চুক্তি বন্ধের নির্ধারিত সময়সীমা ২৫ নভেম্বর ২০২৬। তবে স্থানীয় সহযোগিতা সীমিত করার আইন ফেডারেল ওঈউ কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় না। তাই অভিবাসীদের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি করা উচিত নয় যে নিউইয়র্কে বসবাস করলেই তাঁরা অভিবাসন আইন প্রয়োগের বাইরে থাকবেন। স্থানীয় সরকারের কার্যকর ভূমিকা হতে পারে আইনি সহায়তা সম্প্রসারণ, কমিউনিটি শিক্ষা, সরকারি সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা।

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক ও অনাগরিকউভয় শ্রেণির মানুষেরই কিছু মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। তবে অভিবাসন মর্যাদা, গ্রেপ্তারের পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ভিত্তিতে এসব অধিকারের প্রয়োগ ভিন্ন হতে পারে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন বা অঈখট-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, অভিবাসন কর্মকর্তারা বাড়িতে এলে তাঁদের পরিচয় জানতে চাওয়া, বিচারকের স্বাক্ষরিত উপযুক্ত ওয়ারেন্ট দেখতে চাওয়া এবং আইনসম্মত পরিস্থিতিতে নীরব থাকার অধিকার প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ প্রশাসনিক প্রত্যাবাসন ওয়ারেন্ট এবং বিচারকের স্বাক্ষরিত ওয়ারেন্ট এক নয়। অভিবাসীদের উচিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, নির্ধারিত আদালতের শুনানি ও অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়ে সচেতন থাকা এবং অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া।

একই সঙ্গে কোনো পরিস্থিতিতেই মিথ্যা তথ্য প্রদান, জাল নথি ব্যবহার কিংবা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের শারীরিকভাবে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কমিউনিটি সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হবে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় এসব তথ্য পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি অত্যন্ত প্রয়োজন।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠন বিভিন্ন উৎসব, সভা, সম্মেলন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন যথেষ্ট নয়। অভিবাসীদের বাস্তব সমস্যার সমাধানে সংগঠনগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। প্রথমত, অভিজ্ঞ ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত অভিবাসন আইনজীবীদের সহযোগিতায় নিয়মিত আইনি সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা যেতে পারে। এসব সভায় আশ্রয়ের আবেদন, অভিবাসন আদালতের নোটিশ, কাজের অনুমতি, স্থায়ী বসবাসের আবেদন এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, কমিউনিটিভিত্তিক একটি জরুরি আইনি সহায়তা যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেউ আটক হলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোথায় যোগাযোগ করবেন, কীভাবে আইনজীবীর সহায়তা পাবেন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র কীভাবে সংগ্রহ করবেনতৃএসব বিষয়ে আগাম প্রস্তুতি থাকা জরুরি। তৃতীয়ত, শিশু ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বাস্তবসম্মত জরুরি পরিকল্পনা থাকা উচিত। অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে সন্তানের দেখাশোনা কে করবেন, জরুরি যোগাযোগের ব্যক্তি কে হবেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় থাকবেতৃএসব বিষয় আগেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। চতুর্থত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইবিহীন তথ্য প্রচার বন্ধ করতে হবে।

কোথাও ওঈউ অভিযান হয়েছেতৃএমন দাবি প্রকাশের আগে ঘটনার সময়, স্থান ও নির্ভরযোগ্য সূত্র যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চমত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ ও প্রয়োজনগুলো তুলে ধরতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী রাজনীতিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। স্থানীয় সরকার, অঙ্গরাজ্য রাজনীতি এবং বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশি আমেরিকানদের উপস্থিতি নতুন সম্ভাবনার পথ তৈরি করছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সাফল্য শুধু নির্বাচনে বিজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজের মাধ্যমে কমিউনিটির বাস্তব সমস্যার সমাধান কতটা হচ্ছে, সেটিই হওয়া উচিত সাফল্যের প্রধান মানদণ্ড। অভিবাসন আইন সংস্কার, আইনি সহায়তা, ভাষাগত সেবা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিশেষ করে বাংলাদেশি আমেরিকান ভোটারদের উচিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সুস্পষ্ট দাবি তুলে ধরা। রাজনৈতিক সমর্থন যেন কেবল দলীয় আনুগত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; তা যেন কমিউনিটির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার কার্যকর মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে দলীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে অভিন্ন নাগরিক স্বার্থে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। অভিবাসন অভিযান নিয়ে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব অত্যন্ত সংবেদনশীল। একটি ভুল শিরোনাম, পুরোনো ভিডিও কিংবা যাচাইবিহীন গ্রেপ্তারের খবর মুহূর্তের মধ্যে হাজারো মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যমগুলোর উচিত অভিবাসনসংক্রান্ত সংবাদে নির্ভুলতা ও দায়িত্বশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। ICE অভিযান, আদালতের সিদ্ধান্ত, নতুন আইন, প্রশাসনিক নির্দেশনা কিংবা অভিবাসননীতির পরিবর্তন সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের আগে সরকারি নথি, নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের বক্তব্য যাচাই করা প্রয়োজন।

খবর
সত্যের সন্ধানে অবিচল

Chief Editor : Shibbir Ahmed
Publisher & Editor : MD MashiurRahman Majumder
News Editor : Reema Wahid
Dhaka Bureau Chief : Shehab Munawar Wahid

প্রধান সম্পাদক : শিব্বীর আহমেদ
প্রকাশক ও সম্পাদক : মো মশিউর রহমান মজুমদার
বার্তা সম্পাদক : রিমা ওয়াহিদ
ঢাকা ব্যুরো প্রধান : শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ

খবর
সত্যের সন্ধানে অবিচল
37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

খবর
www.khabor.com

# প্যাকেটের বর্জ্য, উৎপাদকের দায়িত্ব



রিয়াজুল হক

চিপস খাওয়া শেষ। প্যাকেটটি ছুঁড়ে ফেলা হলো রাস্তার পাশে। চানাচুরের প্যাকেট খালি হতেই সেটিও পড়ে রইল ফুটপাতের ওপর। সিগারেটের শেষ টান দিয়ে অবশিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া হলো ফুটপাতে, নর্দমায়। বাসে বসে বিস্কুট খেতে খেতে কেউ জানালা দিয়ে প্যাকেট ছুড়ে দিলেন। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কেউ পানির বোতল ফেলে গেলেন। এভাবেই প্রতিদিন আমাদের চারপাশে জমছে নানা ধরনের বর্জ্য। নোংরা হচ্ছে সড়ক, ফুটপাত, নর্দমা, নদী। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ।

অথচ এই দৃশ্যের দিকে তাকালে আমরা সাধারণত দায়ী করি অসচেতন নাগরিকদের। নিঃসন্দেহে যারা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলছেন, তাদের দায় রয়েছে। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ চিপস, চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট, পানীয় ও সিগারেট বিক্রি করছে, তাদের কি কোনো দায় নেই? পণ্য বিক্রির জন্য যে প্যাকেট বা মোড়ক ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ব্যবহারের পর কোথায় যাচ্ছে, পরিবেশের কী ক্ষতি করছে এবং সেগুলো সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায় কে নেবে, এসব প্রশ্নও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

একটি কোম্পানি পণ্য উৎপাদন করে, আকর্ষণীয় মোড়কে বাজারজাত করে, বিজ্ঞাপন দেয় এবং পণ্য বিক্রি করে ভোক্তার কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু পণ্যটি ব্যবহারের পর তার মোড়কটি যখন বর্জ্যে পরিণত হয়, তখন ওই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পুরো দায় কেন সাধারণ মানুষ কিংবা সরকারের ওপর বর্তাবে? কোম্পানির পণ্য বিক্রির সঙ্গে যদি প্যাকেটের ব্যবহার ও বর্জ্য সৃষ্টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে, তাহলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোম্পানিরও দায়িত্ব থাকা উচিত।

ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন কয়েক লাখ প্যাকেট বাজারে ছাড়ছে। পণ্য সমৃদ্ধ প্যাকেটগুলো বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানটি লাভ করছে। কিন্তু খালি প্যাকেটগুলো রাস্তার পাশে পড়ে থাকলে সেগুলো সংগ্রহ, পরিবহন ও পরিষ্কার করার ব্যয় বহন করছে কে? পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা কিংবা সরকার। শেষ পর্যন্ত এই ব্যয়ের অর্থ আসে জনগণের কর ও সরকারি সম্পদ থেকে। অর্থাৎ, পণ্য বিক্রির মুনাফা পাচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান, অথচ পণ্যের মোড়ক থেকে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যয়ের বড় অংশ বহন করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা জরুরি। উৎপাদককে তার পণ্যের সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পর্কে দায়িত্বশীল হতে হবে। শুধু কারখানা থেকে পণ্য বের করা কিংবা বাজারে পৌঁছে দেওয়াই শেষ কথা নয়। পণ্য ব্যবহারের পর সৃষ্ট বর্জ্য কীভাবে সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কিংবা নিরাপদে নিষ্পত্তি করা হবে, সে বিষয়েও উৎপাদককে পরিকল্পনা করতে হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে এই ধারণা 'উৎপাদকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব' (ইপিআর) নামে পরিচিত। এর মূল দর্শন হলো, পণ্য ব্যবহারের পর সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আর্থিক ও সাংগঠনিক দায় উৎপাদক, আমদানিকারক ও ব্র্যান্ড মালিকদের ওপরও বর্তাবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে নাগরিকেরা যত্রতত্র ময়লা ফেলার স্বাধীনতা পাবেন। বরং নাগরিকের দায়িত্ব এবং উৎপাদকের দায়িত্ব, দুটিই পাশাপাশি কার্যকর থাকবে।

প্যাকেটজাত পণ্যের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইউরোপের একাধিক দেশে উৎপাদকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্যাকেজিং বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই ও পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেসব প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত পণ্য বিক্রি করে, তাদের প্যাকেটের বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের খরচও বহন করতে হয়। প্যাকেটের ধরন অনুযায়ী এই খরচ নির্ধারিত হয়, যাতে কোম্পানিগুলো অপ্রয়োজনীয় প্যাকেট কমায় এবং পরিবেশবান্ধব মোড়ক ব্যবহারে উৎসাহিত হয়। সুইডেনেও প্যাকেজিং উৎপাদকদের দায়বদ্ধতার আওতায় আনা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, উৎপাদকদের আর্থিক দায় শুধু বর্জ্য অপসারণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্যাকেজিংয়ের ধরন ও পরিবেশগত প্রভাবের ভিত্তিতে ফি নির্ধারণ করা হলে সহজে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ব্যবহারে প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহিত হতে পারে। বিপরীতে, পুনর্ব্যবহার করা কঠিন কিংবা ব্যয়বহুল মোড়কের জন্য বেশি ব্যয় বহন করতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলো প্যাকেটের নকশা পরিবর্তনের কথা ভাববে। এতে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টির আগেই সমস্যাটি কমানোর সুযোগ তৈরি হয়।

আমাদের দেশে চিপস, চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট ও অন্যান্য হালকা খাবারের ছোট প্যাকেটের ব্যবহার ব্যাপক। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে এসব পণ্যের জনপ্রিয়তা রয়েছে। কিন্তু এসব প্যাকেটের অনেকগুলোই একাধিক উপাদানের স্তর দিয়ে তৈরি। ফলে সাধারণ একক উপাদানের প্যাকেটের মতো এগুলো সংগ্রহ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্যাকেটের উপাদান আলাদা করা ব্যয়বহুল, আবার স্থানীয় পর্যায়ে সেগুলো পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং বাজারও সীমিত। এই বাস্তবতা কোম্পানিগুলোর দায় কমায় না। বরং তাদের দায়িত্ব আরও বাড়ায়। একটি প্রতিষ্ঠান যদি জানে যে, তার ব্যবহৃত প্যাকেট পুনর্ব্যবহার করা কঠিন, তাহলে প্যাকেটের নকশা পরিবর্তন, উপাদানের সংখ্যা কমানো এবং বিকল্প মোড়ক উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। শুধু প্যাকেটের গায়ে 'পরিবেশবান্ধব' কিংবা 'রিসাইকেলযোগ্য' লিখে দিলেই দায় শেষ হয় না।

বাস্তবে সেই প্যাকেট সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে কি না, সেটিই প্রশ্ন। কোম্পানিগুলো চাইলে প্রথম পর্যায়ে নিজেদের পরিবেশক, ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ব্যবহৃত প্যাকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। দোকানে নির্দিষ্ট সংগ্রহ বাক্স রাখা যেতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ খালি প্যাকেট ফেরত দিলে ভোক্তাকে সামান্য মূল্যছাড় বা পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়, বাজার, বাসস্ট্যান্ড, পার্ক ও জনসমাগমস্থলে সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। সংগৃহীত প্যাকেট অনুমোদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাছাই ও প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। সব প্যাকেটকে নতুন প্যাকেটে রূপান্তর করাই একমাত্র সমাধান নয়। যেসব উপকরণ নিরাপদে পুনর্ব্যবহার করা যায় না, সেগুলোর ব্যবহার কমানো, বিকল্প উপাদান ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে পরিবেশসম্মত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। কোম্পানির উচিত বাজারে কত প্যাকেট ছাড়া হচ্ছে, কতটা ফেরত আসছে এবং কতটা পুনর্ব্যবহার হচ্ছে, তার সঠিক হিসাব রাখা। ওই হিসাব স্বাধীনভাবে অডিট করার ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে।

রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকা বর্জ্যের মধ্যে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। অনেকেই সিগারেটের শেষ অংশকে খুব সামান্য বর্জ্য মনে করেন। কিন্তু প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক মানুষ সিগারেট খাওয়ায় সম্মিলিতভাবে এর পরিমাণ অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। সিগারেটের ফিল্টারে সাধারণত সেলুলোজ অ্যাসিটেট নামের একধরনের প্লাস্টিকজাত উপাদান থাকে। এটি প্রকৃতিতে সহজে ও দ্রুত বিলীন হয় না। ব্যবহারের পর ফিল্টারে তামাকের অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য রাসায়নিকও থেকে যেতে পারে।



বৃষ্টির পানির সঙ্গে এসব উপাদান নর্দমা, খাল কিংবা জলাশয়ে পৌঁছাতে পারে।

সিগারেটের ফিল্টার সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ রয়েছে। কানাডায় টেরাসাইকেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনস্মোক কানাডা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যবহৃত সিগারেটের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সান্টা ফি ন্যাচারাল টোব্যাকো ও টেরাসাইকেলের সহযোগিতায় অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ পরিচালিত হয়েছে। ইতালিতে রি-সিগ নামের একটি উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবহৃত সিগারেটের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার কাজ হয়। ফ্রান্সে ২০২১ সাল থেকে সিগারেটের ফিল্টারজনিত বর্জ্য কমাতে উৎপাদক দায়িত্বভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই উদাহরণগুলো বাংলাদেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর উপায় হলো বর্জ্য সৃষ্টি হওয়ার পর সেটি সংগ্রহের পাশাপাশি শুরুতেই বর্জ্যের পরিমাণ কমিয়ে আনা। এই দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে উৎপাদকদেরই নিতে হবে। ধরা যাক, একটি কোম্পানি এমন প্যাকেটে চিপস বাজারজাত করে, যা ব্যবহারের পর পুনর্ব্যবহার করা কঠিন। কোম্পানিটি চাইলে প্যাকেটের নকশা পরিবর্তন করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় উপাদান বাদ দিতে পারে এবং পুনর্ব্যবহারের উপযোগী বিকল্প ব্যবহার করতে পারে। প্যাকেটের আকার ও উপাদান এমনভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, যাতে পণ্যের নিরাপত্তা বজায় রেখেও বর্জ্য কমানো সম্ভব হয়।

খাদ্যপণ্যের মোড়ক এমন হতে হবে, যাতে খাদ্য নিরাপদ থাকে, পণ্যের মেয়াদ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং মোড়ক ব্যবহারের পর তা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়। তবে শুধু কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করলেই পরিবেশের ক্ষতি কমবে, এমন সরল সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। কাগজ উৎপাদনে পানি ও জ্বালানি লাগে, আবার কাগজের সঙ্গে প্লাস্টিক বা অন্য উপাদানের স্তর যুক্ত থাকলে সেটিও পুনর্ব্যবহার করা কঠিন হতে পারে। তাই প্যাকেজিংয়ের পরিবেশগত প্রভাব সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

কোম্পানিগুলোকে পণ্যের মোড়কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, সেটি কোন উপাদানে তৈরি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য কি না এবং কোথায় জমা দিতে হবে। কোনো প্যাকেট বাস্তবে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী না হলে শুধু প্রচারণার স্বার্থে তাকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বলে উপস্থাপন করা উচিত নয়।

বাংলাদেশে প্যাকেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে একটি কার্যকর বর্জ্য সংগ্রহব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। একই ধরনের প্যাকেট বাজারজাত করে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে একটি যৌথ তহবিল গঠন করতে পারে। সেই অর্থ দিয়ে বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, পার্ক ও জনসমাগমস্থলে বর্জ্য সংগ্রহের বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে। সংগৃহীত বর্জ্য নিয়মিত সরিয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার, বর্জ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ও পুনর্ব্যবহারকারী কারখানার সঙ্গে চুক্তি করতে পারে।

তবে একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, সংগ্রহ করা বর্জ্য যেন শুধুমাত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলা না হয়। কতটুকু বর্জ্য সংগ্রহ করা হলো, কতটুকু পুনর্ব্যবহার করা গেল, কতটুকু নিরাপদে নিষ্পত্তি করা হলো এবং কতটুকু এখনো ব্যবস্থাপনার বাইরে রয়েছে, তার পরিপূর্ণ হিসাব থাকতে হবে। কোম্পানিগুলোকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

আরেকটি কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে পুরস্কার। কোনো ভোক্তা নির্দিষ্টসংখ্যক খালি প্যাকেট নির্ধারিত কেন্দ্রে জমা দিলে তাকে সামান্য মূল্যছাড়, পয়েন্ট কিংবা অন্য কোনো প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে। তবে এ ধরনের কর্মসূচি চালু করার আগে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বাস্তব সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু প্রচারণার জন্য সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপন করে পরে সেগুলো অকার্যকর অবস্থায় ফেলে রেখে কোনো সুবিধা আসবে না।

সিগারেটের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদ সংগ্রহপাত্র স্থাপন করা যেতে পারে। তবে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ সাধারণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। ব্যবহৃত ফিল্টারে ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে পারে। তাই প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে সংগ্রহ এবং অনুমোদিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে ২০২৬ সালের ইপিআর নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্দেশিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। কোন প্রতিষ্ঠান কত পরিমাণ প্লাস্টিক পণ্য বা প্যাকেজিং বাজারজাত করছে, কত বর্জ্য সংগ্রহ করছে এবং কতটা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা হচ্ছে, এসব তথ্যের নির্ভরযোগ্য হিসাব রাখতে হবে।

দেশে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও ব্র্যান্ড মালিকদের ওপর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায় চাপিয়ে 'প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২৬' জারি করেছে সরকার।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গত ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ১৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছে।

নির্দেশিকাটি বাংলাদেশে উৎপাদিত বা ব্যবহৃত সব পুনঃচক্রায়নযোগ্য ও অ-পুনঃচক্রায়নযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য এবং এসব পণ্যের প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক ও ব্র্যান্ড মালিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তবে শুধু রপ্তানি আদেশের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ নির্দেশিকার আওতামুক্ত থাকবে।

নতুন নির্দেশিকায় প্লাস্টিক পণ্যকে পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো—কঠিন প্লাস্টিক, নমনীয় প্লাস্টিক, স্টাইরোফোম বা ইপিএস, সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ নয় এমন সিংগেল ইউজ প্লাস্টিক এবং অন্যান্য পণ্য। অন্যান্য শ্রেণির মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডায়াপার ও সিগারেট ফিল্টারও রাখা হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট 'অবলাইজড এনটিটি' বা দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধাপে ধাপে তালিকাভুক্ত করবে। প্রথম দুই বছরে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, পরবর্তী দুই বছরে মাঝারি এবং পঞ্চম বছরে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকাভুক্ত করা হবে। তালিকাভুক্তির ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের মেয়াদ হবে তিন বছর। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরা অথবা প্রোডিউসার রেসপনসিবিলিটি অর্গানাইজেশনের (পিআরও) মাধ্যমে যৌথভাবে পালন করতে পারবে। প্রথম দুই বছরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ এবং ৭ দশমিক ৫ শতাংশ পুনঃচক্রায়নের লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ শতাংশ এবং পুনঃচক্রায়নের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তিন বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে এসব লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী সময়ে হালনাগাদ করা হবে। লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত বর্জ্য সংগ্রহ করা হলে সরকার অনুমোদিত পদ্ধতিতে তা 'প্লাস্টিক ক্রেডিট' হিসেবে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির সুযোগ থাকবে।

নির্দেশিকায় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রতিবছর অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বা যথাযথভাবে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধন নবায়ন করা হবে না। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিত পরিদর্শন, নিরীক্ষা ও তথ্য যাচাই করবে। অসত্য তথ্য দিলে নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। মন্ত্রণালয় বলছে, ইপিআর নির্দেশিকা বাস্তবায়নের ফলে প্লাস্টিক উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও ব্র্যান্ড মালিকরা তাদের পণ্যের জীবনচক্র শেষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি দায়বদ্ধ হবেন। এতে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনঃচক্রায়নের অবকাঠামো সম্প্রসারণের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রাহক খাতকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় আনার সুযোগ তৈরি হবে।

এ উদ্যোগ চক্রাকার অর্থনীতি বিকাশ এবং সামুদ্রিক প্লাস্টিক দূষণ কমাতেও ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে সরকার। একই সঙ্গে প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও আরও জোরদার হবে বলে মনে করছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়। একটি কোম্পানির সাফল্য সাধারণত বিক্রয়, মুনাফা, বাজারের অংশীদারত্ব ও প্রবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু পরিবেশের ওপর তার কার্যক্রমের প্রভাবও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। যে প্রতিষ্ঠান বিপুল পরিমাণ প্যাকেট বাজারজাত করছে, তার পরিবেশগত দায়ও ওই অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোম্পানির মূল ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মধ্যেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পণ্যের দাম নির্ধারণ, প্যাকেজিংয়ের নকশা, সরবরাহব্যবস্থা ও বিপণন পরিকল্পনার পাশাপাশি পণ্য ব্যবহারের পর সৃষ্ট বর্জ্য কীভাবে সামলানো হবে, তারও হিসাব থাকতে হবে। এতে উৎপাদনকারীর ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু ওই ব্যয়কে কেবল ব্যবসার ওপর চাপ হিসেবে দেখলে চলবে না। পরিবেশ দূষণের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র যে ব্যয় বহন করে, তারও অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। আমরা প্রায়ই বলি, সাধারণ মানুষ ময়লা-আবর্জনা রাস্তায় ফেলবে না, সিটি করপোরেশন ময়লা সরাবে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা শহর ঝকঝকে রাখবে। এসব দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু প্রতিদিন নতুন করে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হতে থাকলে শুধু পরিচ্ছন্নতাকর্মী বাড়িয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। সমাধান শুরু করতে হবে বর্জ্য সৃষ্টির উৎস থেকে। কোম্পানিগুলোকে এমন পণ্য ও প্যাকেজিং বাজারে আনতে হবে, যার পরিবেশগত প্রভাব যতটা সম্ভব কম। পণ্য ব্যবহারের পর বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় তাদের আর্থিক এবং সাংগঠনিক দায় নিতে হবে। সরকারকে নিয়ম কার্যকর করতে হবে এবং নাগরিকদের নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলতে হবে। শেষে একটি সহজ প্রশ্ন করি, একটি কোম্পানি তার পণ্য বিক্রি করে লাভ করবে, কিন্তু সেই পণ্যের মোড়ক যখন রাস্তায় পড়ে থাকবে, তখন তার কোনো দায় থাকবে না, এমন ধারণা কি গ্রহণযোগ্য? নিশ্চয়ই না। একইভাবে একজন ভোক্তা পণ্য কিনেছেন বলেই প্যাকেটটি যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়ার অধিকার অর্জন করেন না। সুতরাং, দায়িত্ব কারও একার নয়, আবার কারও দায়িত্বহীনতার অজুহাতে অন্যের দায়ও মুছে যায় না। নাগরিকের সচেতনতা, উৎপাদকের দায়বদ্ধতা এবং সরকারের কার্যকর তদারকি, এই তিনের সমন্বয়েই পরিচ্ছন্ন দেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

# মসনদে টান ওদের, দমবন্ধ কিন্তু আমাদেরই



শোয়েব সাম্য সিদ্দিক




বিশ্বরাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদল হঠাৎ মনে হলেও তার পেছনে কাজ করে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ, অর্থনীতির চাপ আর বৈশ্বিক রাজনীতির হিসাব-নিকাশ। ২০২৬ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ সেটাই আবার দেখাল। ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর জোট সরকার গড়ার মতো আসন পায়নি। যুক্তরাষ্ট্রে ডনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের দুই কক্ষই হারিয়েছে। মিশিগান থেকে আবদুল এল সাইয়েদ হয়েছেন প্রথম মুসলিম সিনেটর। তিনটি ঘটনাই বলছে, কোনো নেতার আধিপত্য চিরস্থায়ী নয়।

আগে ইসরায়েলের হিসাব দেখা যাক। ১২০ আসনের নেসেটে সরকার গড়তে লাগে ৬১ আসন। চূড়ান্ত ফলে নেতানিয়াহুর জোট পেয়েছে ৫৩, গাদি আইজেনকোটের জোট ৪৮ এবং আরব দলগুলো ১৯ আসন। জেরুজালেম পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী আইজেনকোট নেতানিয়াহুর অধীনে কাজ করতে রাজি নন, আবর্তনভিত্তিক সরকারেও নয়। আবার আইজেনকোটের জোটের অনেক নেতা আরব দলের সঙ্গে জোটে অনীহা দেখিয়েছেন। ফলে কোনো পক্ষের সামনেই সহজ পথ নেই। নেতানিয়াহু দুর্বল হয়েছেন, কিন্তু তার রাজনৈতিক অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, এ কথা বলার সময় এখনো আসেনি।

প্রশ্ন হলো, নেতানিয়াহু বিদায় নিলে ফিলিস্তিনিরা কি স্বস্তি পাবেন? সেই নিশ্চয়তা নেই আছে বলে মনে করার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আইজেনকোট ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বাহিনীর প্রধান ছিলেন। অগাস্টের এক সাক্ষাৎকারে তিনি দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে অবাস্তব বলেছেন এবং পশ্চিম তীরের বসতি শর্তসাপেক্ষে সমর্থন করেন বলে প্রতিবেদনে এসেছে। অথচ অধিকৃত ভূখণ্ডে বসতি আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ। চরমপন্থি বসতিকারীদের সহিংসতার সমালোচনা করা আর পূর্ণ সার্বভৌম ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়ানো এক কথা নয়। কেননা, ব্যক্তির বদল হলেও নিরাপত্তাকেন্দ্রিক কাঠামো সহজে নড়বে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটরা হাউস ও সিনেট দুটোই জিতেছে। টেক্সাস, সাউথ ক্যারোলাইনা, আইওয়া, মিশিগান ও কানসাসে রিপাবলিকান আসন তাদের দখলে গেছে। ২০০৬ সালে বুশের পর এই প্রথম কোনো রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট একসঙ্গে দুই কক্ষ হারালেন। ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেছেন, পরাজয়ের একটি অংশ ইরানের কারণে ঘটেছে। তবে ভোটারদের ক্ষোভের মূল জায়গা ছিল মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি ও দৈনন্দিন খরচ। রায়টা যুদ্ধের নৈতিকতার ওপর যতটা, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধের দামের ওপরজনক্ষমতার সীমাও স্পষ্ট। ডেমোক্র্যাটরা কমিটির চেয়ারম্যান হবে, তদন্ত ও তলবের ক্ষমতা পাবে, কিন্তু ভেটো ছাপিয়ে যাওয়ার মতো দুই তৃতীয়াংশ তাদের নেই। যুদ্ধটি ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই শুরু হয়েছিল। ১১ ডিসেম্বরে সরকারি তহবিলের মেয়াদ শেষ হবে, সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় চাপের হাতিয়ার। কিন্তু মাঠে সেনা থাকলে তহবিল আটকানো রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। নির্বাচনের চাপ না থাকায় ট্রাম্প উল্টো আরও বেপরোয়া হতে পারেন। আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইরানের নিরাপত্তাপ্রধানকে চিঠি পাঠিয়ে আলোচনা চালুর চেষ্টা করেছেন বলে খবর আছে। অর্থাৎ ওয়াশিংটনেও এক সুর নেই। তাহলে ট্রাম্পের পরাজয় কি ইরানের জন্য স্বস্তির খবর? ব্যাপারটা তা নয়। ইরানের প্রতি মার্কিন কঠোরতা তিন স্তরে গাঁথা বলে অনুমিত হয়। প্রথম স্তর প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার আইনি কাঠামো, কংগ্রেসের ইতিহাস আর নিরাপত্তা আমলাতন্ত্র। দ্বিতীয় স্তর রাজনৈতিক, কারণ ইরান নিয়ে নরম দেখালে ভোটের বাজারে লাভ নেই, তাই ডেমোক্র্যাটরা যুদ্ধের সমালোচনা করবে ব্যয় ও কংগ্রেসের এখতিয়ারের যুক্তিতে। তৃতীয় স্তর কৌশলগত, কারণ পরমাণু কর্মসূচি আর ইসরায়েলের নিরাপত্তা দুই দলেরই স্পর্শকাতর জায়গা। আমার ধারণা, যুদ্ধের তীব্রতা কমতে পারে, কিন্তু ইরানকে স্থায়ী হুমকি হিসেবে দেখার মানসিকতা থেকে যাবে। এ বৈরিতা ব্যক্তির নয়, কাঠামোর।

এল সাইয়েদের জয় মুসলিম আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। মিশিগান থেকে প্রথম মুসলিম সিনেটর হিসেবে তার নির্বাচিত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে একটি প্রতীকী মোড়। নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্প তাকে 'জিহাদি' বলে আক্রমণ করেছিলেন। এই ধরনের ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক আক্রমণ ভোটের মাঠে সাধারণত সন্দেহ ও বিভাজন উসকে দেয়। তবু মিশিগানের ভোটাররা সেই প্রচারে কান না দিয়ে তাকেই বেছে নিয়েছেন। এটা শুধু একজন প্রার্থীর জয় নয়, একধরনের বিদ্বেষের রাজনীতির সীমা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াও বটে।

তবে আবেগের জায়গায় থেমে না থেকে হিসাবটাও মেলানো দরকার। একশ সদস্যের সিনেটে তিনি মাত্র একজন। একজন সিনেটরের পক্ষে এককভাবে পররাষ্ট্রনীতির দিক ঘোরানো প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে যেখানে ইসরায়েল ও ইরান প্রশ্নে দুই দলের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান বহুদিনের। তা ছাড়া তার প্রচারের কেন্দ্রে ছিল স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনযাত্রার ব্যয়, যে বিষয়গুলো এবারের নির্বাচনে ভোটারদের মূল চিন্তাও ছিল। অর্থাৎ ভোটাররা তাকে বেছে নিয়েছেন পকেটের চাপ আর দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্নে, পররাষ্ট্রনীতির কোনো নতুন দিকনির্দেশনার জন্য নয়। প্রতিনিধিত্ব জরুরি এবং তার প্রতীকী ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব নিজে থেকে নীতি বদলের নিশ্চয়তা নয়, বিশেষ করে সেই নীতির ভিত যদি রাষ্ট্রের গভীর কাঠামোয় গাঁথা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই পালাবদলে বাংলাদেশের কী হবে? আমার পর্যবেক্ষণ, আশু স্বস্তির সম্ভাবনা কম। আমাদের প্রায় সব জ্বালানিই আমদানি করতে হয়, আর গ্যাসের চাহিদার প্রায় ৩০ শতাংশ মেটে আমদানি করা এলএনজিতে। ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজের বরাতে একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০ ডলার বাড়লে আমাদের মাসিক আমদানি ব্যয় প্রায় ৮০ মিলিয়ন ডলার বেড়ে যায়। যুদ্ধ যদি ধীরে ধীরে থামেও, ইরানের সঙ্গে মার্কিন দরকষাকষি দীর্ঘ হলে হরমুজ প্রণালি ঘিরে অনিশ্চয়তা থাকবে। তাই দাম হঠাৎ নেমে আসবে ভেবে বসে থাকা ঠিক হবে না। জ্বালানি, মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ আর প্রবাসী আয়ের ওপর চাপ আরও কিছুদিন থেকে যাবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, নেতানিয়াহুর জোটের পিছিয়ে পড়া মানেই ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নয়; আবার ট্রাম্পের পরাজয়ও ইরানের জন্য শান্তির স্থায়ী নিশ্চয়তা হতে পারে না। এই অনিশ্চিত বাস্তবতায় বৈশ্বিক ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে আমাদের নিজেদের ঘর গোছানোই এখন সবচেয়ে জরুরি। কেননা, মসনদে টান ওদের হলে দমবন্ধ হতে পারে আমাদেরই। তাই সবার আগে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী কৌশলগত জ্বালানি মজুত গড়ে তোলা—যাতে আকস্মিক সংকটে বাজারে আতঙ্কিত কেনাকাটার রাশ টানা যায়। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের একক নির্ভরতা কমিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানি আমদানি এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্পট বাজারের সুযোগ কাজে লাগানো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। ভর্তুকির বোঝা কমাতে সৌর ও বায়ুর মতো দেশীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে জোরদার বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই; কেননা আমাদের আমদানিনির্ভরতা যত কমবে, ওয়াশিংটনের এক সিদ্ধান্তের ধাক্কায় দেশের অর্থনীতিতে আগুন লাগার ভয়ও তত হ্রাস পাবে। অন্যদিকে ভূরাজনীতি ও কূটনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান হতে হবে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তববাদী। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক যেমন ধরে রাখতে হবে, তেমনি উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে জনশক্তি রপ্তানি ও ইরানের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখাও সমান জরুরি। পরিশেষে, যেকোনো আকস্মিক বৈদেশিক ব্যয়ের চাপ সামলাতে ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে সুদের হারের পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হারে কঠোর সতর্কতা বজায় রাখা দরকার।

# বিচারহীনতার দশ বছর: সাঁওতালদের ভিটা বাগদাফার্মে কার স্বার্থে ইপিজেড?



খোকন সুইটেন মুর্মু



"এই দেশের বিচার ভালো নয় রে, এই দেশের মানুষ ভালো নয়।
এই দেশের দিকু-ঠাকুর, বেজায় ঠকের ঠক রে,
এই দেশের মান ভালো নয়।"
"এই দেশের বিচার ভালো নয় রে"—সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মের সহিংসতার স্মরণে আয়োজিত সমাবেশগুলোতে সাঁওতালরা এই আক্ষেপের গান গেয়ে থাকেন। ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর যেসব নারী তাদের স্বামী ও ভাইকে হারিয়েছেন, তাদের কাছে এই গান একই সঙ্গে শোক ও প্রতিবাদের ভাষা। দশম বার্ষিকীকে সামনে রেখে তাদের প্রশ্নটি আজও গভীর বেদনার: যে জমিতে একটি জনগোষ্ঠী এখনো ন্যায়বিচার ও পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, সেখানে কীভাবে ইপিজেড করার মতো নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়?

**২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ** উপজেলায় সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মে উচ্ছেদের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল অধিবাসী, পুলিশ, চিনিকলের শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে তিন সাঁওতাল পুরুষ—মঙ্গল মার্ডি, রমেশ টুডু ও শ্যামল হেমব্রম নিহত হন। অন্তত ৩০ জন সাঁওতাল আহত হন এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, চালানো হয় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। বহু পরিবার এলাকাটি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়। এই ঘটনা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বলপ্রয়োগ, বসতবাড়ি ধ্বংস এবং ভূমির অধিকারের দাবিদার মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়।

দশ বছর পেরিয়ে গেলেও জবাবদিহি ও ন্যায়বিচারের মূল দাবি এখনো পূরণ হয়নি। অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়ে অভিযোগকারীরা তদন্তের বিষয়ে আপত্তি জানান। তাদের দাবি, তদন্তে সহিংসতার সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। নবম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এবং ২০২৬ সালের অগাস্টে হালনাগাদ করা এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আদালত অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিলেও হালনাগাদ তদন্ত প্রতিবেদন তখনো জমা দেওয়া হয়নি। ফলে মামলার বিচারকাজও শুরু হয়নি। দীর্ঘদিনের এই অনিশ্চয়তা নিহতদের পরিবারগুলোর দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং সবার জন্য সমান ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জনসাধারণের আস্থা দুর্বল করছে।

সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মের ইতিহাস থেকে এই সহিংসতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ও ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য কৃষকের দাবি, রংপুর চিনিকলের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় নির্দিষ্ট শর্ত ছিল—জমি অধিগ্রহণের ঘোষিত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্য আর বহাল না থাকলে জমি মূল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সাঁওতালদের পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি আর ফসলের ওই জমির কিছু অংশ প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে ইজারা দেয়; অথচ মূল ভূমিমালিকদের কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। চিনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী ভূমিবিরোধের কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো নিজেদের ভূমির অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামে আটকে রয়েছে। এসব ভূমির দাবি নিয়ে বিরোধ রয়েছে, যা স্বচ্ছ ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করতে হবে। নতুন কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে কেবল বাধা হিসেবে বিবেচনা করে এই বিরোধ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মে একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সাঁওতালদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। সাঁওতালদের ভিটা সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্মে কার স্বার্থে এই ইপিজেডের পরিকল্পনা? সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কাছে প্রশ্নটি শুধু এই নয় যে একটি ইপিজেড কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে কি না, করলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে কি না। বরং মূল প্রশ্ন হলো, যেখানে হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়নি এবং ভূমির বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি, সেখানে রাষ্ট্র কীভাবে একটি বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারে? সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বারবার বলেছেন, প্রকল্পের প্রস্তাব এগিয়ে নেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে অর্থবহ কোনো পরামর্শ করা হয়নি। তাদের আশঙ্কা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পূর্বপুরুষের জমি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং ইতিমধ্যে বসতভিটা, জীবিকা ও নিরাপত্তা হারানো পরিবারগুলো আরও প্রান্তিক হয়ে পড়বে।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পায়ন সম্প্রসারণের জাতীয় স্বার্থ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিয়ে কিংবা কোনো প্রতিকার ছাড়াই উন্নয়নের মূল্য তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরামর্শ গ্রহণের প্রক্রিয়া হতে হবে প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই, অর্থবহ এবং এমন ভাষা ও পদ্ধতিতে, যা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী সহজে বুঝতে পারে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বীকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন ও পূর্বাবোহিত সম্মতি (ঋৎবব, চৎরড়ৎ ধহফ ওহভড়ৎসবফ ঈড়হংবহঃ—ঋচওঈ) নীতি এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। এই নীতি অনুযায়ী, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে, তাদের স্বাধীনভাবে আলোচনা ও মতামত প্রদানের প্রকৃত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের উদ্বেগগুলো শুধু নথিভুক্ত করলেই চলবে না, সেগুলোর যথাযথ সমাধানও করতে হবে।

**এ পরিস্থিতিতে সরকারের অবিলম্বে চারটি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:**

প্রথমত, অধিকতর তদন্ত নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এরপর প্রমাণের ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দায় নির্ধারণ করে একটি সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

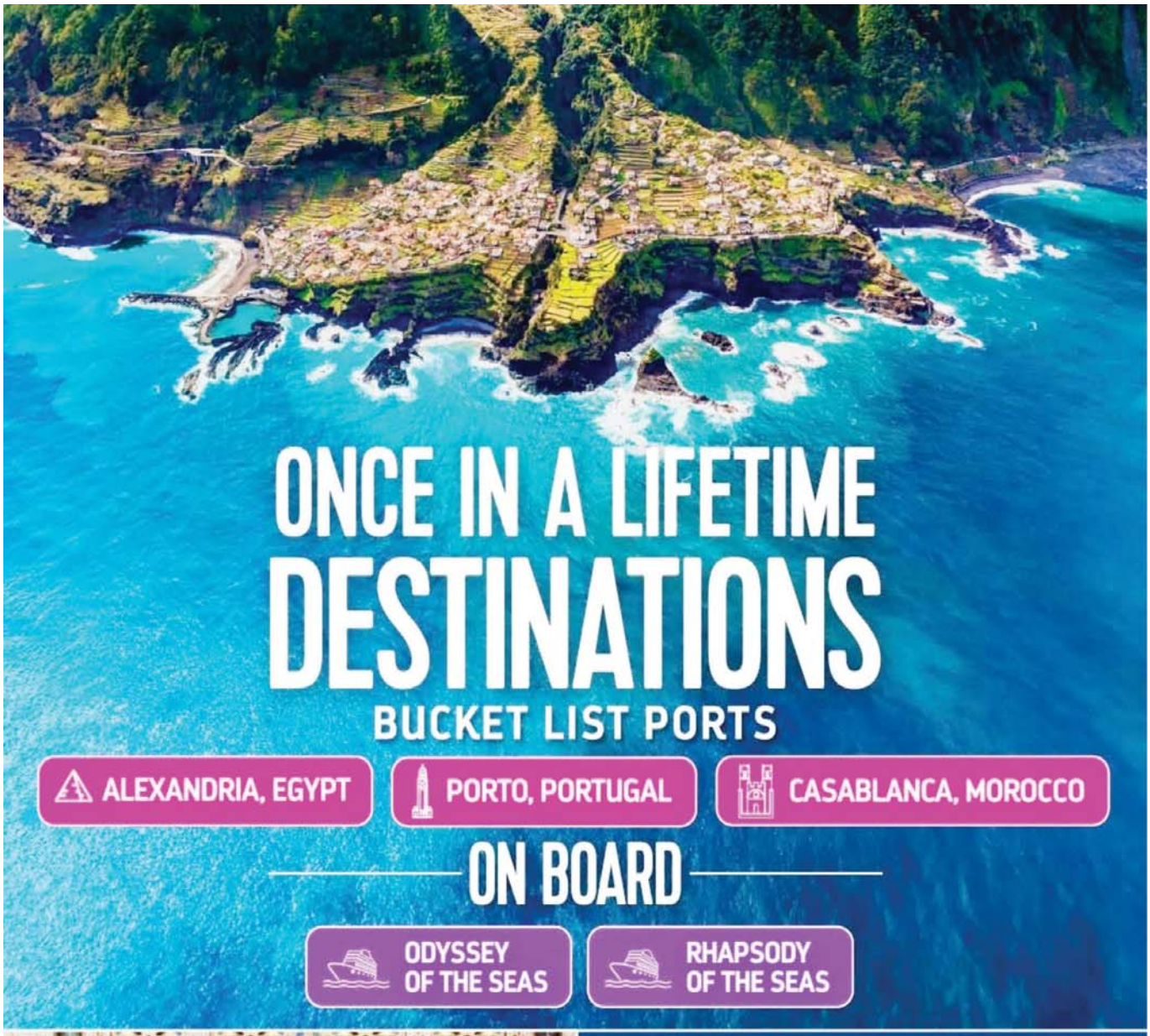
দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগসহ কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।

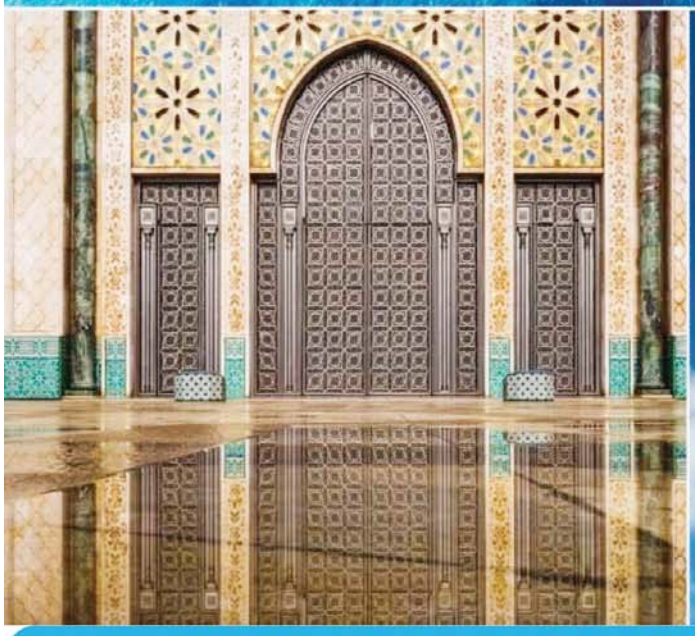
তৃতীয়ত, ভূমির রেকর্ড, মূল অধিগ্রহণের শর্ত এবং সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষকদের ভূমিসংক্রান্ত দাবিগুলো যাচাইয়ের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

চতুর্থত, ভূমিবিরোধের নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থবহ পরামর্শ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিতর্কিত জমিতে ইপিজেড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অপরিবর্তনীয় কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্মের সাঁওতালরা বাংলাদেশের উন্নয়ন থেমে যাক, এমন দাবি করছেন না। তাদের দাবি, উন্নয়ন যেন অমীমাংসিত সহিংসতা, ভূমি বেদখল ও বঞ্চনার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। উপযুক্ত স্থানে ইপিজেড প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু পরিবারগুলো যখন এখনো ন্যায়বিচারের অপেক্ষায়, তখন বিতর্কিত জমিতে এই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

২০১৬ সালের ৬ নভেম্বরের ঘটনার দশ বছর পর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অঙ্গীকারের প্রকৃত পরীক্ষা হলো—রাষ্ট্র সাঁওতালদের এই ন্যায়সংগত দাবিগুলো শুনতে এবং সে অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে কি না। এই বার্ষিকী যেন আরেকটি স্মরণসভা, শোক ও প্রতিশ্রুতির আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থাকে, যার পর আবারও নেমে আসে দীর্ঘ নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা।





USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

রমজান মাহমুদ

# ছন্দের ভেতর দায়িত্বের আলোকশিখা

তার ছড়ার প্রধান শক্তি তিনটি– যথাযথ শব্দ নির্বাচন, অচেনা বিষয়কে চেনা আলোয় উপস্থাপন এবং শেষ পঙক্তিতে এক নিঃশব্দ চমক। তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসান না, মৃদু হাসির ভেতর একটি প্রশ্ন রেখে যান। তার ছড়ায় অসংলগ্নতার আভাস আছে; কিন্তু সেই আভাসের ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকে এক গভীর সংলগ্নতা– জীবনের প্রতি এক নির্মোহ পর্যবেক্ষণ তার আরেকটি সাহিত্যমাধ্যম– ক্লেরিহিউ। চার পঙক্তির এ ব্যঙ্গ-জীবনীভিত্তিক প্রকরণে তিনি সিদ্ধহস্ত। ২০১১ সালে তার ক্লেরিহিউ গ্রন্থ 'জগৎজুড়ে আলোর মেলা' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন– ছড়া ও লিমেরিকের পাশাপাশি ক্লেরিহিউতেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ, সমান শিল্পীত।

বাংলা ছড়ার যাত্রা মৌখিক থেকে লৈখিকে, উঠোন থেকে গ্রন্থে। সেই উত্তরণের পর ছড়া আর পেছনে ফেরেনি, বরং সাহিত্যের মূলস্রোতে নিজের আসনকে দৃঢ় করেছে। এ আসনকে যারা নীরবে, ধারাবাহিক সাধনায় সমৃদ্ধ করেছেন– তাদের মধ্যে রমজান মাহমুদ এক স্বতন্ত্র নাম।

তিন দশকের অধিক সময় ধরে তিনি ছড়াকে আঁকড়ে আছেন– একাগ্রতায়, নিষ্ঠায়। তার প্রকাশভঙ্গি সাবলীল, প্রবহমান, আয়াসহীন। অথচ ছড়া কখনোই আয়াসহীন শিল্প নয়। আপাত সরলতার অন্তরালে সুসংহত ভাবনা, সংহত দর্শন, পরিমিত শব্দ ও নিখুঁত মিলের সমন্বয়ই ছড়াকে ছড়া করে তোলে। পদ্য লিখতে পারলেই ছড়া হয় না– কবিতার পাশে ছড়া এক ভিন্ন প্রকরণ, ভিন্ন শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলার প্রতি রমজান মাহমুদের আনুগত্য গভীর।

তার ছড়ার প্রধান শক্তি তিনটি– যথাযথ শব্দ নির্বাচন, অচেনা বিষয়কে চেনা আলোয় উপস্থাপন এবং শেষ পঙক্তিতে এক নিঃশব্দ চমক। তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসান না, মৃদু হাসির ভেতর একটি প্রশ্ন রেখে যান। তার ছড়ায় অসংলগ্নতার আভাস আছে, কিন্তু সেই আভাসের ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকে এক গভীর সংলগ্নতা– জীবনের প্রতি এক নির্মোহ পর্যবেক্ষণ।

তিনি বহু আঙ্গিকে লিখেছেন– অন্ত্যমিল, আদ্যমিল, মধ্যমিল, অনুপ্রাস, ঘনবিন্যস্ত মিল, প্রশ্নোত্তর নির্ভর ছড়া, লিমেরিক। প্রতিটি আঙ্গিকেই তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। যেমন– 'গন্ধ বুঝে চলার রাস্তা বুনতে সবাই পারে না'– এ পঙক্তিতে ছন্দের পাশাপাশি এক নীরব দর্শন উচ্চারিত হয়। নীরবতারও যে শব্দ আছে, না-দেখারও যে দেখা আছে, তা তিনি ছড়ায় বলেন। আবার 'যদু চান কলা খায়, মধু কান মলা খায়'– এখানে একটি ক্রিয়াপদকে কেন্দ্র করে ধ্বনির আবর্তন, মিলের বিন্যাসে এক নিপুণ শিল্পকৌশল।

লিমেরিকের পাঁচ পঙক্তির সীমিত পরিসরে তিনি জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকেন। 'বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সোজা হেঁটে চলে, ছাতাখানা থাকলেও রেখেছে বগলে'– এ চিত্রটি কৌতুকের নয়, আমাদের সঞ্চয়ের ভয়, আমাদের অপ্রয়োজনীয় আগলে রাখার প্রবণতার প্রতীক।

তার আরেকটি সাহিত্যমাধ্যম– ক্লেরিহিউ। চার পঙক্তির এ ব্যঙ্গ-জীবনীভিত্তিক প্রকরণে তিনি সিদ্ধহস্ত। ২০১১ সালে তার ক্লেরিহিউ গ্রন্থ 'জগৎজুড়ে আলোর মেলা' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন– ছড়া ও লিমেরিকের পাশাপাশি ক্লেরিহিউতেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ, সমান শিল্পীত। এ ত্রিমাত্রিক বিচরণ– ছড়া, লিমেরিক, ক্লেরিহিউ– তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।

ছড়ার বাইরে কিশোর কবিতা ও গল্পেও তার বিচরণ সমান উজ্জ্বল। 'নূপুর বাজে দুপুর সাঁঝে' গ্রন্থে তিনি লেখেন– 'কবিরা বোঝেন পাখিদের ভাষা'– এ বোঝা শুধু কবির নয়, এক দায়িত্বশীল মানুষের। ছবির ভেতর ছবি খুঁজে পাওয়া, ঢেকে রাখা ও বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে ভারসাম্য, তা তার কিশোর কবিতার প্রাণ। 'পিপড়া ও শিপরা', 'গাছবন্ধু'র মতো গল্পে প্রকৃতি ও মানবতার সম্পর্ককে তিনি কোমল ভাষায় বিন্যস্ত করেছেন।

রমজান মাহমুদ ছড়া, লিমেরিক, ক্লেরিহিউ, শিশুসাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকা-ম্যাগাজিনে নান্দনিক প্রবন্ধ রচনা করেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার প্রকাশিত ২১টি গ্রন্থের নামকরণেই ছন্দবোধের পরিচয় মেলে– 'চিৎপটাং' (১৯৯৭), একশো লিমেরিক' (২০০০), 'তালবেতাল' (২০০২), 'অদলবদল' (২০০৬), 'টানাটানি' (২০০৬), 'বাঁচার লড়াই' (২০০৮), 'নূপুর বাজে দুপুর সাঁঝে' (২০০৯), 'জগৎজুড়ে আলোর মেলা' (২০১১), 'রঙবেরঙ' (২০১২), 'মিলঅমিল' (২০১৫), 'ধূমধাম' (২০১৫), 'যখন যেমন তখন তেমন' (২০১৫), 'পিপড়া ও শিপরা' (২০১৭), 'গাছবন্ধু' (২০১৭), ''ডিম আগে না মুরগি আগে' (২০২১), 'নাদুসনুদুস' (২০২১), 'থোকায় থোকায় স্বপ্ন জ্বলে' (২০২২), আলোর খেলা (২০২৩), আনন্দবাগান (২০২৪), ছড়াসমগ্র (প্রথম খণ্ড) (২০২৪), কিছু প্রশ্ন থেকে যায় (২০২৫) ইত্যাদি। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন কবিতা সংকলন 'নোঙর ফেলেছে চাঁদ' (২০২৪)। প্রতিটি নাম ধ্বনিময়, ছন্দময়, স্মরণীয়।

প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে তিনি ক্ষণিকের লেখক নন, দীর্ঘ পথের যাত্রী। সম্পাদনা কিংবা সম্পাদক হিসেবে তার ভূমিকা আরও গভীর। 'ছড়ার কাগজ', 'কিশোর কাগজ', 'লিমেরিক', 'ছোটদের পদক্ষেপ', 'ম্যাজিক লণ্ঠন'– এ সংগঠন ও ছোট পত্রিকাগুলোকে ঘিরে তিনি একটি প্রজন্মকে যুক্ত করেছেন। আর ছড়ার জন্য একটি বৃহৎ পরিসর তৈরি করেছেন। তিনি বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য, চট্টগ্রাম একাডেমির পরিচালক, বাংলাদেশ লিমেরিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছড়া একাডেমির পরিচালক, অক্ষর সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, পদক্ষেপ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য। তার প্রতিটি পরিচয়ে তিনি যুক্ত করেছেন দায়িত্বের মাত্রা।

তিনি লিখেছেন নীরবে, পুরস্কার এসেছে সরবে। তার সাধনার স্বীকৃতিগুলো– অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুসাহিত্য পুরস্কার ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সম্মাননা ২০১১, কুঁড়ি পত্রিকা সম্মাননা বগুড়া ২০২৩, বাংলাদেশ শিশুসাহিত্য একাডেমি সম্মাননা ২০২৩, সৈয়দ শামসুল হক শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০২৩, ম্যাজিক লণ্ঠন কবিতা সম্মাননা ২০২৩, ফ্রেন্ডস অব হিউম্যানিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩, স্বকাল শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০২৩, ঢাকা ব্যাংক আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪, প্রিয় প্রকাশ-সুকুমার রায় সম্মাননা ২০২৪, মুজিবুর রহমান-কিশোরবেলা সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪।

কিন্তু পুরস্কারের চেয়েও বড় তার বিপুল পাঠকপ্রিয়তা। শিক্ষকতার আদর্শ, পরিমিতিবোধ, সমাজের প্রতি অঙ্গীকার তার লেখায় প্রতিফলিত। তাই তার ছড়া কেবল আনন্দ দেয় না, মূল্যবোধের দিকেও নির্দেশ করে।

বরেণ্য শিশুসাহিত্যিক সুকুমার বড়ুয়া তার সম্পর্কে লিখেছিলেন– 'রমজান মাহমুদ/ এনেছেন খাঁটি দুধ/যাতে আছে সার'। এ মূল্যায়ন যথার্থ। ভেজালের সময়ে খাঁটি থাকা, সরলতার সময়ে গভীর থাকা– এটাই রমজান মাহমুদের বৈশিষ্ট্য।

১৯৭১ সালের ১০ নভেম্বর চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জন্ম নেওয়া এই লেখক মুক্তিযুদ্ধের আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে এসেছেন। সেই আলো তার ছন্দে, সেই দায় তার কলমে এখনও বহমান।

## সুবিধাবাদী

রমজান মাহমুদ

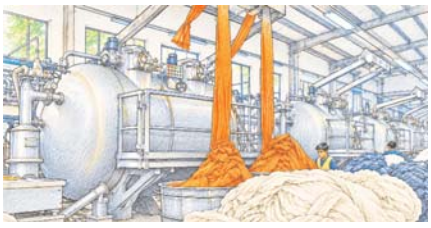
আকাশে আছে, পাতালে আছে
গর্তে আছে, চাতালে আছে।
আগায় আছে, গোড়ায় আছে
গাধায় আছে, ঘোড়ায় আছে।
মন্দে আছে, ভালোয় আছে
আঁধারে আছে, আলোয় আছে।
বালিতে আছে, কাদায় আছে
কালোয় আছে, সাদায় আছে।
বামেও আছে, ডানেও আছে
চুরিতে আছে, দানেও আছে।
আসলে আছে, নকলে আছে
ত্যাগেও আছে, দখলে আছে।
বড়িতে আছে, সিরাপে আছে।
'ধর্মে আছে, জিরাফে আছে'।

গল্প

দুপুর মিত্র

# ডাইং কারখানা

কবিরুল ইসলাম। ভালুকার একটি ডাইং কারখানার ম্যানেজার। ডাইং কারখানায় আসলেই অনেক কাজ থাকে। কবিরুল ইসলামকে না দেখলে টের পাওয়া যেত না। এটা এমন একটি কারখানা যেখানে সুতা বা কাপড়কে বিভিন্ন রঙে রাঙ্গানো হয়। আমরা যে কাপড়টা পড়ি, যে সুন্দর পোশাক পড়ে নিজেরা আনন্দিত হই; সেই কাপড়কে রঙিন করতে কতজনকে কতকিছুই না করতে হয়। কবিরুল ইসলাম আমাকে সময় পেলেই তাদের বিশাল কর্মযজ্ঞের কথা বলত। ডাইংয়ে বয়ন কারখানা বলে একটা সেকশন আছে। এখানে কাপড়ে কোন দাগ আছে কিনা, সুতা ছেঁড়া কিনা, বুননে কোন ত্রুটি আছে কিনা এসব পরীক্ষা করা হয়। পরে কাপড়কে শক্ত ও টেকসই করার জন্য



তাতে মাড় দেয়া হয়। কাপড়ের সাথে থাকা বিভিন্ন তেল, মোম, ধূলাবালি ও অন্যান্য পদার্থকে দূর করার জন্য ক্ষার দিয়ে গরম পানিতে কাপড় পরিষ্কার করা হয়। কাপড়কে ধবধবে সাদা করার জন্য হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। সুতি কাপড়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করলে নাকি কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এরপর বড় বড় রোলারে কাপড় রঙ করা হয়। এটা আসলেই বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ।

এসব বিশাল কর্মযজ্ঞের মাঝে একটা কষ্টও লুকিয়ে আছে। কবিরুল ইসলাম সব খেতে পারে কিন্তু পানি খেতে পারে না। পানি দেখলেই সে ভয় পেয়ে যায়। এ ডাইং কারখানায় এর আগেও যেসব ম্যানেজার এসেছে, তাদেরও ভয় ছিল পানিতে। আরও ভয়ের বিষয় হচ্ছে পানি খেয়েই তারা মারা গেছে। এমনকি এখানকার শ্রমিকদের মধ্যে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে যে ডাইং কারখানার বিষ পানিতে মিশে একরের পর একর ফসলি ক্ষেত ধ্বংস করেছে, হাজার হাজার কৃষককে সর্বস্বান্ত করেছে, সেই বিষই, সেই কালো বিষই খাবারের জলে মিশে ম্যানেজারদের মেরে ফেলে। তাদের বিশ্বাস এখানকার কোনো ম্যানেজারই বাঁচবে না। কোনো না কোনোভাবে সেই বিষ, সেই কালো বিষ খাবারের জলে মিশবে। আর ম্যানেজার মারা যাবে। এরকম গল্প কবিরুল ইসলামও শুনেছে। তাকে একবার কোনো এক কর্মকর্তা এ কথা বলেছেও। সে কানে নেই নি। কানের নেবার মতো হলে তো কানে নিবে। এটা কি সম্ভব যে ডাইং কারখানার বিষাক্ত পানি ম্যানেজারের খাবারের জলে এসে মিশবে। এটা সে বিশ্বাস না করলেও একেবারে যে বিশ্বাস করে না, তা কিন্তু না। এটা বোঝা যায় যখন সে খাবারের পানি খাওয়ার সময় বিশেষ সতর্ক হয়ে যায়। খাবারের পানি খাওয়ার সময় সে কয়েকবার করে দেখে নেয়। পানিটা কোথা থেকে নেয়া হয়েছে, কখন নেয়া হয়েছে সব কিছু জেনে টেনে তারপর খায়। একটা ডাইং কারখানায় কত শ্রমিক থাকে। ১০০ এর নিচে শ্রমিক দিয়ে তো কাজই করা যায় না। সেখানে কত ধরনের শ্রমিক কত জায়গা থেকে আসে, কত জন কি না বলে সব তো আর আমলে নেয়া যায় না। তবে একটি ঘটনা সে কাউকে বলে না। সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে দেখে যে তাদের ড্রয়িং রুম আর বেডরুমের ফ্লোর বেয়ে কেমন যেন ছল ছল শব্দ আসছে। তারপর যখন সে স্বপ্নে বাথরুম বা রান্না ঘরের কল খুলে দেখে যে সেখানে পানির বদলে বেরিয়ে আসছে আঠারো ও কালো পানি। এ ধরনের স্বপ্ন সে কয়েকবারই দেখেছে। কবিরুল ইসলাম এসব পাত্তা টাত্তা দিত না। সে অনেকদিন ডাইং কারখানায় থেকে যাচ্ছিল। অনেক দিন আমার সাথে কোন কথাও হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো।

# কবিতা

## নিরাময়হীন দৃষ্টি

টিপু সুলতান

স্নায়ুর ভেতরে এক অর্ধ বয়স্ক লোক নিশ্চহ
হয়ে যাবে!
অই দূরে, ভাঙা চাঁদের অগ্রহায়ণ কেবল
নিরাময়হীন দৃষ্টি রেখে কতকিছু দেখাবে
পরস্পরে দুমুখো সংহতির মুখোমুখি–
সমবয়েসী বিরক্তিকর বাধ্যবাধকতা মুছে
ফের দাঁড়ায়া তারপর! উদ্বত সুরে বলবে

এই রোদে পুড়ে বুনো লতানো গোলাপ গাছের
নিচে পৌঁছলে, মহেঞ্জোদারোয় গানচর্চার
আয়োজন করো; সুগঠিত ভাষায়–
সব সর্বনাশ রিহার্সাল করে না হয় অসংখ্য
ব্রহ্মকমলের সঙ্গে মিশে যাবে আর উঠতি
স্টেশনের সাইনবোর্ডে তাকায়া একজন
ফটোগ্রাফার...
কাঠপেন্সিল ও রাবারে আঁকানো দিনগুলো
হাতে ওঠায় বলে দিবেন, গুছিয়ে রেখ...

## আমি হেরে যাই

সাজ্জাদুর রহমান

তোমার যেখানে দেখেছ আমাকে
তার পাশে কি নদী আছে?
দীর্ঘশ্বাসের বিক্ষুব্ধ ডিঙ্গি নৌকা উলটানো?
আমি প্রতিদিন ভেসে যাই
জলের ট্রেনের দুলুনি খেতে খেতে

নির্জন প্রান্তে
কুয়াশার হেমন্ত সন্ধ্যা
সময়ের বৃত্তভাঙ্গা দু'একটা টুপটাপ
বৈঠায় জড়িয়ে গেলে
আমি হেরে যাই, দেখেছিল একটি সবুজ পাতা।

## অজানা সান্নিধ্য

খোদেজা মাহবুব

নিজেকে আজ নিজের মধ্যেই আটকে
রাখতে বড্ড বেশি সাধ হয়।
বাহিরটা ফ্যাকাসে ঠেকছে নিজের চোখে।
আড়ালে থাকতেই ভালো লাগছে কেনো জানি!
অস্পষ্ট আবেগ, বোবা কান্না করে তুলছে
কখনও দিশাহারা কখনও নিরুপায়।
সময়গুলো থমকে যাচ্ছে বাস্তবতার কঠোরতায়।
সময়ের সঙ্গে সময়েরই বিরোধিতা চলে অবিরাম।
এ বিরুদ্ধ সময়েই নিজেকে হারিয়ে খুঁজি
কখনও আড়ালে কখনও আবডালে।
এমন একটা সময় আসবে কি?
যে সময়টায় নিজেকে আর নিঃসঙ্গ, একাকী
কিংবা নিরুপায় মনে হবে না।
দেখা পাব কি সে সময়ের?

## লোহার মানুষ

হাসান নাজমুল

চারদিকে রক্তমাংসহীন মানুষের ভিড়
বিবেকের তীর ভেঙে কেবলি বাড়ায় বিভেদের নদী,
মরণ অবধি অপরের বোঝে না বেদনা,
লোহায় লোহায় যেন এ হৃদয় বোনা!

লোহার শরীরে নড়াচড়া করে ধীরে;
কোনো কথা বোঝে না, শোনে না কানে
হারিয়ে ফেলেছে জীবনের মানে;
এইসব লোহার মানুষ অনুভূতিহীন
দিচ্ছে পাড়ি কী কঠিন দিন!

## খাক

মো. রহমত আলী

দেহের যত্ন করছ, খুব ভালো,
তবে একটু আত্মারও যতন নাও।
দেহ তো ক্ষয়ে যাবে, পঁচে যাবে,
মাটিতে মিশে খাক হয়ে–
নিঃশেষ হবে যদি না থাকে রূহ!
দেহের যত্নে মশগুল থেকে কী লাভ!
কতো ময়লা দেহের ভেতর-বাহির,
তাও সকাল সন্ধ্যা রূপে মাগরুর কেন?
সেজেগুজে সাধু, ধোঁকা দাও কাকে বাবু,
ধুলো তোমারই চোখেমুখে–
দেহ কাদা, মন মাটি, ভেবে তুমি হও খাঁটি।




For a limited time, receive **up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!**

Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.

**Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.**

## ALWAYS + AZAMARA

### OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED

- Variety of Dining Venues
- Beer, Wine, and Spirits
- Signature AzAmazing Evenings
- Onboard Gratuities
- Unlimited Self-Service Laundry

**BOOK YOUR CRUISE:** USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979




USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

কপ ৩১

# ‘এখনই সিদ্ধান্তের সময়’, জলবায়ু ন্যায়বিচার চুক্তির আহ্বান গুতেরেসের

**শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক**

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহায়তায় নতুন একটি বৈশ্বিক ‘জলবায়ু ন্যায়বিচার চুক্তি’ করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। একই সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোর অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করে সেই অর্থ জলবায়ু সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সহায়তায় ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার তুরস্কের আন্তালিয়ায় কপ৩১-এর নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে গুতেরেস বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব যে গতিতে এগোচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ধীর। বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আমাদের গ্রহ উত্তপ্ত হচ্ছে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।”

গুতেরেস সতর্ক করে বলেন, বর্তমান জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনাগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হলেও শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় ২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে পারে। তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমা সাময়িকভাবে অতিক্রম করা এখন প্রায় অনিবার্য হলেও এর অর্থ এই নয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। বরং কতটা এবং কতদিন এই সীমা অতিক্রম করবে, তা এখনো মানুষের হাতে রয়েছে। “বিজ্ঞান আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে না। বিজ্ঞান আমাদের আরও কঠোরভাবে লড়াই করতে বলছে,” বলেন জাতিসংঘের মহাসচিব। তাঁর মতে, উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রতিটি ভগ্নাংশ ডিগ্রি কমানো গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে ন্যায়সংগতভাবে রূপান্তরের সুযোগ দিতে ‘ক্লাইমেট জাস্টিস কমপ্যাক্ট’ বা জলবায়ু ন্যায়বিচার চুক্তির প্রস্তাব দেন গুতেরেস। তিনি বলেন, কোনো দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন দাবি করা যাবে না, যদি সেই পরিবর্তন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি তাদের দেওয়া না হয়। প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দ্রুত সরে গিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, শ্রমিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা, জলবায়ু দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য আগাম সতর্কতা ও অভিযোজন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সহজলভ্য জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক বাধা, প্রযুক্তিগত বৈষম্য ও ভূরাজনৈতিক বিভাজন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুতেরেস উন্নত দেশগুলোর প্রতি ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়নে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মোট জলবায়ু অর্থায়ন বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনীতির রূপান্তর করতে বলা হলেও প্রয়োজনীয় অর্থ না দিলে সেই রূপান্তর বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেন জাতিসংঘের মহাসচিব। তিনি অভিযোগ করেন, তেল, গ্যাস ও কয়লা শিল্পের শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠী জলবায়ু বিজ্ঞানের তথ্য বিকৃত করার এবং কার্যকর পদক্ষেপ বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে। “জীবাশ্ম জ্বালানিরও ডাইনোসরের মতো পরিণতি হওয়া উচিত। ডাইনোসরদের কোনো লবি ছিল না। জীবাশ্ম জ্বালানির আছে,” বলেন গুতেরেস। তিনি জানান, বিশ্বের নয়টি বড় তেল কোম্পানি গত এক প্রান্তিকে প্রায় ৯৫ বিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছে। বিপরীতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য গঠিত লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডে এসেছে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার।

গুতেরেস বলেন, ওই নয়টি কোম্পানির মুনাফার পরিমাণের সঙ্গে ফান্ডে পাওয়া অর্থের তুলনা করলে তা কোম্পানিগুলোর মাত্র প্রায় ১৪ ঘণ্টার লাভের সমান। তাই অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করে সেই অর্থ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর পুনরুদ্ধারে ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি। “দূষণকারীদের মূল্য দিতে হবে,” বলেন গুতেরেস। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তাইয়েপ এরদোয়ানও সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আরও বেশি জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কয়েক দশকের জলবায়ু আলোচনা সত্ত্বেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব এখনো প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়ন আরও সহজলভ্য, পূর্বানুমানযোগ্য ও প্রয়োজনভিত্তিক করার আহ্বান জানান তিনি। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা বলেন, যুদ্ধ, বাণিজ্য বিরোধ ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের তালিকায় পিছিয়ে যাচ্ছে। “ভবিষ্যৎ প্রজন্মের টিকে থাকার প্রশ্নের চেয়ে আমরা অস্ত্র ও শুল্ক নিয়ে বেশি কথা বলতে শুরু করেছি,” বলেন লুলা। তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের



আহ্বান জানান এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ব্রাজিলের নির্ভরতা কমানো ও বন উজাড় বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা তৈরির ঘোষণা দেন। কপ৩১-এর আলোচনায় মিথেন নির্গমনও বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় ২০ বছরের হিসাবে মিথেন ৮০ গুণেরও বেশি তাপ আটকে রাখতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন, কৃষি এবং পচনশীল বর্জ্য থেকে মিথেন নির্গত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের গতি কমাতে স্বল্পমেয়াদে মিথেন নির্গমন কমানোকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme UNEP) স্যাটেলাইট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বড় ধরনের মিথেন লিক শনাক্ত করছে। টনউচ-এর আন্তর্জাতিক মিথেন নির্গমন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (International Methane Emissions Observatory)-এর প্রধান জুলিয়া ফেরেনি জানান, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ১৩টি দেশে ৪৫টি ক্ষেত্রে মিথেন নির্গমন কমাতে সহায়তা করা হয়েছে। তাঁর মতে, মিথেন কমানো দ্রুত উষ্ণায়নের গতি ধীর করতে পারে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমানোর জন্য বিশ্বকে অতিরিক্ত সময় দিতে পারে।

কপ৩১-এর বাইরে বাস্তবভিত্তিক জলবায়ু উদ্যোগও আলোচনায় এসেছে। বতসোয়ানার তরুণ উদ্যোক্তা মাকওয়েনা মোয়েসি পাঁচ লাখের বেশি কেঁচো ব্যবহার করে খাদ্যবর্জ্যকে জৈব সারে রূপান্তর করছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান ভিভা অর্গানিকা (ঠেরাধ ৬ভমধহরপধ) খাদ্য বিক্রেতাদের কাছ থেকে জৈব বর্জ্য সংগ্রহ করে ভার্মিকম্পোস্টিং পদ্ধতিতে তা প্রক্রিয়াজাত করছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে এক হাজার টনের বেশি জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করেছে।

এদিকে কপ৩১-এর মূল আলোচনায় জলবায়ু অর্থায়ন, ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসানের জন্য সহায়তা, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর গতি এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিচ্ছন্ন অর্থনীতিতে ন্যায়সংগত রূপান্তর নিয়ে দেশগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বনেতাদের সামনে এখন মূল চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপ দেওয়া। গুতেরেসের বার্তায় সেই তাগিদই সবচেয়ে স্পষ্ট—সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগও ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে।

— লেবানন —

# ৪৮ বছর পর ব্লু লাইন থেকে বিদায়ের প্রস্তুতিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা

**শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক**

দক্ষিণ লেবাননের পরিস্থিতি এখনো অস্থিতিশীল এবং সংঘাতের ক্ষত কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র, লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি সমঝোতার পর সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও ইসরায়েলি বাহিনীর বিভিন্ন সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ লেবাননে অবস্থানরত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন।

দক্ষিণ লেবাননের নাকুরা থেকে জাতিসংঘের সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী (টহরঃবফ ঘধংরভুহং ওহঃবৎরস ঋড়ৎপব রহ খবনধহড়হ। - টঘওঋওথ)-এর মুখপাত্র কান্ডিস আরডিয়েল বলেন, দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও কথিত লঙ্ঘনের ঘটনা এখনো পর্যবেক্ষণ করছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা। তিনি জানান, এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে সামরিক অবস্থান ও সড়ক নির্মাণ, সামরিক অভিযান, স্থাপনা ধ্বংস, বিমান হামলা এবং গোলাবর্ষণ।

মঙ্গলবার ওয়াদি জিলু এলাকায় নিয়মিত টহল দেওয়ার সময়ও লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী (টহরঃবফ ঘধংরভুহং ওহঃবৎরস ঋড়ৎপব রহ খবনধহড়হ। - টঘওঋওথ) শান্তিরক্ষীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। শান্তিরক্ষীরাও পাল্টা গুলি চালানোর পর হামলা বন্ধ হয় বলে জানায় মিশনটি। এতে কোনো শান্তিরক্ষী আহত হননি। ঘটনাটি তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লেবানন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে টঘওঋওথ।

জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের তুলনায় দক্ষিণ লেবাননে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়া অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১৩ শতাংশ বেড়ে প্রায় ১০ লাখে পৌঁছেছে।

তবে প্রায় ৩ লাখ ৪ হাজার ৫০০ মানুষ এখনো নিজেদের এলাকার বাইরে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছেন। জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনীর মুখপাত্র কান্ডিস আরডিয়েল বলেন, দক্ষিণ লেবাননে কিছুটা স্বাভাবিক জীবন ফিরতে শুরু করলেও বাড়ি ফেরা মানুষের সামনে বড় ধরনের সংকট রয়ে গেছে। “আমরা দেখছি শিশুরা স্কুলে ফিরছে। কৃষকেরা আবার তাদের ফসল, বিশেষ করে জলপাই সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা খুব কঠিন এক পরিস্থিতিতে ফিরে আসছেন,” বলেন তিনি। আরডিয়েল জানান, দক্ষিণ লেবাননের অনেক গ্রাম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে ফিরে আসা মানুষের দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিক করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এসব পুনর্নির্মাণ করতে দীর্ঘ সময় ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে বলেও তিনি জানান। লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালের মার্চে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯ মার্চ ১৯৭৮ সালে মিশনটি প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লেবানন থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা এবং দক্ষিণাঞ্চলে লেবানন সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।

দীর্ঘ ৪৮ বছর পর এখন এই মিশনের বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হতে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের আগস্টে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে ২০২৬ সালের শেষের পর জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনীর বর্তমান ম্যান্ডেট আর নবায়ন করা হবে না। এর ফলে ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে মিশনটির প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে মিশন চলে যাওয়ার পর দক্ষিণ লেবাননে কী ধরনের আন্তর্জাতিক উপস্থিতি থাকবে, তা এখনো অনিশ্চিত।

আরডিয়েল বলেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ও নানা ধরনের জল্পনা চলছে। নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করছে, কিন্তু এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী প্রত্যাহারের প্রভাব শুধু শান্তিরক্ষী ও মিশনের কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। দক্ষিণ লেবাননের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপরও এর বড় প্রভাব পড়তে পারে। কয়েক দশক ধরে শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তার পাশাপাশি মিশনটি স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। মিশনের স্থানীয় কর্মীদের জন্য এই পরিবর্তন আরও কঠিন হতে পারে। আরডিয়েল জানান, জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনীর অনেক লেবানিজ কর্মী চলমান সংঘাতে নিজেদের বাড়ি বা পরিবারের সদস্য হারিয়েছেন। তিনি বলেন, মিশনের কর্মীদের জন্যও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। বিশেষ করে এমন একটি পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী চলে যাচ্ছে, যখন দক্ষিণ লেবাননে সামরিক তৎপরতা এখনো চলছে এবং সংঘাতের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। “দক্ষিণ লেবানন এখনো অস্থিতিশীল।

কর জালিয়াতি : যুক্তরাষ্ট্রে দুই ট্যাক্স প্রস্তুতকারীর ব্যবসা বন্ধ

# ১১ লাখ ডলারের বেশি ফেরতের নির্দেশ

**নিউইয়র্ক**




প্রতারণামূলক আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত এবং গ্রাহকদের কর দায় কমাতে ভুয়া তথ্য ব্যবহারের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের দুই ট্যাক্স প্রস্তুতকারী এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দেশটির ফেডারেল আদালত। একই সঙ্গে দুই মামলায় মোট ১১ লাখ ২৫ হাজার ৫২০ ডলার ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস) পক্ষ দুই ঘোষণায় মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) এসব তথ্য জানানো হয়।

ফ্লোরিডার মিডল ডিস্ট্রিক্টের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট জুয়ান হামবার্তো গার্সিয়া এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান দ্য ট্যাক্স মাস্টার অব বিভিএল ইনকরপোরেটেড-কে অন্যদের জন্য ফেডারেল আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল থেকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। একই মামলায় মার্কোস ইয়ারিয়েল ফিগুয়েরোকেও দুই বছরের জন্য অন্যদের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদালতের প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারির পর বিবাদীরা চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞায় সম্মতি দেন। এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

প্রাথমিক শুনানিতে এক ডজনের বেশি গ্রাহকের সাক্ষ্য বিবেচনা করে আদালত দেখতে পান, তাঁদের আয়কর রিটার্নে এমন ব্যয় ও কর্তনের তথ্য দেখানো হয়েছিল, যা তাঁরা বাস্তবে করেননি এবং তাঁদের জ্ঞাতসার ছাড়াই এসব তথ্য রিটার্নে যুক্ত করা হয়েছিল। আদালত আরও দেখতে পান, বিবাদীরা মিথ্যা ব্যয়, কর্তন ও লোকসানের তথ্য তৈরি করেছিলেন এবং সরকারের অভিযোগের নোটিশ পাওয়ার পরও প্রতারণামূলক রিটার্ন প্রস্তুত অব্যাহত রেখেছিলেন। চূড়ান্ত আদেশ অনুযায়ী, গার্সিয়া ও তাঁর প্রতিষ্ঠান কোনো ট্যাক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে বা মালিকানা রাখতে পারবেন না। তাঁরা আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতসংক্রান্ত পরামর্শ দিতে, চঞ্চওঘ বা উঋওঘ রাখতে এবং গ্রাহকদের তালিকা বা তথ্য হস্তান্তর করতেও পারবেন না। গার্সিয়াকে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানাধীন সব ট্যাক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে, ফিগুয়েরোর ওপর দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে তিনি আবার আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত করতে চাইলে তাঁকে আইআরএসের বার্ষিক কর-রিটার্ন দাখিল মৌসুম কর্মসূচি (Annual Filing Season Program) সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং এর প্রমাণ সরকারকে দিতে হবে।

আদালত গার্সিয়া ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৫২০ ডলার ফেরতের নির্দেশ দিয়েছেন। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মিথ্যা বা প্রতারণামূলক তথ্য, কর্তন, কর-সুবিধা, আয় ও ব্যয় দেখিয়ে গ্রাহকদের ফেডারেল আয়কর দায় কমানোর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা রিটার্ন থেকে পাওয়া ফি হিসেবে এ অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, জর্জিয়ার নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট গ্রিফিনের ট্যাক্স প্রস্তুতকারী তানজা ডি. হলিস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান তানজা ট্যাক্স প্রিপারেশন্স এলএলসি-এর বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। আদালতের আদেশ অনুযায়ী, হলিস আর আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত করতে, অন্যদের এ কাজে সহায়তা করতে কিংবা কোনো মিথ্যা বা প্রতারণামূলক কর পরিকল্পনা প্রচার করতে পারবেন না। আদালতের তথ্য অনুযায়ী, হলিস এমন গ্রাহকদের রিটার্নে ভুয়া ব্যবসায়িক ব্যয় দেখিয়েছিলেন, যাঁদের কোনো ব্যবসা ছিল না।

# বিশ্ববাজারে ডলারের দাম বেড়ে ১৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**



বিশ্ববাজারে ডলারের দাম বেড়ে ১৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় মুদ্রাটির এমন দাম বেড়েছে।

মূলত অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হওয়ায় ফেডের সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কয়েকটি বক্তব্যেও সুদের হার বাড়ানোর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তারা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি সুদের হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তারা। গোল্ডম্যান স্যাকসসহ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন আগামী বছরের শুরুর দিকে আরও এক দফা সুদের হার বাড়ানোর পূর্বাভাস দিচ্ছে। তাদের ধারণা, ডিসেম্বরেও সুদের হার বাড়াতে পারে ফেড। বিশ্বের ছয়টি প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ডলারের অবস্থান পরিমাপকারী ডলার সূচক বৃহস্পতিবার ০ দশমিক ১১ শতাংশ বেড়ে ১০২ দশমিক ৯৮ পয়েন্টে দাঁড়ায়। ২০২৫ সালের এপ্রিলের পর এটি সর্বোচ্চ।

ডলারের বিপরীতে ইউরোর দাম ০ দশমিক ০৮ শতাংশ কমে ১ দশমিক ১০৮ ডলারে নেমেছে। গত বছরের মে মাসের পর এটি ইউরোর সর্বনিম্ন অবস্থান। একই সময়ে ব্রিটিশ পাউন্ডের দাম কমেছে ০ দশমিক ১৬ শতাংশ, দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩২৫৯ ডলারে। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক ফেডের প্রেসিডেন্ট জন উইলিয়ামস একটি আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। সুদের হার নিয়ে তার বক্তব্যের দিকে নজর রাখছেন বাজার বিশ্লেষকেরা। ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ বাজার কৌশলবিদ গ্যাভিন ফ্রেড বলেন, অক্টোবরের মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশের আগে সুদের হার নিয়ে ফেডের অবস্থান এক রকম ছিল। কিন্তু প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতির তথ্য আসার পর কর্মকর্তারা সুদের হার বাড়ানোর পক্ষে কথা বলছেন। এ অবস্থায় উইলিয়ামসের বক্তব্য বাজারে বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

এদিকে, জাপানি ইয়েনের বিপরীতে ডলারের দাম বৃহস্পতিবার কিছুটা কমে ১৫৯ দশমিক ৭৪ ইয়েনে দাঁড়ায়। তবে দিনভর ডলারের দামে ওঠানামা হয়েছে। এর আগে ডলারের বিপরীতে ইয়েনের দাম দুই মাসের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল। ফেডের সুদের হার আরও বাড়তে পারেজুএমন প্রত্যাশায় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সুদের হারের ব্যবধান নিয়েও বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়েছে। তবে জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক অব জাপানের নীতিনির্ধারণী পর্ষদের সদস্য তোইচিরো আসাদা শিগগিরই সুদের হার বাড়ানোর বিরোধিতা করেছেন। জুন ও সেপ্টেম্বরে সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা দুই নীতিনির্ধারকের একজন তিনি। এক বক্তব্যে আসাদা বলেন, সময়ের আগে সুদের হার বাড়ালে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং মূল্যস্ফীতির মৌলিক প্রবণতা কমে যেতে পারে। অন্যদিকে, জাপানের মুদ্রা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তার অস্থিরতা নিয়ে সতর্কবার্তার পর ইয়েনের দামের ওঠানামা আরও নজরে এসেছে। সূত্র: রয়টার্স

## যুদ্ধ থামার ইঙ্গিত
# তবু জ্বলছে একের পর এক ট্যাংকার

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**

ইরান যুদ্ধের উত্তেজনা কমতে পারেড়এমন আশায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও মধ্যপ্রাচ্যে জাহাজ ও জ্বালানি অবকাঠামোয় হামলা থামছে না। হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে জ্বালানি স্থাপনা ও বেসামরিক অবকাঠামোও আক্রান্ত হচ্ছে। এতে সমুদ্রপথে তেল পরিবহন ও পরিবেশগত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) নৌবাহিনীর বরাতে জানিয়েছে, রোববার হরমুজ প্রণালি দিয়ে 'অনুমোদনহীন পথে' চলাচলের কারণে তিনটি ট্যাংকারে হামলা চালানো হয়েছে।

আগুন লাগা জাহাজটি পরিচালনা করে ন্যাভিগএইট। প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ মালিকানা রয়েছে আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির (এডিএনওসি) লজিস্টিকস অ্যান্ড সার্ভিসেসের হাতে। এ বিষয়ে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে প্রতিষ্ঠান দুটি সাড়া দেয়নি।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) অপরিশোধিত তেলের দাম গত দুই মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। ইরানের



বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মন্তব্য করার পর বাজারে উত্তেজনা কমার প্রত্যাশা তৈরি হয়। বিশ্লেষকদের মতে, ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যেও আগের তুলনায় নমনীয় মনোভাব দেখা যাচ্ছে।

তবে বাস্তবে নভেম্বর মাসেও হামলার ঘটনা কমার কোনো লক্ষণ নেই। ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসির তথ্য অনুযায়ী, গত অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যে ৩৭টি জাহাজ হামলার শিকার হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর কোনো এক মাসে এটিই সর্বোচ্চ হামলার ঘটনা।

রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এবং রয়টার্সের যাচাই করা ভিডিওতে ওমানের উপকূলের কাছে ন্যাভিগএইট পরিচালিত একটি তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। একই দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপারনিকাস সেন্টিনেল-২ উপগ্রহে তোলা ছবিতেও ওই এলাকায় কালো ধোঁয়ার বড় কুণ্ডলী দেখা যায়।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) নৌবাহিনীর বরাতে জানিয়েছে, রোববার হরমুজ প্রণালি দিয়ে 'অনুমোদনহীন পথে' চলাচলের কারণে তিনটি ট্যাংকারে হামলা চালানো হয়েছে।

আগুন লাগা জাহাজটি পরিচালনা করে ন্যাভিগএইট। প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ মালিকানা রয়েছে আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির (এডিএনওসি) লজিস্টিকস অ্যান্ড সার্ভিসেসের হাতে। এ বিষয়ে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে প্রতিষ্ঠান দুটি সাড়া দেয়নি।

**ইরানের বন্দরে মার্কিন অবরোধ অব্যাহত**

এদিকে ইরানের বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌঅবরোধ কার্যকর রয়েছে। সর্বশেষ ঘটনায় শনিবার ইরানের একটি বন্দর পরিদর্শনের পর আঞ্চলিক জলসীমা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সেন্ট কিটসের পতাকাবাহী একটি পণ্যবাহী জাহাজ। তখন মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি বিমান গুলি চালিয়ে জাহাজটি অচল করে দেয় বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড।

হরমুজ প্রণালিতে হামলার কারণে পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাংকার থেকে তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এবং রয়টার্সের যাচাই করা একটি ভিডিওতে ওমানের উপকূলে তেল পৌঁছাতে দেখা গেছে। উপগ্রহচিত্রেও ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলের কাছে তেলের স্তর ছড়িয়ে পড়ার চিত্র ধরা পড়েছে।

**সৌদি আরবের জ্বালানি স্থাপনাও হামলার লক্ষ্যবস্তু**

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য এলাকায়ও জ্বালানি অবকাঠামো ও বেসামরিক স্থাপনায় হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইরান ও তাদের আঞ্চলিক মিত্ররা বিশ্বের বৃহত্তম তেল কোম্পানি সৌদি আরামকোর কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

৮ নভেম্বর হুথিদের দাবি করা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আরামকোর একটি কার্যালয়ের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখা গেছে।

সৌদি জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রিয়াদে আরামকোর একটি ভবন হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। হামলার ধ্বং-সাবশেষ ভবনটির সামান্য ক্ষতি করেছে। তবে এতে কেউ আহত বা নিহত হননি।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সংঘাত শুরুর পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় ১৩০টি ঘটনার তথ্য তারা নিশ্চিত করেছে। এর অধিকাংশই হামলার ঘটনা। এসব ঘটনায় অন্তত ২৫ জন নাবিক নিহত হয়েছেন।

এদিকে মঙ্গলবার ওমানের লিমা এলাকার উত্তর-পূর্বে আরেকটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সংস্থা (ইউকেএমটিও)। তবে কারা হামলা চালিয়েছে, সে বিষয়ে সংস্থাটি কিছু জানায়নি।

সব মিলিয়ে, যুদ্ধের উত্তেজনা কমার কূটনৈতিক ইঙ্গিত ও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ ও জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তাঝুঁকি এখনো কাটেনি। হরমুজ প্রণালিতে ধারাবাহিক হামলা বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ ও সামুদ্রিক পরিবেশের জন্যও বড় উদ্বেগ তৈরি করছে। সূত্র: রয়টার্স

# রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে যুক্তরাজ্যে মার্কিন সেনা গ্রেফতার

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**

রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে যুক্তরাজ্যে গ্রেফতার হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাকে সহায়তার অভিযোগ তদন্ত করছে দেশটির সন্ত্রাসবাদবিরোধী পুলিশ। গত মঙ্গলবার গ্লস্টারশায়ারের গ্লস্টার শহরের কাছে ওই মার্কিন সেনাসদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবাদবিরোধী পুলিশ জানিয়েছে, ২০২৩ সালের জাতীয় নিরাপত্তা আইনের দুটি ধারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্তের অংশ হিসেবে গ্লস্টারশায়ারের দুটি স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছেন কর্মকর্তারা। বিবিসি জানিয়েছে, গ্রেফতার ওই সেনাসদস্য গ্লস্টারশায়ারের ইনসওয়ার্থে অবস্থিত ইমজিন ব্যারাকসে কর্মরত ছিলেন। এটি ন্যাটোর অ্যালাইড র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন কোরের (এআরআরসি) সদর দপ্তর।

এই সদর দপ্তর থেকে ন্যাটোর সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও পরিচালনার কাজ করা হয়। ফলে, এটি জোটটির সামরিক কার্যক্রমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি। যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবাদবিরোধী পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো চলমান তদন্তের সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে, গ্রেফতার ওই মার্কিন সেনাসদস্যের নাম প্রকাশ করা হয়নি। বর্তমানে তিনি লন্ডনের একটি থানায় পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। যুক্তরাজ্যের জাতীয় নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী, অভিযোগ গঠন ছাড়াই তাকে সর্বোচ্চ ১৪ দিন আটক রাখা যাবে। এ সময়ের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি ও তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল এ গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

# দেশের বাইরে ইউরেনিয়াম পাঠাবে না ইরান

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**



ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের কোনো অংশই দেশের বাইরে পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোহসেন রেজায়ি। ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত তৃতীয় কোনো দেশে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে তেহরান। লেবাননের টেলিভিশন চ্যানেল আল মায়াদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রেজায়ি ইরানের এ অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম গ্রহণ ও সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া রাশিয়াকেও তেহরানের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

ইরান বারবার ইউরেনিয়াম দেশের বাইরে পাঠানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের অধীনে ইউরেনিয়ামের সমৃদ্ধকরণের মাত্রা কমানোর বিষয়টি নাকচ করেনি। এদিকে নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বা মিসাইল সিটি উন্মোচন করেছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং সেগুলো উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল আলী আবদোল্লাহি এবং আইআরজিসির মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাজিদ মুসাভি। মোহেবি বলেন, আইআরজিসির মহাকাশ বাহিনী দ্রুতগতিতে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎপাদনকেন্দ্রগুলো ভূপৃষ্ঠের স্থাপনা থেকে ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় সরিয়ে নিয়েছে। শুধু ভূগর্ভস্থ অস্ত্র সংরক্ষণাগার নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তারা; মাটির গভীরে গড়ে তুলেছে 'ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন নগরী'। নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বা মিসাইল সিটি উন্মোচন করেছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং সেগুলো উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল আলী আবদোল্লাহি এবং আইআরজিসির মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাজিদ মুসাভি। এর আগে আইআরজিসির মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেইন মোহেবি জানিয়েছিলেন, মহাকাশ বাহিনী সপ্তাহ উপলক্ষে নতুন একটি ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্র নগরীসহ বেশ কয়েকটি সামরিক সক্ষমতা প্রকাশ করা হবে।

মোহেবি বলেন, আইআরজিসির মহাকাশ বাহিনী দ্রুতগতিতে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎপাদনকেন্দ্রগুলো ভূপৃষ্ঠের স্থাপনা থেকে ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় সরিয়ে নিয়েছে। শুধু ভূগর্ভস্থ অস্ত্র সংরক্ষণাগার নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তারা; মাটির গভীরে গড়ে তুলেছে 'ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন নগরী'।

তার দাবি, ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং নমনীয় উৎপাদন অবকাঠামোর কারণে ব্যাপক বোমা-বর্ষণের মধ্যেও অস্ত্র উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সূত্র: তাসনিম নিউজ

# যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে মুখ ফেরাচ্ছে ভারতের পোশাকশিল্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি আমদানি শুল্কের ধাক্কায় রপ্তানিবাজারের কৌশল বদলাচ্ছে ভারতের পোশাকশিল্প। এত দিন দেশটির তৈরি পোশাকের বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হলেও এখন বিকল্প বাজার খুঁজছেন ব্যবসায়ীরা। যুক্তরাজ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য বাজারে রপ্তানি বাড়ানোর দিকে ঝুঁকছেন তারা। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন পোশাক প্রস্তুতকারকেরা। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচিতে ওরিয়েন্ট ক্রাফটের একটি কারখানায় শত শত নারী শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করেন। যুক্তরাজ্যের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান নেক্সট ও মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের জন্য সেখানে পোশাক তৈরি হয়। একসময় কারখানাটির উৎপাদিত পোশাকের বেশির ভাগই যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হতো। কিন্তু মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির পর সেই বাজারে রপ্তানি কমিয়ে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ৭৭ বছর বয়সী সুধীর ধিংরা। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বেড়ে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশে পৌঁছেছিল। এতে আমেরিকান ঈগল ও গ্যাপের মতো মার্কিন ক্রেতাদের কাছ থেকে পাওয়া ক্রয়াদেশে বড় ধাক্কা লাগে। বর্তমানে শুল্কের হার কমলেও এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে চান না ধিংরা। তিনি বলেন, চুক্তি হলেও সেটি কত দিন কার্যকর থাকবে, তার নিশ্চয়তা কী? মাথার ওপর সব সময় এমন অনিশ্চয়তার খড়্গ ঝুলতে দেখতে চান না তিনি। ওরিয়েন্ট ক্রাফটের মতো ভারতের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানির গন্তব্য পরিবর্তন করছে। বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। একই সঙ্গে মার্কিন চাপের মুখে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের ঝুঁকিও কমবে।

ধিংরা জানান, ২০২৫ সালের এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দফায় শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রেতা তাদের ক্রয়াদেশ বাতিল করেন। কেউ কেউ পণ্যের দাম কমানোর দাবি জানান। এমনকি আমদানি শুল্কের ২৫ শতাংশ খরচও সরবরাহকারীদের বহন করতে বলেন তারা। অথচ পোশাক প্রস্তুতকারকদের মুনাফার হার ১০ শতাংশেরও কম। এরপর ওরিয়েন্ট ক্রাফট যুক্তরাজ্য, ইউরোপ এবং কিছুটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি বাড়িয়েছে। আগে প্রতিষ্ঠানটির মোট বিক্রির ৮৪ শতাংশ আসত যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এখন তা কমে ১০ শতাংশের নিচে নেমেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি রুপি।

**ইউরোপের বাজারে ঝুঁকছে পোশাক প্রস্তুতকারকেরা**

ভারতের অন্যতম বড় পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান গোকালদাস এক্সপোর্টসও ইউরোপের বাজার সম্প্রসারণে মনোযোগ দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫৩ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শিবরামকৃষ্ণন গণপতি বলেন, ইউরোপের বাজারে ঝোঁক কোনো সাময়িক পরিবর্তন নয়। আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে মোট আয়ের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ইউরোপের বাজার থেকে অর্জনের লক্ষ্য নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে এ বাজার থেকে তাদের আয় আসে ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের অংশ ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতের গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের বস্ত্র, তৈরি পোশাক ও গৃহসজ্জার সামগ্রী রপ্তানি ৯ দশমিক ৮ শতাংশ কমে ৪০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অন্যান্য বাজারে এসব পণ্যের রপ্তানি ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৫২০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। শিল্প খাতের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের মোট রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ২০২২ সালে ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল। চলতি বছরের আগস্টের শেষে তা কমে ২৫ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে।

নতুন বাজার খোঁজার পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় কমানোর চেষ্টা রপ্তানিকারকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং মার্কিন ক্রেতাদের মূল্যছাড়ের চাপ তাদের মুনাফা কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বাজার তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।




USBD TRAVELS & TOURS

347-646-7979


LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

খবর www.khabor.com



# ছাগলকান্দা ও মধুখাইয়া ঝরনায় কেন যাবেন?

**ভ্রমণ ডেস্ক**

পাহাড়ি প্রাকৃতিক ঝরনার লীলাভূমি চট্টগ্রামের মিরসরাই। এখানে আছে ছোট-বড় প্রায় ডজনখানেক ঝরনা। প্রায় সব ঝরনা আলোচনায় এলেও ছাগলকান্দা ও মধুখাইয়া ঝরনা নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি নেই। ঝরনা দুটির সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে পর্যটকদের। আলো-আঁধারির লুকোচুরি, সবুজ পাহাড় আর মনোমুগ্ধকর ট্রেইল–সব মিলিয়ে এখানে পাওয়া যায় অন্যরকম রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

মিরসরাই উপজেলার দক্ষিণে রূপসী ঝরনার শেষ প্রান্তে লুকিয়ে থাকা শান্ত, সুন্দর ও মায়াবী এক ঝরনার নাম ছাগলকান্দা-মধুখাইয়া। এর সবচেয়ে ভালো দিক হলো, অন্যান্য ঝরনার তুলনায় এখানে যাতায়াত তুলনামূলক সহজ এবং কষ্ট কম। তাই প্রকৃতির মাঝে অল্প পরিশ্রমে দারুণ একটি অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন ঝরনা দুটি থেকে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নেমে গ্রামের মেঠোপথ ধরে পাহাড়ের পাদদেশে যাওয়ার পর সবুজ গাছগাছালি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এক সময় হারিয়ে যাবেন পাহাড়ের ভাঁজে। এটি বড় কমলদহ ট্রেইল নামে পরিচিত। মাত্র ২৫-৩০ মিনিট হাঁটতেই ঝরঝরি ঝরনার দেখা মিলবে। ঝরনাধারাটি খুবই সুন্দর। ব্যতিক্রম কিছু করার ইচ্ছায় ঝিরি পথে না গিয়ে ঝরঝরির পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ট্র্যাকিং করে যেতে যেতে অনেক ক্যাসকেড চোখে পড়ে। যেগুলো একেকটা ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যের। কেউবা ভুল করে ঝরনাও ভাবতে পারেন।

এক সময় চোখে ধরা দেবে খুব সুন্দর অপরূপ একটি ঝরনা। নাম তার ছাগলকান্দা। তবে প্রথম ঘুরতে আসা পর্যটকেরা কিছুতেই গাইড নিতে ভুল করবেন না। ছাগলকান্দা ঝরনাটি বেশ চড়াও। প্রায় ৪০-৫০ ফুট উচ্চতা থেকে অবিরাম ধারায় ঝরছে। ইচ্ছেমতো শীতল পানিতে শরীর ভিজেয়ে নিতে পারবেন।

ঝিরিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দুধরাজ ঝরনার দেখা মেলে। প্রত্যেকটি ঝরনার নামই ভিন্নরকম আকর্ষণের। এর ভৌগলিক আকৃতিটাও বেশ চমৎকার। এরপর মধুখাইয়া ঝরনা। বুনো পরিবেশে, ঝিরির পানিতে হাইকিং থাকবে। চারপাশ যেন নিস্তব্ধ একটা ভাব। পায়ের নিচে ছোট-বড় পাথরের ভাস্তার। কোথাও কোথাও দুপাশের গাছগুলোর ডাল, একটার সাথে অন্যটা এমনভাবে জড়িয়েছে যে, সূর্যের আলোও হার মেনেছে। এপাশে সাধারণ পর্যটকদের খুব একটা বিচরণ নেই। হাঁটতে হাঁটতে পেয়ে যাবেন মধুখাইয়া ঝরনা। গা ছমছম করা পরিবেশ।

ঝোঁপঝাড়, জঙ্গল দিয়ে ঘেরা মধুখাইয়া। পাথরের ভাঁজে ভাঁজে কলকল শব্দে পানি গড়িয়ে পড়ে। রেপ্লিং করেই উঠে দেখবেন অসাধরণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভান্ডার মধুখাইয়া। ঝরনার ওপর থেকে জঙ্গলের রূপ দেখে বিমোহিত আপনাকে হতেই হবে। দ্বিতীয় ধাপে ওঠার পর বুঝতে বাকি থাকবে না যে, মধুখাইয়া ঝরনার রূপ যত না সুন্দর; তারচেয়ে অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন। নামের সার্থকতা যা-ই হোক না কেন, মধুখাইয়া দেখতে যাওয়ার ট্রেইলটা অসাধারণ ভালো লাগার। তীব্র গতিতে প্রায় ৭০-৮০ ফুট উচ্চতা থেকে অবিরাম ধারায় পানির পতন। স্ফটিক স্বচ্ছ পানির রং অনেকটা নীলাভ। ঝরনার আকৃতি অনেকটা ছুড়ির মতো। ঝরনার সামনে প্রাকৃতিক ভাবেই জলাধার সৃষ্টি হয়েছে। সেই জলাশয়ের শীতল পানিতে মন ভরে ডোবাডুবি চলে।

**কীভাবে যাবেন**

দেশের যে কোনো স্থান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে যে কোনো বাসযোগে মিরসরাই-সীতাকুণ্ড সীমান্তবর্তী বড়দারোগাহাট বাজারে নামতে হবে। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বড় কমলদহ গ্রামের রেললাইন পার হয়ে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত যেতে পারবেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ঝরনায় যাওয়া যাবে।

**থাকা-খাওয়া**

ঝরনায় যাওয়ার পথে ছোট কয়েকটি ভাতের হোটেল আছে। তবে ঝরনা এলাকা থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে ছোট কমলদহ বাজারে আছে ড্রাইভার হোটেল। যে হোটেল ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। থাকার জন্য মিরসরাইয়ের বড়তাকিয়া ও সীতাকুণ্ড সদরে বেশকিছু আবাসিক হোটেল আছে। এর চেয়ে ভালো আবাসিক হোটেলে থাকতে চাইলে ঝরনা এলাকা থেকে ৪০-৫০ মিনিটের পথ চট্টগ্রাম শহরের একে খান ও অলংকার যেতে হবে।

**সতর্কতা**

পাহাড়ি ঝরনা দেখতে যাওয়া দারুণ অভিজ্ঞতা হলেও এর সঙ্গে কিছু ঝুঁকিও জড়িত থাকে। নিরাপদ ও আনন্দদায়ক ভ্রমণের জন্য নিচের সতর্কতাগুলো মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

**সঠিক পোশাক ও জুতা পরুন।**

পাহাড়ি পথে হাঁটার জন্য গ্রিপযুক্ত বা স্লিপরোধী জুতা পরা ভালো।

হালকা ও দ্রুত শুকায় এমন কাপড় পরা ভালো; সুতির কাপড় পানিতে ভিজলে ভারী হয়ে যায়।

বর্ষাকালে ঝরনায় পানি বেশি থাকে, ঝুঁকিও বেশি থাকে। এ সময় পথ পিচ্ছিল হয়ে পড়ে।

শুষ্ক মৌসুমে পানি কম থাকতে পারে, তবে পথ **অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।**

ঝরনার আশপাশের পাথরগুলো ভেজা ও পিচ্ছিল থাকে, পা রাখার সময় খুব সাবধানে চলুন।

ঝরনার নিচে সাঁতার বা ঝাঁপ না দেওয়া। নিচে পাথর থাকতে পারে। অজানা জায়গায় ঝাঁপ দিলে গুরুতর আঘাত পেতে পারেন।

পাহাড়ি পথে একা না গিয়ে দলবদ্ধভাবে যান। একজন বিপদে পড়লে অন্যরা সহায়তা করতে পারবেন।

পথ না চেনা থাকলে স্থানীয় গাইড নিতে পারেন। এতে পথ হারানোর বা বিপদে পড়ার আশঙ্কা কমে। পাহাড়ি পথে দোকান না-ও থাকতে পারে, তাই শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সঙ্গে নিন।

পাওয়ার ব্যাংক বা অতিরিক্ত চার্জড মোবাইল রাখুন। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় যোগাযোগের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ছোটখাটো আঘাত, কেটে যাওয়া বা মশার কামড়ের জন্য ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপটিক, ওষুধ রাখুন।

এখানে-সেখানে কোনো ধরনের পলিথিন, বোতল বা খাবারের প্যাকেট না ফেলে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করুন। পানির স্রোত বা আকস্মিক বন্যা সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ঝরনার উৎসে হঠাৎ পানি বাড়লে আকস্মিক বন্যা হতে পারে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে ভ্রমণ করুন। এই সাবধানতাগুলো মেনে চললে পাহাড়ি ঝরনা ভ্রমণ হয়ে উঠবে নিরাপদ, উপভোগ্য ও স্মরণীয়। ভ্রমণ নিরাপদ করতে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

# সুন্দরবনে পর্যটকের নিরাপত্তা ও জীবিকায় রাষ্ট্রের করণীয়

**ভ্রমণ ডেস্ক**

আমার ক্লাসের এক ছাত্র একদিন বলেছিল, 'স্যার, আমার বাবা বনে গেলে মা সারারাত জায়নামাজে বসে থাকেন।' ছেলেটি পর্যটন বিষয়ে পড়াশোনা করে। স্বপ্ন দেখে, একদিন সুন্দরবনে পর্যটক গাইড হবে। অথচ তার নিজের ঘরেই বনের প্রথম পরিচয় ভয়। এই একটি বাক্যের মধ্যে সুন্দরবনের সংকটের গভীর বাস্তবতা ধরা পড়ে। সুন্দরবন আমাদের কাছে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, কিন্তু বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষের কাছে তা জীবিকার পাশাপাশি অনিশ্চয়তা ও প্রতীক্ষার নাম।

জাঁ-জাক রুশো বলেছিলেন, মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, অথচ সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত। সুন্দরবনের জেলে ও বাওয়ালিদের জীবনের দিকে তাকালে কথাটির নতুন অর্থ পাওয়া যায়। তাদের বনে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিরাপদে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। কখনো মহাজনের ঋণ, কখনো দস্যুর ভয়, কখনো দারিদ্র্যের অদৃশ্য শৃঙ্খল তাদের জীবনকে বন্দি করে রেখেছে। সুন্দরবনের নদীতে জোয়ার আসে, ভাটাও নামে। কিন্তু এই বনের মানুষের জীবনে আরেক ধরনের জোয়ার-ভাটা চলে, যার নাম ভয় ও ভরসা। একসময় আমরা ঘোষণা করেছিলাম, সুন্দরবন দস্যুমুক্ত। অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সেই ঘোষণার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কারণ অপরাধী আত্মসমর্পণ করলেই অপরাধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি বিলুপ্ত হয় না। ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। তার আগে ৩২টি দলের তিন শতাধিক সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। সেই উদ্যোগে বনজীবীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু পরে দেখিয়েছে, শুধু অস্ত্র জমা নেওয়া যথেষ্ট নয়। অপরাধের পেছনে থাকা দারিদ্র্য, ঋণনির্ভরতা, বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব এবং অপরাধী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতা দূর করতে না পারলে পুরোনো সংকট নতুন রূপে ফিরে আসতে পারে। গত দুই বছরে সুন্দরবনে দস্যু তৎপরতা পুনরায় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। জেলেদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে পুরোনো কয়েকটি অপরাধী চক্র আবার সক্রিয় হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে সাতক্ষীরার বনাঞ্চল থেকে ২০ জন জেলে অপহরণের খবর প্রকাশিত হয়। ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্বশীল সরকারি পর্যায় থেকেও দস্যুদের পুনরুত্থানের বিষয়টি স্বীকার করা হয়। এরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান এবং একাধিক দফায় আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেছে। জুলাইয়ে ২৭ জন, সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন বাহিনীর ৫২ জন এবং অক্টোবরে আরও ১৫ জন অস্ত্র জমা দিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবু অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে শ্যামনগরের একটি খালে গোলাগুলির খবর আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সুন্দরবনের নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে, আমরা কি শুধু অপরাধীদের দমন করছি, নাকি অপরাধের জন্ম ও বিস্তারের পরিবেশও পরিবর্তন করছি? সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার রাষ্ট্রকে বৈধ বলপ্রয়োগের একচেটিয়া অধিকারসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ব যখন কোনো দুর্গম অঞ্চলে দুর্বল হয়ে পড়ে; তখন সশস্ত্র গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। টমাস হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় নিরাপত্তাহীনতা মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক করে তোলে। সুন্দরবনের বাস্তবতা আমাদের সেই তত্ত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবে এখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি শুধু অস্ত্র ও অভিযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। নিরাপত্তার পাশাপাশি মানুষের জীবিকা, সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দারিদ্র্যকে মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বাস্তবতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সুন্দরবনসংলগ্ন জনপদের অনেক মানুষের জীবন সেই বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি। নদীভাঙন, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, কর্মসংস্থানের সংকট এবং ঋণনির্ভর অর্থনীতি তাদের জীবনকে ক্রমাগত অনিশ্চিত করে তুলছে। দারিদ্র্য অপরাধের একমাত্র কারণ নয়, কিন্তু বিকল্প জীবিকার অভাব অপরাধী চক্রের জন্য মানুষকে প্রলুব্ধ করার সুযোগ তৈরি করে। যে জেলে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বনে যান, অপহৃত হলে যাকে উদ্ধারের জন্য তার পরিবারকে আবার ঋণ করতে হয়, তার জীবনে শোষণের এক ভয়াবহ চক্র তৈরি হয়। গত বছরের ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে অপহৃত জেলেদের সহকর্মীদের ঋণ করে মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি উঠে এসেছিল। অর্থাৎ একজন মানুষ জীবিকার সন্ধানে বনে গিয়ে অপহৃত হচ্ছেন, তাকে মুক্ত করতে পরিবার আবার ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। দস্যুর হাত থেকে মুক্তি মিললেও ঋণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি মিলছে না। এই বাস্তবতা বিবেচনায় জেলেদের জন্য সহজ শর্তের ঋণ, স্বল্পমূল্যের জীবন বিমা এবং দুর্যোগ বা অপহরণের মতো পরিস্থিতিতে ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখার ব্যবস্থা প্রয়োজন। সুন্দরবনের লোকজ সংস্কৃতিও এই অঞ্চলের মানুষের জীবনসংগ্রামের গভীর তাৎপর্য বহন করে। বনবিবির পালায় দুখের বিপন্নতা, দক্ষিণ রায়ের ক্ষমতা এবং বনবিবির আশ্রয় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বনের ভয় শুধু বাঘের নয়, মানুষের লোভ ও ক্ষমতারও। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বনবিবির প্রতি মানুষের বিশ্বাস সুন্দরবনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' কিংবা অমিতাভ ঘোষের 'দ্য হাংরি টাইড'ও প্রকৃতি, জীবিকা, ক্ষমতা ও মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তুলে ধরেছে।

# যেখানে মধ্যরাতেও সূর্য হাসে

**ভ্রমণ ডেস্ক**

রাত তিনটা। অথচ আকাশজুড়ে ঝলমলে সূর্যের আলো। কেউ ঘাস কাটছেন, কেউ বাড়ি রং করছেন, আবার কেউ সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন। দৃশ্যটি দেখে মনে হতে পারে, সকাল হয়েছে। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকালে দেখা যাবে, গভীর রাত। এমনই এক বিস্ময়কর দ্বীপ রয়েছে নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে, নাম সোমারয়। একসময় দ্বীপটির বাসিন্দারা নিদের জীবন থেকে ঘড়ির প্রচলিত সময়ের হিসাবটাই তুলে দিতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রথম 'টাইম-ফ্রি জোন' হতে চেয়েছিল এই দ্বীপ। কিন্তু সত্যিই কি সেখানে সময়ের কোনো অস্তিত্ব নেই? পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবন চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে। কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, কখন কাজে যেতে হবে, কখন দুপুরের খাবার খেতে হবে কিংবা কখন ঘুমাতে হবে–সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু নরওয়ের উত্তর মেরু অঞ্চলের ছোট্ট দ্বীপ সোমারয়ে প্রকৃতির নিয়ম যেন এই হিসাব কিছুটা এলোমেলো করে দিয়েছে। এখানে গ্রীষ্মকালে টানা প্রায় ৬৯ দিন সূর্য অস্ত যায় না। অর্থাৎ মধ্যরাতেও আকাশে সূর্যের উপস্থিতি থাকে। আবার শীতকালে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহ সূর্য দিগন্তের ওপরে ওঠে না। কখনো দিনের বেলাতেও চারপাশ ডুবে থাকে অন্ধকারে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত ছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই জীবন কাটান দ্বীপটির বাসিন্দারা। তাঁদের কাছে সময়ের হিসাব অনেকটাই নির্ভর করে কাজের প্রয়োজন, আবহাওয়া ও ব্যক্তিগত সুবিধার ওপর।

যে দ্বীপ সময়কে বিদায় জানাতে চেয়েছিল

২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে সোমারয়। দ্বীপটির কয়েকজন বাসিন্দা ঘোষণা দেন, তাঁরা গ্রীষ্মের দীর্ঘ আলোকিত দিনগুলোতে প্রচলিত সময়ের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি



চান। তাঁদের লক্ষ্য, সোমারয়কে বিশ্বের প্রথম 'টাইম-ফ্রি জোন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। দ্বীপটির বাসিন্দা কিয়েল ওভে হভেডিং এই উদ্যোগের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, যখন সূর্য প্রায় ৭০ দিন ধরে অস্তই যায় না, তখন ঘড়ির সময় ধরে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে ভাবা যেতে পারে। কেউ যদি রাত দুইটায় বাড়ির রং করতে চান কিংবা মধ্যরাতে ঘাস কাটতে চান, তাতে বাধা কোথায়? এই ধারণার প্রতীক হিসেবে দ্বীপে প্রবেশের সেতুতে ঘড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। যেন দর্শনার্থীরা সেখানে পৌঁছে সময়ের প্রচলিত হিসাবকে পেছনে ফেলে আসতে পারেন। কিন্তু ঘটনাটির পেছনে ছিল আরও চমকপ্রদ একটি সত্য। ২০২৬ সালের ২৩ অক্টোবর প্রকাশিত বিবিসি ট্রাভেলের প্রতিবেদনে সাংবাদিক অ্যান্থনি হ্যাম জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের সেই আলোচিত প্রচারণা পুরোপুরি স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না। নরওয়ের পর্যটন প্রচারের দায়িত্বে থাকা সরকারি সংস্থা ইনোভেশন নরওয়ে এর পেছনে ভূমিকা রেখেছিল। স্থানীয়দের কেউ কেউ এতে অংশ নিলেও অনেকে প্রচারণার বিষয়ে জানতেনই না। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সংস্থাটির প্রধানকে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছিল। সেতু থেকে ঘড়িগুলোও একসময় সরিয়ে নেওয়া হয়।

# এনডব্লিউএসএল সেমিফাইনাল

## নিউইয়র্ক-কানসাস ও ওয়াশিংটন-ইউটা মুখোমুখি

**নিউইয়র্ক প্রতিনিধি**




যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলের শীর্ষ পেশাদার লিগ ন্যাশনাল উইমেনস সকার লিগের (ঘডঝখ) ২০২৬ সালের প্লে-অফে সেমিফাইনালের লড়াই জমে উঠেছে। শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে চারটি শক্তিশালী দল–নিউইয়র্কের গথাম এফসি, কানসাস সিটি কারেন্ট, ওয়াশিংটন স্পিরিট ও ইউটা রয়্যালস। সেমিফাইনালে গথাম এফসির প্রতিপক্ষ কানসাস সিটি কারেন্ট। অন্যদিকে, ওয়াশিংটন স্পিরিট লড়বে ইউটা রয়্যালসের বিপক্ষে। রোববার (৮ নভেম্বর) কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেমিফাইনালের দলগুলো চূড়ান্ত হয়। এর আগে শুক্রবার ও শনিবার অনুষ্ঠিত ম্যাচেও চমক দেখিয়েছে ইউটা রয়্যালস ও কানসাস সিটি।

রোববারের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গথাম এফসি ১-০ গোলে সিয়াটল রেইনকে পরাজিত করে। ম্যাচের মাত্র চতুর্থ মিনিটে সিয়াটলের জর্ডিন বাগের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় গথাম। শেষ পর্যন্ত সেই একমাত্র গোলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে। সিয়াটল একাধিক আক্রমণ করলেও গথামের গোলরক্ষক অ্যান-কাত্রিন বার্গার গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। এর আগে শনিবার কানসাস সিটি কারেন্ট ও অ্যাঞ্জেল সিটির মধ্যকার ম্যাচ নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলশূন্য ছিল। অতিরিক্ত সময়ের ৯৬তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে মিশেল কুপার গোল করলে ১-০ ব্যবধানে জয় পায় কানসাস সিটি। ফলে সেমিফাইনালে গথামের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে দলটি। শুক্রবারের ম্যাচে দ্বিতীয় বাছাই সান দিয়েগো ওয়েভকে ১-০ গোলে হারিয়ে বড় চমক দেখায় সপ্তম বাছাই ইউটা রয়্যালস। ম্যাচের ৩০তম মিনিটে কিয়ানা পালাসিওসের করা গোলটি ইউটার জয়ের ব্যবধান গড়ে দেয়। ক্লাবটির ইতিহাসে এটিই প্রথম প্লে-অফ অংশগ্রহণ, আর প্রথমবারেই সেমিফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করল দলটি। নিয়মিত মৌসুমে শক্তিশালী পারফরম্যান্স করা সান দিয়েগোর প্লে-অফ অভিযান অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে, রোববারের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়াশিংটন স্পিরিট ৪-১ গোলে পোর্টল্যান্ড থর্নসকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেয়। নিজেদের মাঠ অডি ফিল্ডে সমর্থকদের সামনে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে ওয়াশিংটন সেমিফাইনালে ইউটার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করে।

আগামী ১৪ নভেম্বর গথাম এফসি ও কানসাস সিটি কারেন্টের মধ্যকার প্রথম সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ১৫ নভেম্বর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ওয়াশিংটন স্পিরিট ও ইউটা রয়্যালস। গথাম এফসি নিয়মিত মৌসুমে শীর্ষস্থান অর্জন করে এনডব্লিউএসএল শিল্ড জিতেছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দলটি টানা দ্বিতীয় শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে। অন্যদিকে, কানসাস সিটিও শক্তিশালী আক্রমণভাগ নিয়ে শিরোপার দৌড়ে রয়েছে। দুই দলের লড়াই তাই সেমিফাইনালের অন্যতম আকর্ষণ হতে যাচ্ছে। ওয়াশিংটন স্পিরিটের জন্য ইউটার বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ফাইনালে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। ওয়াশিংটন এর আগের দুই মৌসুমেই চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিল, তবে শিরোপা জিততে পারেনি। এবার ঘরের মাঠে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় দলটির সামনে রয়েছে বিশেষ অনুপ্রেরণা। তবে প্রথমবারের মতো প্লে-অফে অংশ নিয়েই সেমিফাইনালে ওঠা ইউটা রয়্যালসকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। দুই সেমিফাইনালের বিজয়ী দল আগামী ২১ নভেম্বর রাত ৮টায় (ইস্টার্ন টাইম) ওয়াশিংটন ডিসির অডি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত এনডব্লিউএসএল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলের মৌসুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কোন দল শিরোপা জেতে, এখন সেটিই দেখার অপেক্ষা।

এবারের প্লে-অফে একদিকে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গথামের শিরোপা ধরে রাখার লড়াই, অন্যদিকে কানসাস সিটি ও ওয়াশিংটনের নতুন করে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন। আর ইতিহাস গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইউটা রয়্যালস। সব মিলিয়ে এনডব্লিউএসএলের শেষ চার ও ফাইনাল ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বাড়ছে উত্তেজনা।

## গথাম এফসির প্লে-অফ ম্যাচে ১২ ডলারে ৩ হাজার টিকিট

**নিউইয়র্ক**

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি ও গথাম এফসি যৌথভাবে দলের প্লে-অফ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের জন্য ৩ হাজার টিকিট মাত্র ১২ ডলারে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ২০২৬ সালের প্লে-অফে শীর্ষ বাছাই গথাম এফসি রোববার সিয়াটল রেইন এফসির মুখোমুখি হবে। নিউ জার্সির হ্যারিসনের স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।



নিউইয়র্কের আরও বেশি মানুষ যাতে গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া আয়োজন উপভোগ করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই এই বিশেষ টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট আগে আসলে আগে পাওয়ার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। ১২ ডলারের এই মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে গথাম এফসির সমর্থকদের দলের 'দ্বাদশ খেলোয়াড়' হিসেবে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। গথাম এফসি টানা দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় নারী ফুটবল লিগের শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছে। চার মৌসুমের মধ্যে এটি হবে তাদের তৃতীয় শিরোপা জয়ের প্রচেষ্টা। মামদানি প্রশাসন বলছে, নিউইয়র্কের সাধারণ মানুষের জন্য বড় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আয়োজন আরও সহজলভ্য করার উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

এনডব্লিউএসএল শিরোপা জয়ের লড়াই

## এনডব্লিউএসএল সেমিফাইনালে কানসাস সিটি কারেন্ট ও ইউটা রয়্যালস

**নিউইয়র্ক**

২০২৬ সালের জাতীয় নারী ফুটবল লিগের (এনডব্লিউএসএল) শিরোপা জয়ের লড়াই এখন আরও জমে উঠেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে কানসাস সিটি কারেন্ট ও ইউটা রয়্যালস। আগামীকাল, ৮ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দুটি ম্যাচ। ওই দুই ম্যাচের ফলেই চূড়ান্ত হবে সেমিফাইনালের পূর্ণ লাইনআপ। শনিবার কানসাস সিটি কারেন্ট অতিরিক্ত সময়ে অ্যাঞ্জেল সিটি এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে উঠে এসেছে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনো দল গোল করতে না পারায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে গোল করে কানসাস সিটিকে জয় এনে দেন মিশেল কুপার। এর আগে শুক্রবার বড় চমক দেখিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে ইউটা রয়্যালস। দ্বিতীয় বাছাই সান দিয়েগো ওয়েভকে তাদেরই মাঠে ১-০ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে সপ্তম বাছাই ইউটা। ম্যাচের ৩০ মিনিটে কিয়ানা পালাসিওসের করা গোলটি ব্যবধান গড়ে দেয়। গোলরক্ষক ম্যান্ডি ম্যাকগ্লিনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সেভ ইউটার জয় নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখে। ক্লাবের ইতিহাসে এটি প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে ওঠার কীর্তি।

আগামীকাল রোববার শেষ করে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে শীর্ষ বাছাই ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গথাম এফসি এবং অষ্টম বাছাই সিয়াটল রেইন। নিউ জার্সির স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে পূর্বাঞ্চলীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টায়। নিয়মিত মৌসুমে শীর্ষে থেকে গথাম চ্যাম্পিয়নশিপে অন্যতম দাবিদার হিসেবে মাঠে নামবে। অন্যদিকে সিয়াটল প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে খেলবে।

দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়াশিংটন স্পিরিটের মুখোমুখি হবে পোর্টল্যান্ড থর্নস। ওয়াশিংটনের অডি ফিল্ডে ম্যাচটি শুরু হবে পূর্বাঞ্চলীয় সময় বিকেল ৩টায়। তৃতীয় বাছাই ওয়াশিংটন গত দুই মৌসুমেই ফাইনালে উঠেছে।

অন্যদিকে পোর্টল্যান্ড তিনবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন। ফলে দুই দলের লড়াইও হতে পারে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ইতোমধ্যে সেমিফাইনালের একটি দিক নিশ্চিত হয়ে গেছে। গথাম এফসি ও সিয়াটল রেইনের মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে কানসাস সিটি কারেন্ট। অন্যদিকে ওয়াশিংটন স্পিরিট ও পোর্টল্যান্ড থর্নসের মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ীর বিপক্ষে খেলবে ইউটা রয়্যালস। সেমিফাইনালের দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৪ ও ১৫ নভেম্বর।

## দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে অ্যাটলেটিকোকে ২-১ গোলে হারাল বার্সেলোনা

**মাদ্রিদ**

স্প্যানিশ লা লিগায় দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। রোববার (৮ নভেম্বর) মাদ্রিদের রিয়াদ এয়ার মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেয় হান্সি ফ্লিকের দল। বার্সেলোনার জয়ের নায়ক ফেরমিন লোপেজ, যিনি ম্যাচে জোড়া গোল করেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে স্বাগতিক অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। প্রথম কয়েক মিনিটেই বার্সেলোনার রক্ষণভাগকে চাপে ফেলে দিয়েগো সিমিওনের দল। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে মার্ক পুবিলের হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এর কিছুক্ষণ পর বার্সেলোনার পেদ্রির শটও ক্রসবারে লাগে। ম্যাচের ১০ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় অ্যাটলেটিকো। হুলিয়ান আলভারেজের সহায়তায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন হুলিয়ানো সিমিওনে। শুরুতে পিছিয়ে পড়ে চাপে পড়লেও ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বার্সেলোনা।

প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে সমতায় ফেরে কাতালানরা। ৪৫তম মিনিটে ফেরমিন লোপেজের দারুণ শটে গোল পায় বার্সেলোনা। মার্ক পুবিলের ক্লিয়ারেন্স ব্যর্থ হওয়ার পর সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বল জালে পাঠান তিনি। ফলে ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ।

দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খেলার ধরনে পরিবর্তন আনে বার্সেলোনা। মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর পাশাপাশি আক্রমণে আরও গতি যোগ করে দলটি। ম্যাচের ৬৬তম মিনিটে আবারও গোল করেন ফেরমিন লোপেজ। তরুণ তারকা লামিন ইয়ামালের নিখুঁত পাস থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। এই গোলেই ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা।

শেষদিকে সমতায় ফেরার জন্য একাধিক আক্রমণ চালায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। তবে বার্সেলোনার রক্ষণভাগ দৃঢ়তা দেখায়। গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়াও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দলকে সহায়তা করেন। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সফরকারীরা।

এই জয়ের ফলে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান আরও শক্তিশালী করেছে বার্সেলোনা। ১২ ম্যাচ শেষে দলটির সংগ্রহ দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে তিন পয়েন্ট বেশি। তৃতীয় স্থানে থাকা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান পাঁচ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাটলেটিকোর মাঠে এই জয় বার্সেলোনার শিরোপা দৌড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে, ঘরের মাঠে হারলেও অ্যাটলেটিকোর সামনে মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে। ফেরমিন লোপেজের জোড়া গোল এবং লামিন ইয়ামালের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিস্ট বার্সেলোনার এই জয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে থাকল।




# বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই ভাইয়ের নৈপুণ্যে ফিলাডেলফিয়ার জয়

**ক্রীড়া ডেস্ক**

ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র মেজর লিগ সকার/ফুটবল (গখঝ) রেগুলার সিজনের শেষ ম্যাচে টরন্টো এফসি-কে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে এমএলএস কাপ প্লে-অফে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন। আর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ফিলাডেলফিয়ার এই ঐতিহাসিক জয়ের মূল নায়ক ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই সহোদরভ্রাতা সুলেভান (Cavan Sullivan) এবং কুইন সুলেভান (Quinn Sullivan)।

মাঠজুড়ে দুই ভাইয়ের এমন অনবদ্য পারফরম্যান্স আমেরিকান ফুটবলপাড়ায় এখন টক অব দ্য টাউন।

ম্যাচটিতে আক্রমণভাগের অন্যতম ভরসা ১৭ বছর বয়সী বিস্ময়বালক কাভান সুলেভান দুর্দান্ত খেলে জোড়া গোল (২টি গোল) উপহার দেন। অন্যদিকে তার বড় ভাই, ২২ বছর বয়সী কুইন সুলেভান পেনাল্টি থেকে সফল স্পট-কিকে ১টি গোল করার পাশাপাশি কাভানের একটি গোলে সরাসরি অ্যাসিস্টসহ ম্যাচে মোট ২টি অ্যাসিস্ট করেন। মেজর লিগ সকারের দীর্ঘ ইতিহাসে একই ক্লাবের হয়ে এক ম্যাচে দুই ভাইয়ের গোল করার এটি মাত্র তৃতীয় ঘটনা। একই সাথে কাভান সুলেভান এই মৌসুমে ৯টি গোল ও ১৪টি অ্যাসিস্টের এক অনন্য কীর্তি গড়েছেন, যা এমএলএস-এর ইতিহাসে যেকোনো কিশোর (Teenager) খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এক আসরের সর্বোচ্চ গোল-অ্যাসিস্টের নতুন রেকর্ড।

কাভান ও কুইন সুলেভানের এই বিশ্বমঞ্চের সাফল্যের পেছনে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। তাদের মা হাইকে সুলেভানের মাধ্যমে তাদের এই গভীর বাঙালি ঐতিহ্য। তাদের নানি ড. সুলতানা আলম ছিলেন ঢাকার বাসিন্দা, যিনি পরবর্তীতে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি শেষ করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমেরিকান পাসপোর্টে খেললেও দুই ভাই-ই নিজেদের বাংলাদেশি শিকড় নিয়ে সবসময় গর্ব প্রকাশ করেন। কুইন সুলেভান এর আগে এক সাক্ষাৎকারে ফিলাডেলফিয়ার স্থানীয় একটি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয় বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তার ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলেন। সুলেভান পরিবারের চার ভাই-ই ফুটবলার।

## ফারহানের গোল দেখে বিস্মিত ডুলি 'অবিশ্বাস্য!'

**ক্রীড়া ডেস্ক**

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের চার গোলের রাতের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন মুহূর্তগুলোর একটি ফারহান আলী ওয়াহিদের একক নৈপুণ্যে। একের পর এক প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে তার করা গোলটি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন কোচ টমাস ডুলি। ম্যাচের পর ফারহানের প্রশংসা করতে গিয়ে ডুলি বলেছেন, এমন গোল করা মোটেও সহজ নয়। বুধবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সাফের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচের ৫৩তম মিনিটে বক্সের সামনে বল পেয়ে শ্রীলঙ্কার রক্ষণে একাই ত্রাস ছড়ান ফারহান। একাধিক ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে জায়গা তৈরি করেন, এরপর নিখুঁত ফিনিশিংয়ে বল পাঠান জালে। তার এই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেই গ্যালারিতে ছড়িয়ে পড়ে উচ্ছ্বাস। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ফারহানের গোল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডুলি বলেন, 'যেভাবে সে ওই তিন-চারজনকে ড্রিবল করে কাটিয়ে গেল, তা সত্যিই অসাধারণ ছিল, অবিশ্বাস্য। এরপর শট নেওয়াটাও খুব কঠিন ছিল, কিন্তু সেটা দারুণ হয়েছে।' ফারহানের গোলটি তার কোচিং ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা কি না, এমন প্রশ্নে ডুলি বলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। যেভাবে সে তিন-চারজনকে ড্রিবল করে কাটিয়ে গেল, তা সত্যিই অসাধারণ।

এরপর শট নেওয়াটাও খুব কঠিন ছিল, কিন্তু সে দারুণভাবে করেছে। সব মিলিয়ে চমৎকার ছিল।' পুরো ম্যাচে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি জানিয়ে কোচ বলেন, 'প্রথম থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত খেলোয়াড়েরা যেভাবে ভূমিকা রেখেছে, তাতে আমরা খুশি ও গর্বিত হতে পারি।' ফারহানের গোলের পাশাপাশি হামজা চৌধুরীর একটি ব্যাকহিল পাসের কথাও উল্লেখ করেছেন ডুলি।

## নিউইয়র্ক-কানসাস ওয়াশিংটন-ইউটা মুখোমুখি

**নিউইয়র্ক প্রতিনিধি**

যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলের শীর্ষ পেশাদার লিগ ন্যাশনাল উইমেনস সকার লিগের (ঘডঝখ) ২০২৬ সালের প্লে-অফে সেমিফাইনালের লড়াই জমে উঠেছে।

শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে চারটি শক্তিশালী দল–নিউইয়র্কের গথাম এফসি, কানসাস সিটি কারেন্ট, ওয়াশিংটন স্পিরিট ও ইউটা রয়্যালস। সেমিফাইনালে গথাম এফসির প্রতিপক্ষ কানসাস সিটি কারেন্ট। অন্যদিকে, ওয়াশিংটন স্পিরিট লড়বে ইউটা রয়্যালসের বিপক্ষে।

রোববারের (৮ নভেম্বর) কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেমিফাইনালের দলগুলো চূড়ান্ত হয়। এর আগে শুক্রবার ও শনিবার অনুষ্ঠিত ম্যাচেও চমক দেখিয়েছে ইউটা রয়্যালস ও কানসাস সিটি।

রোববারের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গথাম এফসি ১-০ গোলে সিয়াটল রেইনকে পরাজিত করে। ম্যাচের মাত্র চতুর্থ মিনিটে সিয়াটলের জর্ডিন বাগের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় গথাম। শেষ পর্যন্ত সেই একমাত্র গোলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে। সিয়াটল একাধিক আক্রমণ করলেও গথামের গোলরক্ষক অ্যান-কাত্রিন বার্গার গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

এর আগে শনিবার কানসাস সিটি কারেন্ট ও অ্যাঞ্জেল সিটির মধ্যকার ম্যাচ নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলশূন্য ছিল। অতিরিক্ত সময়ের ৯৬তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে মিশেল কুপার গোল করলে ১-০ ব্যবধানে জয় পায় কানসাস সিটি।

Carnival®
CHOOSE FUN®

ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

# 4-DAY Western Caribbean CRUISE FROM TAMPA

*Sun, Sea & Unforgettable Moments!*




SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)

ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL

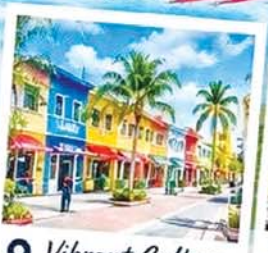
FROM $309 PP

SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS

## ITINERARY

| | | |
|---|---|---|
| DAY 1 NOV 1 |  | TAMPA, FLORIDA<br>Departure: 4:00 PM |
| DAY 2 NOV 2 |  | FUN DAY AT SEA<br>Relax & Enjoy Onboard Activities |
| DAY 3 NOV 3 |  | COZUMEL, MEXICO<br>Arrival: 8:00 AM<br>Departure: 5:00 PM |
| DAY 4 NOV 4 |  | AT SEA<br>Relax & Enjoy Onboard Activities |
| DAY 5 NOV 5 |  | TAMPA, FLORIDA<br>Arrival: 8:00 AM |


COZUMEL Mexico


Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE


Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES

## WHY CHOOSE CARNIVAL?

- World-Class Entertainment
- Delicious Dining
- Pools & Water Fun
- Kids & Family Activities
- Spa & Wellness

## PREMIUM FUN AWAITS


Stunning Pools & Decks


World-Class Entertainment


Comfortable Staterooms


Make Memories at Sea

BOOK YOUR CRUISE TODAY!

Cruise Travel Agency
(Illustrative)

Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

Your Dream Vacation Starts Here!


LOYAL TO ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

# World Leaders Urge Faster Climate Action at COP31

**New York**

World leaders and United Nations officials called for stronger and faster action to address climate change as the high-level segment of the COP31 climate summit got underway in Antalya on Wednesday.

UN Secretary-General António Guterres urged governments to accelerate the transition away from fossil fuels, strengthen adaptation measures and increase financial support for countries vulnerable to the impacts of climate change.

Guterres warned that continued dependence on fossil fuels is contributing not only to climate risks but also to economic and energy insecurity. He argued that expanding renewable energy could help countries reduce exposure to volatile energy prices while supporting economic stability.

The call came as heads of state and government gathered for the Antalya Leaders' Summit, which is being held on November 11 and 12 under the theme "Towards a Sustainable, Resilient and Equitable Future."




The UN climate summit is taking place against a backdrop of growing concerns over the gap between countries' climate commitments and the action needed to limit global warming. The Associated Press reported that Guterres called for concrete measures to reduce fossil-fuel dependence, strengthen climate adaptation and provide greater financial assistance to vulnerable nations.

Climate action is also increasingly being framed as an economic and security issue. Reuters reported Wednesday that leaders at COP31 are emphasizing the potential economic benefits of moving away from fossil fuels, including lower exposure to energy-price shocks, new investment and job opportunities.

Several high-level discussions are scheduled during the leaders' summit, including talks on clean-energy transition and electrification, green industrial investment, jobs and economic growth.

Other discussions will focus on zero waste, methane reduction and early-warning systems for climate-related disasters.

The summit is expected to test whether governments can translate their climate commitments into concrete policies and increased international cooperation at a time when energy security, inflation and geopolitical tensions are competing for political attention.

# UN General Assembly Examines Russian Veto That Ended Western Sahara Mission



**Shibbir Ahmed, New York**

The UN General Assembly has examined Russia's veto of a Security Council resolution that brought an abrupt end to the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), ending the UN peacekeeping mission's 35-year presence in the territory. The General Assembly meeting was held on November 10 under the UN's veto initiative, which is designed to increase transparency and accountability when one of the five permanent members of the Security Council uses its veto power. On October 30, Russia vetoed a US-drafted resolution that would have extended MINURSO's mandate for another year. The resolution had received support from 11 members of the Security Council. The US-backed draft also reaffirmed the Moroccan autonomy proposal as the basis for negotiations over the future of Western Sahara. Russia opposed the resolution, arguing that it marginalized the Polisario Front and moved away from established UN parameters on self-determination.

The General Assembly debate highlighted the deep diplomatic divisions surrounding the long-running Western Sahara dispute. Support for Morocco's autonomy proposal has grown among a number of countries, while some states continue to support a referendum on self-determination.

The issue has renewed attention on the role of the Security Council's veto system and its impact on UN peacekeeping and conflict-resolution efforts.

The Russian veto also means the future of the UN's long-standing presence in Western Sahara has become a major diplomatic issue, with countries divided over how the decades-old dispute should be resolved.

# CNEE Wins Government Approval to Build FSRU at Maheshkhali

**BAPA News, Dhaka :** The government has approved a proposal okaying the bid submitted by China's China National Energy Engineering and Construction Company Limited (CNEE) for establishing a floating storage and regasification unit (FSRU) at Kutubjom in Maheshkhali, Cox's Bazar, under a government-to-government arrangement. The proposal was approved at the 53rd meeting of the Cabinet Committee on Government Purchase (CCGP) held today, with Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury in the chair. According to the proposal, the estimated cost of the proposal would be around Tk 12,324 crore for a 15-year term or Tk 13,161 crore for a 20-year term. The Energy and Mineral Resources Division placed the proposal seeking approval of the bid submitted by CNEE under the G2G arrangement.



# Dr Khalilur Rahman Outlines Three Priorities for COP31

**New York**

UN General Assembly President and Bangladesh Foreign Minister Dr Khalilur Rahman has outlined three key priorities ahead of the COP31 climate summit in Antalya, Türkiye,

calling for an accelerated clean energy transition, predictable climate finance and stronger measures to protect vulnerable communities. In a video message ahead of the global climate conference, Rahman stressed the need to turn longstanding international climate commitments into concrete action as climate-vulnerable countries continue to face increasingly severe consequences of global warming.

Highlighting his first priority, the UN General Assembly president called for effective implementation of commitments under the Paris Agreement through faster deployment of clean energy, increased electrification and substantial reductions in greenhouse gas emissions. He said that more than a decade after the adoption of the landmark climate accord, the international community must move beyond pledges and focus on delivering measurable results. Rahman identified climate finance as his second priority, emphasising the need for predictable and accessible funding for climate adaptation, resilience-building and efforts to address loss and damage caused by climate-related disasters.

He stressed the importance of ensuring that financial resources reach countries and communities most vulnerable to climate change, enabling them to strengthen their capacity to withstand its growing impacts.

Protecting human lives was identified as his third priority. Rahman called for greater investment in early warning systems, disaster preparedness and community-level protection measures. He said such investments are essential to safeguarding vulnerable populations already experiencing the effects of extreme weather events and other climate-related hazards.

The UN General Assembly president stressed that international climate action must prioritise practical measures that protect communities while accelerating the global transition towards a low-carbon and climate-resilient future.

The Paris Agreement, adopted in 2015, established a global framework for limiting the rise in temperatures, strengthening climate resilience and mobilising financial support for developing countries. However, implementation gaps, inadequate climate financing and the increasing frequency of climate-related disasters continue to pose major challenges to achieving the agreement's objectives.

# Lebanon: After 48 years patrolling the Blue Line, UN peacekeepers prepare to leave

**Shibbir Ahmed, New York**



Southern Lebanon remains volatile and deeply challenging for communities trying to rebuild their lives, even as hostilities have significantly decreased following a June agreement involving the United States, Lebanon and Israel.
Speaking to UN News from Naqoura in southern Lebanon, Kandice Ardiel, spokesperson for the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), said UN peacekeepers continue to observe daily violations by Israeli forces across the region.
She said the reported activities include the construction of military positions and roads, military operations, demolitions, airstrikes and artillery fire. On Tuesday, UNIFIL said a routine patrol near Wadi Jilu came under fire.
Peacekeepers returned fire and the shooting subsequently stopped. No injuries were reported. UNIFIL called on the Lebanese Government to conduct a prompt investigation into the incident.
According to the latest UN data, the number of internally displaced people who have returned to their areas of origin has increased by 13 percent since September, reaching nearly one million.
However, around 304,500 people remain displaced outside their home areas.
Ardiel said signs of normal life are beginning to emerge in some parts of southern Lebanon, with children returning to school and farmers attempting to harvest their crops, particularly olives.
"We're seeing kids going back to school. We're seeing farmers trying to harvest their crops, particularly olive crops. But they're coming back to a really difficult situation," she said. Many villages have suffered extensive damage, making everyday life extremely difficult for returning residents.
Essential infrastructure, including electricity networks, water systems and roads, has been badly damaged or destroyed and will need to be rebuilt, Ardiel said. UNIFIL was established by the UN Security Council on 19 March 1978 with three main objectives: confirming the withdrawal of Israeli forces from Lebanon, restoring international peace and security, and assisting the Lebanese Government in restoring its effective authority in the area. The mission's first peacekeepers arrived on 23 March 1978.
After nearly five decades in southern Lebanon, the mission is now preparing for its eventual withdrawal. In August 2025, the UN Security Council unanimously decided not to renew UNIFIL's mandate beyond the end of 2026.
Preparations for the withdrawal are expected to begin in January 2027. However, uncertainty remains over what will replace the mission or what form international engagement in southern Lebanon could take after UNIFIL leaves.
"There's a lot of talk and speculation about what might come next. We know the Security Council is considering options, but so far nothing has been decided," Ardiel said. She added that the uncertainty is causing concern among local communities.
The withdrawal of UNIFIL is expected to have consequences beyond the mission itself. For decades, the peacekeeping force has been deeply integrated into the social and economic life of southern Lebanon. In addition to its security role, UNIFIL has provided employment opportunities and contributed significantly to the local economy. The transition could be particularly difficult for the mission's Lebanese national staff, many of whom have been directly affected by the conflict.
"This is especially true for our national staff, who are Lebanese, many of whom have lost homes or family members because of the ongoing conflict," Ardiel said. As the mission prepares to leave, concern is also growing over the security situation that will remain behind.
"There's a great deal of nervousness now that we're leaving in a situation where southern Lebanon remains unstable because of ongoing military activity, the continuation of the conflict, and the uncertain future that people here are anticipating, Ardiel said.
She stressed the importance of maintaining an international presence in southern Lebanon, arguing that impartial monitoring and international engagement have played an important role in the region for decades. Such international engagement, she said, will remain important to Lebanon's future stability.
After 48 years of patrolling and monitoring the Blue Line, UNIFIL is now preparing to leave southern Lebanon. But as the withdrawal approaches, communities facing the long process of reconstruction are confronting a difficult question: how will security and stability be maintained once the UN peacekeeping mission is gone?

# COP31: Guterres calls for climate justice pact as leaders confront climate crisis

**Shibbir Ahmed, New York**



UN Secretary-General António Guterres has called for a new global "Climate Justice Compact" to help developing countries transition away from fossil fuels while protecting communities bearing the greatest impacts of climate change. Speaking at the COP31 Leaders' Summit in Antalya on Wednesday, Guterres urged governments to tax windfall profits earned by major fossil fuel companies and use the proceeds to help vulnerable countries recover from climate-related disasters.
"Our planet is heating up. The clock is winding down. It's make or bake time," Guterres told world leaders. He warned that even if countries fully implement their current national climate plans, the world could still face more than 2.5°C of warming by the end of the century.
He said a temporary breach of the Paris Agreement's 1.5°C threshold now appears inevitable, but insisted that this should not be treated as a reason to abandon climate action.
"Science is not telling us to surrender. It is telling us to fight harder," Guterres said, stressing that every fraction of a degree of warming avoided could make a difference. Guterres said the proposed Climate Justice Compact would be based on shared responsibility, shared security and shared benefits. It would seek to accelerate a just transition away from fossil fuels, protect vulnerable communities, improve access to climate finance and strengthen international cooperation.
"We cannot demand that countries transform their economies while denying them the means to do so," he said. The UN chief urged developed countries to lead efforts to provide at least $300 billion a year in climate finance by 2035 and called for the broader climate finance goal of $1.3 trillion annually for developing countries to be translated into real financial flows.
He also called for a rapid expansion of renewable energy and a major reduction in unabated coal power as part of efforts to keep the 1.5°C target within reach. Guterres sharply criticized the fossil fuel industry, accusing powerful interests of distorting climate science and delaying stronger action. "Fossil fuels must go the way of the dinosaurs. The dinosaurs did not have a lobby. Fossil fuels do," he said. He pointed to the huge gap between fossil fuel profits and international support for countries suffering climate-related losses. The nine largest oil companies earned about $95 billion in profits in a single quarter, while the international Loss and Damage Fund received roughly $600 million, an amount Guterres said was equivalent to only about 14 hours of those companies' profits. He urged governments to tax such windfall profits and direct the money toward vulnerable countries.
"Polluters must pay," Guterres said, drawing applause from delegates. Turkish President Recep Tayyip Erdo?an also called for greater support for developing countries, saying decades of climate negotiations had not produced enough progress in implementation. Erdo?an said climate finance must become more accessible, predictable and responsive to the needs of developing nations. He also argued that wealthier countries bear greater responsibility because of their historical use of the global carbon budget. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva warned that wars, trade disputes and geopolitical tensions were pushing climate change down the international agenda.
"We started talking more about weapons and tariffs than the survival of future generations," Lula said. He defended international cooperation and announced plans for Brazil to develop national roadmaps aimed at reducing dependence on fossil fuels and ending deforestation, building on initiatives from last year's COP30 in the Amazon. Methane emissions were also a major focus of discussions at COP31. Methane traps more than 80 times as much heat as carbon dioxide over a 20-year period and is released through fossil fuel operations, agriculture and decomposing waste.
Guterres called on the UN Environment Programme to develop a global standard for near-zero methane emissions from the oil and gas industry. UNEP is already using satellites and artificial intelligence to identify major methane leaks and alert governments and companies.
Julia Ferini, head of UNEP's International Methane Emissions Observatory, said the system has helped reduce emissions in 45 cases across 13 countries. She described methane reduction as a potentially rapid way to slow warming while the world works to cut carbon dioxide emissions.
The conference has also highlighted practical climate solutions outside formal negotiations. In Botswana, young entrepreneur Makwena Moesi is using more than half a million worms to turn food waste into fertilizer through a process known as vermicomposting.

Carnival
CHOOSE FUN®

ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!

# 4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI

Small Getaway Big Memories

Sun, Sand & Endless Smiles





Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE


Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN


Miami
FLORIDA

SAILING DATE
**NOV 29 – DEC 03, 2026**
(4 NIGHTS)

ROUNDTRIP FROM
**MIAMI, FL**

SHIP
**Carnival Sunrise®**

## ITINERARY

| | | |
|---|---|---|
| DAY 1 NOV 29 |  | MIAMI, FLORIDA<br>Departure: 6:00 PM |
| DAY 2 NOV 30 |  | AT SEA<br>Relax & Enjoy Onboard Activities |
| DAY 3 DEC 01 |  | HALF MOON CAY™<br>Arrival: 8:00 AM<br>Departure: 4:00 PM |
| DAY 4 DEC 02 |  | CELEBRATION KEY™<br>Arrival: 8:00 AM<br>Departure: 5:00 PM |
| DAY 5 DEC 03 |  | MIAMI, FLORIDA<br>Arrival: 8:00 AM |

Escape to Paradise

FROM **$199 PP***
Average per person, based on 2-person room

4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!

## CHOOSE YOUR PERFECT CABIN

| INTERIOR | OCEANVIEW | BALCONY | SUITE |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| From **$199 PP** | From **$280 PP** | From **$484 PP** | From **$828 PP** |

## WHY CARNIVAL SUNRISE?

World-Class Entertainment · Delicious Dining · Pools & Water Fun · Kids & Family Activities · Spa & Wellness

## MORE FUN AWAITS!

- Stunning Pools & Decks
- Live Shows & Nightlife
- Delicious Dining Options
- Shore Excursions & More!



More Beaches More Smiles More Carnival

Cruise Travel Agency
(Illustrative)

Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

Your Dream Vacation Starts Here!

# ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নিয়ে স্বামীর মনোভাব জানালেন কিয়ারা

বিনোদন ডেস্ক



যশের বিপরীতে কিয়ারার অভিনীত সিনেমা 'টক্সিক' মুক্তির আগে থেকেই আলোচনায় ছিল। বিশেষ করে দুজনের রসায়ন ও ঘনিষ্ঠ দৃশ্য ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তৈরি হয়। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী বক্স অফিসে সাফল্য পায়নি ছবিটি। এবার সিনেমার ফলাফল ও যশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন কিয়ারা।

এদিকে যশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করায় স্বামী সিদ্ধার্থ মলহোত্রার কোনো আপত্তি ছিল কি? করণ জোহরের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'কফি উইথ করণ'-এ এসে তিনি জানান, সিদ্ধার্থকে ভালো করেই চেনেন তিনি। তাই এ ধরনের দৃশ্য নিয়ে তার বিশেষ কোনো সমস্যা নেই বলেই মনে করেন কিয়ারা।

অনুষ্ঠানে করণ জোহর অভিনেত্রীর কাছে জানতে চান, যশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যগুলো দেখে সিদ্ধার্থের প্রতিক্রিয়া কী ছিল।

জবাবে কিয়ারা সিদ্ধার্থের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেননি। বরং জানান, স্বামীকে ভালো করেই চেনেন তিনি। এসব বিষয় নিয়ে সিদ্ধার্থের বিশেষ কোনো সমস্যা নেই বলেই মনে করেন অভিনেত্রী।

এ ধরনের দৃশ্য নিয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও কথা বলেন কিয়ারা।

উদাহরণ হিসেবে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রসঙ্গ টানেন তিনি। নিজের দৃশ্যগুলো নিয়ে ইন্টারনেটে দর্শকদের নানা মন্তব্য দেখেছেন কিয়ারা।

তার ভাষ্য, অনেকেই এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বিষয়টি ঘিরে সমাজের দ্বিচারিতাও তার নজরে এসেছে। তাই নিজের অভিনয়ের পক্ষে আলাদা করে কোনো সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি।

তার কথায়, সিনেমাটির এমন পরিণতি পুরো দলের কারও প্রত্যাশায় ছিল না।

মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তের ফলাফল দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

তবে পরে দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া তাকে কিছুটা স্বস্তি দেয়। বিশেষ করে চেনা অভিনয়গণ্ডি পেরিয়ে ভিন্ন ধরনের চরিত্রে কাজ করার জন্য প্রশংসা পেয়েছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে করণ জোহর অভিনেত্রীর কাছে জানতে চান, যশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যগুলো দেখে সিদ্ধার্থের প্রতিক্রিয়া কী ছিল। জবাবে কিয়ারা সিদ্ধার্থের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেননি। বরং জানান, স্বামীকে ভালো করেই চেনেন তিনি।

# জন্মদিনে নিয়মিত কাজের প্রত্যাশা মডেল অন্তরার

বিনোদন প্রতিবেদক



একসময় দেশের বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ডের নিয়মিত মডেল হিসেবে কাজ করতেন মডেল অন্তরা। মাঝে কয়েক বছর কাজ কমিয়ে দিলেও সম্প্রতি আবারও মডেলিংয়ে ফিরেছেন তিনি। এবার নিয়মিত কাজ করার প্রত্যাশার কথা জানালেন এ মডেল।

আজ অন্তরার জন্মদিন। চাঁদপুরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা অন্তরা পড়াশোনা করেছেন চাঁদপুর সরকারি কলেজে। মডেলিং ক্যারিয়ারে তিনি দেশের বিভিন্ন পরিচিত ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে নকশা, কারুপল্লী, আফরিন ক্রাফটস, রঙের হাট, আল-ইসলামস ব্রাদার্স, রুহি ক্রাফটসসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

জন্মদিনে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রত্যাশার কথা জানাতে গিয়ে অন্তরা বলেন, এখন থেকে নিয়মিত মডেলিংয়ের কাজ করতে চান তিনি। পাশাপাশি পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে চান।

দেশ ও সমাজ নিয়েও রয়েছে তার প্রত্যাশা। তিনি দেশের শান্তি কামনা করেন এবং মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতা বাড়ুক– এমন প্রত্যাশা তার। একই সঙ্গে অপরাধ কমে একটি সুন্দর ও নিরাপদ সমাজ গড়ে উঠুক, সেটিও চান তিনি। তবে দেশীয় সংস্কৃতি ও ফ্যাশন নিয়ে অন্তরার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তার বড় চাওয়া, মানুষ আরও বেশি দেশীয় পোশাক ব্যবহার করুক এবং দেশীয় ফ্যাশনকে গ্রহণ করুক। তার বিশ্বাস, দেশীয় পোশাক ও ফ্যাশনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়লে দেশের ঐতিহ্য ও ফ্যাশন শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে।

জন্মদিনে নতুন করে কাজের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন মডেল অন্তরা।

# অভিনেত্রী জুলিয়া : স্মৃতির আড়ালে এক প্রতিভা

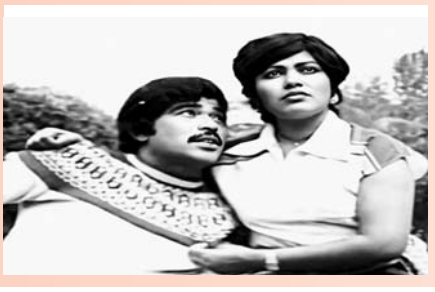
শিব্বীর আহমেদ



বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের ইতিহাসে এমন অনেক অভিনয়শিল্পী রয়েছেন, যাঁরা প্রধান নায়িকার আসনে না বসেও নিজেদের অভিনয় প্রতিভা দিয়ে দর্শকের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন চিত্রনায়িকা জুলিয়া। আশি ও নব্বইয়ের দশকের বাংলা চলচ্চিত্রে পরিচিত এই অভিনেত্রী একসময় ছিলেন রুপালি পর্দার জনপ্রিয় মুখ। গ্ল্যামার, অভিনয় দক্ষতা এবং মঞ্চনাটকের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জুলিয়া শাবানা, ববিতা ও রোজিনার মতো জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের সঙ্গে পর্দা ভাগ করেও নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছিলেন। অথচ সময়ের পরিক্রমায় সেই প্রতিভাবান অভিনেত্রী অনেকটাই হারিয়ে গেছেন স্মৃতির আড়ালে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আশি ও নব্বইয়ের দশক ছিল পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা এবং তারকাখ্যাতির এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে দর্শকদের রুচি ও বিনোদনের চাহিদা পরিবর্তিত হচ্ছিল, অন্যদিকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে নতুন নতুন মুখের আগমন ঘটছিল। এই সময়ের চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার পাশাপাশি দ্বিতীয় নায়িকা, পার্শ্বনায়িকা এবং গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রে অভিনয় করা শিল্পীদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। জুলিয়া ছিলেন সেই সময়ের একজন পরিচিত অভিনয়শিল্পী, যিনি নিজের অভিনয় প্রতিভা দিয়ে চলচ্চিত্রের পর্দায় জায়গা করে নিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রে জুলিয়া নামেই পরিচিত এই অভিনেত্রীর পারিবারিক নাম সুরঞ্জনা পারুল। কিছু সূত্রে তাঁর নাম ফেরদৌসী ভূঁইয়া পারুল হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য অনুযায়ী, তিনি ১৯৬৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় তার জন্মদিন ১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান ঢাকা এবং পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের শায়েস্তানগর গ্রামে বলে প্রচলিত তথ্য রয়েছে। তাঁর পরিবার, বাবা-মা, শিক্ষাজীবন এবং শৈশব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। চলচ্চিত্রে পরিচিতি ও ব্যস্ততা থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি অনেকটাই আড়ালে রেখেছিলেন। তথ্য অনুযায়ী, তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে অভিনয়জীবনই দর্শক ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে আসার আগে জুলিয়া মঞ্চনাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ থেকেই তাঁর মঞ্চে পথচলা শুরু। মঞ্চনাটকে কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি সংলাপ উপস্থাপন, চরিত্রের আবেগ প্রকাশ, শারীরিক অভিব্যক্তি এবং অভিনয়ের বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করার সুযোগ পান। মঞ্চে সরাসরি দর্শকের সামনে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা একজন শিল্পীকে যে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা দেয়, জুলিয়ার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।



পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার পর মঞ্চের সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেকটাই এগিয়ে রাখে। ক্যামেরার সামনে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা, সংলাপের সঙ্গে আবেগের সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং দৃশ্যের প্রয়োজনে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মঞ্চনাটকের অভিজ্ঞতা কাজে এসেছিল।

১৯৭৯ সালে প্রযোজক ও পরিচালক মাসুদ পারভেজ, যিনি চলচ্চিত্রজগতে সোহেল রানা নামে পরিচিত, তাঁকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। মাসুদ পারভেজ পরিচালিত 'জবাব' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জুলিয়ার বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে। ছবিটিতে তিনি জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শাবানার বান্ধবীর চরিত্রে অভিনয় করেন বলে প্রকাশিত জীবনীমূলক তথ্যে উল্লেখ রয়েছে। প্রথম চলচ্চিত্রেই বড় পরিসরের চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ তৈরি হতে থাকে।

জুলিয়ার অভিনয়জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র কাজী হায়াৎ পরিচালিত 'খোকন সোনা'। ১৯৮২ সালের এই চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মধ্যে বিশেষ আবেগ তৈরি করেছিল বলে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে। ছবিটিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন শক্তিমান খল অভিনেতা রাজীব। সাধারণত নেতিবাচক চরিত্রে শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য পরিচিত রাজীবের সঙ্গে জুলিয়ার অভিনয় ছবিটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল।

বিশেষ করে আবেগঘন ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যগুলোতে জুলিয়ার অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটে। তাঁর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, সংলাপ বলার দক্ষতা এবং চরিত্রের আবেগ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল উল্লেখ করার মতো। অনেক দর্শক তাঁর অভিনয়ে আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন বলে স্মৃতিচারণে উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন অভিনেত্রীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো পর্দার চরিত্রকে দর্শকের অনুভূতির অংশ করে তোলা। 'খোকন সোনা' চলচ্চিত্রে জুলিয়ার অভিনয় সেই সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের আশি ও নব্বইয়ের দশক ছিল তারকানির্ভর চলচ্চিত্রের সময়। সে সময় শাবানা, ববিতা, রোজিনা, সুচরিতা, অঞ্জনা ও চম্পার মতো জনপ্রিয় অভিনেত্রীরা চলচ্চিত্রের পর্দা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের পাশাপাশি অভিনয় করে নিজের অবস্থান তৈরি করা সহজ ছিল না। জুলিয়া মূলত দ্বিতীয় নায়িকা, পার্শ্বনায়িকা এবং গুরুত্বপূর্ণ সমান্তরাল চরিত্রে অভিনয় করতেন।

তবে চরিত্রের দৈর্ঘ্য দিয়ে তিনি নিজের অভিনয়ের গুরুত্ব বিচার করতেন না। বরং প্রতিটি চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। প্রধান নায়িকার বাইরে থেকেও অনেক চলচ্চিত্রে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে আবেগনির্ভর, পারিবারিক ও নাটকীয় চরিত্রে তিনি নিজের অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মুখের অভিব্যক্তি ও চোখের ভাষায় চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা। সংলাপের পাশাপাশি নীরব দৃশ্যেও চরিত্রের আবেগ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর মঞ্চনাটকের অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছিল। গ্ল্যামার ও অভিনয় প্রতিভা দুটোই থাকা সত্ত্বেও তিনি চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণার মূল স্রোতে খুব বেশি আলোচিত হননি।




LOYAL TO ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

রেসিপি

# মাছের দুই পদ

রোজকার রান্নায় পরিচিত মাছ দিয়েও তৈরি করা যায় ভিন্ন স্বাদের দারুণ সব পদ। মলা মাছের চচ্চড়ি, বেগুন দিয়ে রুই মাছের ঝোল এবং পটোল চিংড়ির দোলমা–ঘরোয়া স্বাদে ভরপুর এ তিন পদেও রেসিপি দিয়েছেন– মরিয়ম বেগম



## মলা মাছের চচ্চড়ি

যা লাগবে : মলা মাছ ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজের কুচি ২ থেকে ৩টি, কাঁচা মরিচ ৭ থেকে ৮টি (ফাটা), হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, শর্ষের তেল ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন : ২ থেকে ৩টি কাঁচা মরিচ আর ১ টেবিল চামচ শর্ষের তেল আলাদা করে রেখে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ২ থেকে ৩ মিনিট ভালোভাবে মাখলে পেঁয়াজ থেকে পানি বের হয়ে স্বাদ বাড়াবে। এভাবে ১০ মিনিট ঢেকে রেখে দিন। কড়াইতে ১ টেবিল চামচ শর্ষের তেল গরম করুন। পুরো মাখানো মিশ্রণ একসঙ্গে কড়াইতে ঢেলে দিন। ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করুন। মাঝেমধ্যে হালকা নেড়ে দিন– মাছ যেন ভেঙে না যায়, তা খেয়াল রাখুন। আলাদা করে পানি দেওয়ার দরকার নেই (পেঁয়াজ থেকেই পানি বের হবে)। তেল ওপরে উঠে এলে বাকি কাঁচা মরিচ দিন। চাইলে শেষে ১ চা-চামচ কাঁচা শর্ষের তেল ছড়িয়ে দিতে পারেন।



## পটোল চিংড়ির দোলমা

যা লাগবে : পটোল ৮ থেকে ১০টি, কুচো চিংড়ি ২০০ গ্রাম, মাঝারি চিংড়ি ২০ থেকে ২৫টি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২টি, হলুদ আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি এক টেবিল চামচ, শর্ষের তেল ৪ টেবিল চামচ, গরমমসলা ১ চা-চামচের চার ভাগের এক ভাগ, কাজুবাদাম ১০টি, পোস্তদানা ও সাদা শর্ষে ১ টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন : কুচো চিংড়ি লেজ-মাথা ফেলে ধুয়ে নিন। কাজুবাদাম, পোস্তদানা-শর্ষে ভিজিয়ে বেটে নিন। এবার ১ টেবিল চামচ তেলে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন, কাঁচা মরিচ, হলুদ, সামান্য মরিচ কাজু পেস্ট ও লবণ দিয়ে কষিয়ে চিংড়ি দিন। তবে চিংড়ি ২ থেকে ৩ মিনিটের বেশি কষাবেন না। চিংড়ি শুকিয়ে গেলে পুর শুষ্ক হয়ে যাবে। শেষে সামান্য গরমমসলা দিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। পুর প্রস্তুত। এদিকে পটোলের দুই মাথা সামান্য কেটে খোসা হালকা চেঁছে নিন। একটি সরু চামচ দিয়ে ভেতরের বীজ ও নরম অংশ বের করুন। পটোলের ভেতরের ফাপা জায়গায় আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিংড়ির পুর ভরে দিন। চাইলে এ পুর তৈরির সময় পটোলের ভেতরের অংশ দিতে পারেন, ভালো লাগবে। দুই মাথা সামান্য চেপে বন্ধ করে দিন। তেলে পটোলগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে পেঁয়াজ, আদা-রসুন, হলুদ, জিরা, ধনে ও মরিচ দিয়ে ভালো করে কষান। সামান্য পানি দিয়ে মসলা থেকে তেল ওঠা পর্যন্ত রান্না করুন। এরপর ভাজা পটোলগুলো সাজিয়ে দেড় কাপ গরম পানি দিন। ঢেকে কম আঁচে ১০ থেকে ১২ মিনিট রান্না করুন। ধনেপাতা দিয়ে চুলা বন্ধ করে পরিবেশনের জন্য সাজিয়ে নিন।

# এ সময়ে ত্বক ও শরীরের যত্ন

**শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে প্রকৃতিতে যেমন বদল আসে, তেমনি পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে আমাদের শরীর ও ত্বকেও। বাতাসের আর্দ্রতা কমতে শুরু করলেই দেখা দেয় শুষ্কতা, রুক্ষতা ও নানা অস্বস্তি। তাই শীত পুরোপুরি জেঁকে বসার আগেই একটু বাড়তি যত্নে ত্বক ও শরীরকে রাখা যায় সুস্থ, সতেজ ও প্রাণবন্ত। লিখেছেন– নাদিয়া আফরিন**



কার্তিক মাস শেষের পথে। প্রকৃতিতে এখন শীতের আগমনী বার্তা। ভোরের বাতাসে হালকা শিরশিরে অনুভূতি, ঘাসে শিশির আর গ্রামবাংলার চারপাশে ধীরে ধীরে বাড়ছে শীতের আমেজ। ঋতু পরিবর্তনের এ সময়ে আমাদের ত্বক ও শরীরেও পড়ে আবহাওয়ার প্রভাব। বাতাসের আর্দ্রতা কমতে শুরু করলে ত্বক তার স্বাভাবিক কোমলতা হারিয়ে শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে উঠতে পারে। ঠোঁট ফাটা, হাত-পা খসখসে হওয়া, চুলকানি, গোড়ালি ফাটা কিংবা মাথার ত্বক শুষ্ক হওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা কমে যায়। তাই এ সময় ত্বকের যত্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আর্দ্রতা ধরে রাখা। গোসলের পর শরীর পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সুবিধা হয়। খুব শুষ্ক ত্বকের ক্ষেত্রে পাতলা লোশনের পরিবর্তে একটু ঘন ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। সুগন্ধিযুক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত সাবান ত্বককে আরও শুষ্ক করে দিতে পারে, তাই মৃদু ও ত্বকবান্ধব পরিষ্কারক ব্যবহার করাই ভালো।

**অতিরিক্ত গরম পানি নয় :** শীতের সকালে গরম পানিতে গোসল বেশ আরামদায়ক মনে হলেও অতিরিক্ত গরম পানি ত্বকের প্রাকৃতিক তেল কমিয়ে দিতে পারে। ফলে ত্বক আরও শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। তাই কুসুম গরম পানি ব্যবহার করাই ভালো। গোসলের সময় খুব বেশি সময় ধরে পানিতে না থেকে দ্রুত গোসল সেরে নেওয়া এবং পরে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

**ঠোঁট, হাত ও পায়ের জন্য বাড়তি যত্ন :** শীতের শুরুতেই অনেকের ঠোঁট ফেটে যায়। ঠোঁট শুকিয়ে গেলে বারবার জিহ্বা দিয়ে ভেজানোর অভ্যাস সমস্যাকে আরও বাড়াতে পারে।

মডেল : সায়বা রহমান। ■ ছবি : রাহুল রায় মিশুক

এ সময়

ব্যবহারের আগে করণীয়

# তুলে রাখা শীতের পোশাক

**শীতের আগমনী বার্তা পাওয়া যাচ্ছে প্রকৃতিতে। আলমারি বা বাক্সে তুলে রাখা সোয়েটার, জ্যাকেট, শাল, মাফলারসহ গরম পোশাকগুলো বের করার সময় হয়েছে। তবে ব্যবহারের আগে প্রয়োজন কিছু বাড়তি যত্ন ও সতর্কতা। লিখেছেন– সুমাইয়া আক্তার**



শীত আসতে শুরু করেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলমারি বা বাক্সে তুলে রাখা গরম পোশাকগুলোও বের করার সময় হয়েছে। সোয়েটার, শাল, জ্যাকেট, কার্ডিগান, মাফলার কিংবা কম্বল– শীতের এসব প্রয়োজনীয় পোশাক দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় সেগুলোতে ধুলাবালি, স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ছত্রাক কিংবা জীবাণু জমতে পারে। তাই তুলে রাখা পোশাক সরাসরি পরার পরিবর্তে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। এতে পোশাক যেমন পরিষ্কার ও সতেজ থাকবে, তেমনি ত্বকের অস্বস্তি থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।

**রোদে দেওয়া :** দীর্ঘদিন আলমারি বা বাক্সে বন্ধ থাকা গরম পোশাক ব্যবহারের আগে ভালোভাবে রোদে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে শাল, সোয়েটার, কম্বল ও চাদর কয়েক ঘণ্টা রোদে মেলে রাখলে স্যাঁতসেঁতে ভাব ও বন্ধ গন্ধ কমতে পারে। তবে উলের পোশাক দীর্ঘ সময় কড়া রোদে না রাখাই ভালো। এতে পোশাকের রং ও বুনন নষ্ট হতে পারে। হালকা রোদে কিছুক্ষণ রেখে বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে শুকিয়ে নেওয়া ভালো।

**ধুলাবালি পরিষ্কার করা :** শীতের পোশাকে জমে থাকা ধুলাবালি, ময়লা ও আঁশ ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সোয়েটার বা উলের পোশাক নরম ব্রাশ দিয়ে আলতোভাবে পরিষ্কার করা যায়। জ্যাকেটের ক্ষেত্রে পকেট, কলার, হাতার ভাঁজ ও চেইনের আশপাশ ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে ভেজা নরম কাপড় দিয়ে বাইরের অংশ মুছে নিতে পারেন।

**প্রয়োজনে ধুয়ে নেওয়া :** দীর্ঘদিন তুলে রাখা পোশাকে দুর্গন্ধ, দাগ কিংবা ময়লা থাকলে ব্যবহারের আগে ধুয়ে নেওয়া ভালো। তবে সব পোশাক একই নিয়মে ধোয়া যায় না। উলের পোশাক ধোয়ার ক্ষেত্রে কোমল ডিটারজেন্ট ও ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা উচিত। বেশি ঘষাঘষি কিংবা কড়া সাবান ব্যবহারে পোশাকের বুনন নষ্ট হতে পারে। জ্যাকেট বা ভারী পোশাকের ক্ষেত্রে গায়ের পরিচর্যার নির্দেশনা দেখে ধোয়া বা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

**ছত্রাকের দাগ ও গন্ধ পরীক্ষা :** দীর্ঘদিন স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে রাখা পোশাকে ছত্রাক জন্মাতে পারে। পোশাকে সাদা, কালো কিংবা সবুজাভ দাগ দেখা গেলে সতর্ক হতে হবে। এমন পোশাক সরাসরি পরা উচিত নয়। আলাদা করে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুরোপুরি শুকিয়ে নিতে হবে। ছত্রাকের দাগ বা গন্ধ সহজে দূর না হলে পেশাদার পরিষ্কারের সাহায্য নেওয়া ভালো।

**ত্বকের সংবেদনশীলতার দিকে খেয়াল রাখা :** ধুলাবালি ও ছত্রাকযুক্ত পোশাক পরলে কারও কারও ত্বকে চুলকানি, লালচে ভাব কিংবা অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাদের ত্বক সংবেদনশীল, তাদের পোশাক ব্যবহারের আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। শিশুদের শীতের পোশাকের ক্ষেত্রেও বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুদের গায়ে দেওয়ার আগে পোশাক ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া ভালো।

**বোতাম, চেইন ও সেলাই পরীক্ষা :** দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় পোশাকের বোতাম খুলে যেতে পারে, চেইন আটকে যেতে পারে কিংবা সেলাই আলগা হয়ে যেতে পারে। তাই ব্যবহারের আগে প্রতিটি পোশাক ভালোভাবে পরীক্ষা করুন। প্রয়োজন হলে বোতাম লাগানো, সেলাই ঠিক করা কিংবা চেইন মেরামত করে নিন। এতে শীতের মাঝপথে অপ্রস্তুত হতে হবে না।

**জুতা ও মোজার যত্ন :** শীতের পোশাকের পাশাপাশি তুলে রাখা মোজা, শীতের জুতা ও হাতমোজাও পরিষ্কার করা প্রয়োজন। জুতার ভেতরে ধুলাবালি, দুর্গন্ধ কিংবা আর্দ্রতা জমে থাকতে পারে। ব্যবহারের আগে জুতা পরিষ্কার করে বাতাসে শুকিয়ে নিন। মোজা ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ব্যবহার করুন। ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে মোজা পরা থেকে বিরত থাকুন।

শীতের প্রস্তুতি মানে শুধু নতুন গরম পোশাক কেনা নয়, আগের বছরের তুলে রাখা পোশাকগুলো ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাও। একটু সচেতনতা ও যত্নে পুরোনো পোশাকই হয়ে উঠতে পারে শীতের আরামদায়ক সঙ্গী। এতে পোশাকের স্থায়িত্ব বাড়বে, অপ্রয়োজনীয় খরচ কমবে এবং সুস্থতাও বজায় থাকবে।

মডেল : অন্তরা। ■ ছবি : আল-ইসলাম ব্রাদার্স

খবর
www.khabor.com

# এআইয়ের ভুল কমাতে গুগলের নতুন চমক

**প্রযুক্তি ডেস্ক**

দৈনন্দিন কাজ ও স্বয়ংক্রিয় এআই কার্যক্রম আরও দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নতুন এআই মডেল ‘জেমিনি ৪ হাইড্রোজেন’ উন্মোচন করেছে গুগল। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, মডেলটি জেমিনি ৩.৮ ফ্ল্যাশের তুলনায় আড়াই গুণ দ্রুত কাজ করতে পারে। পাশাপাশি এতে ভুল বা মনগড়া তথ্য তৈরির প্রবণতা পাঁচ গুণের বেশি কমেছে। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) মডেলটি উন্মোচনের ঘোষণা দেয় গুগল। এটি পর্যায়ক্রমে জেমিনি অ্যাপ ও বিশ্বজুড়ে গুগল সার্চে যুক্ত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া গুগল এআই স্টুডিও ও জেমিনি এপিআইয়ের মাধ্যমেও এটি ব্যবহার করা যাবে। ডেভেলপার ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকদের জন্যও থাকছে বাড়তি সুবিধা। দৈনন্দিন এআই কাজের জন্য জেমিনি ৪ হাইড্রোজেন গুগলের ভাষ্য, হাইড্রোজেন তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী এআই মডেল।

গবেষণা, লেখালেখি, কোডিং, নথি বিশ্লেষণ ও ইমেইল ব্যবস্থাপনার মতো কাজ সম্পন্ন করার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। জেমিনি ৪ সিরিজে হাইড্রোজেনের পাশাপাশি রয়েছে জেমিনি ৪ কার্বন ও জেমিনি ৪ আর্গন। জটিল ও দীর্ঘ সময়ের যুক্তিনির্ভর কাজের জন্য মডেল দুটি তৈরি করা হয়েছে। গুগলের দাবি, ডিফল্ট সেটিংসে জেমিনি ৩.৮ ফ্ল্যাশের তুলনায় হাইড্রোজেন আড়াই গুণ দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

অংশীদারদের পরিচালিত জটিল গ্রাফ, এসকিউএল এবং বিপুল তথ্যনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পরীক্ষায় এটি সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৮ গুণ দ্রুত কাজ করেছে। একই সঙ্গে টোকেন ব্যবহার কমিয়েছে সর্বোচ্চ ২৩ শতাংশ। গুগল জানিয়েছে, জেমিনি ৪ হাইড্রোজেনে স্বয়ংক্রিয় কোডিং, বিভিন্ন ধরনের তথ্য বোঝার সক্ষমতা এবং জ্ঞানভিত্তিক কাজে উন্নতি আনা হয়েছে। এটি পিডিএফ, স্প্রেডশিট, চার্ট, ছবি, অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং বিশ্লেষণ করতে পারে। ফলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ব্যবহার করে প্রতিবেদনসহ নানা কাজের উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। মডেলটিতে যুক্ত করা হয়েছে চারটি থিংকিং লেভেল বা চিন্তার স্তর। এর মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ‘এক্সট্রা হাই’ স্তর। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কোনো কাজ সম্পন্ন করতে এআই কতটা গভীরভাবে চিন্তা করবে, তা নির্ধারণ করতে পারবেন। গুগলের দাবি, বিভিন্ন বেঞ্চমার্ক পরীক্ষায় হাইড্রোজেন ওপেনএআই ও অ্যানথ্রপিকের প্রতিদ্বন্দ্বী মডেলগুলোর সঙ্গে ভালো প্রতিযোগিতা করেছে। তবে বিজ্ঞান ও গণিত, কম্পিউটার ব্যবহার এবং টার্মিনাল-বেঞ্চ ৪.১-এর মতো কিছু ক্ষেত্রে এটি পিছিয়ে রয়েছে।




**গুগল সার্চেও আসছে পরিবর্তন**

গুগল সার্চের কার্যকারিতা উন্নত করতেও হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, নতুন মডেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর প্রশ্ন আরও ভালোভাবে বোঝা, দৃশ্যভিত্তিক উত্তর দেওয়া এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিংক আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

জেমিনি অ্যাপেও গবেষণা, লেখালেখি ও দৈনন্দিন উৎপাদনশীলতার কাজে মডেলটি সহায়তা করবে। পাশাপাশি জিমেইল ও গুগল ড্রাইভের মতো সংযুক্ত সেবা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীর অনুরোধ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

**এআইয়ের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি**

গুগলের দাবি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এআইয়ের সীমা অতিক্রম করার প্রবণতা জেমিনি ৪ হাইড্রোজেনে সর্বোচ্চ ৮১ শতাংশ কমেছে।

কোনো কাজের ক্ষেত্রে অনুমতি না থাকলে সেটি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও আগের তুলনায় অর্ধেক কমেছে বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সীমাবদ্ধতাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে অনুমতির নিয়ম মেনে চলার সক্ষমতা বাড়াতেই এ উন্নতি আনা হয়েছে।

**গুগলের বিভিন্ন সেবায় ব্যবহার করা যাবে**

জেমিনি অ্যাপ ও গুগল সার্চে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হচ্ছে জেমিনি ৪ হাইড্রোজেন। ডেভেলপাররা জেমিনি এপিআই, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ও গুগল এআই স্টুডিওর মাধ্যমে মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকরা জেমিনি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে এটি বেছে নিতে পারবেন। বিনামূল্যের জেমিনি ব্যবহারকারীরাও মডেলটি পাবেন। তবে নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্নের জন্য উপযুক্ত মনে হলেই অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাইড্রোজেন ব্যবহার করবে।

এ ছাড়া গুগল শিটসের জেমিনিতেও মডেলটি যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। শুরুতে এ সুবিধা পাবেন এআই প্রো ও আল্ট্রা সাবস্ক্রাইবাররা। সূত্র: সামা টিভি



# চ্যাটে না ঢুকেই মেসেজ পড়ার সুবিধা আনছে হোয়াটসঅ্যাপ

**আইটি ডেস্ক**

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি সুবিধা চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে মেটা মালিকানাধীন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি। নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কোনো চ্যাটে প্রবেশ না করেই বার্তার প্রিভিউ দেখা যাবে। ফলে মেসেজ পড়লেও প্রেরকের কাছে রিড রিসিপ্ট বা ব্লু টিক যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না।

পাশাপাশি চ্যাট না খুলেই কথোপকথন পরিচালনার জন্য বেশ কিছু কুইক অ্যাকশন ব্যবহারের সুযোগও যুক্ত হতে পারে। অনেক সময় হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এলেও ব্যবহারকারীরা সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিতে চান না। কিন্তু চ্যাট খুলে বার্তা পড়লে প্রেরক বুঝতে পারেন যে মেসেজটি দেখা হয়েছে। এতে উত্তর দিতে দেরি হলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে অনেকেই রিড রিসিপ্ট বন্ধ রাখেন।

তবে এতে অন্যের পাঠানো মেসেজ পড়া হয়েছে কি না, সেটিও জানা যায় না।

ব্যবহারকারীদের এই অসুবিধা দূর করতেই নতুন ফিচারটি নিয়ে কাজ করছে হোয়াটসঅ্যাপ। প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে চ্যাট প্রিভিউ সুবিধা যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

আইফোনে এ ধরনের সুবিধা আগে থেকেই থাকলেও অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য এটি আরও সহজভাবে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

**যেভাবে কাজ করবে চ্যাট প্রিভিউ**

নতুন ফিচারটি চালু হলে নির্দিষ্ট কোনো চ্যাটের ওপর কিছুক্ষণ আঙুল চেপে রাখলেই একটি প্রিভিউ উইন্ডো দেখা যেতে পারে। সেখানে কথোপকথনের সাম্প্রতিক বার্তাগুলো প্রদর্শিত হবে। চাইলে ওই উইন্ডোর মধ্যে স্ক্রল করে আগের মেসেজগুলোও পড়তে পারবেন ব্যবহারকারীরা।

এই সুবিধার বিশেষ দিক হলো, মেসেজ দেখতে মূল চ্যাটে প্রবেশের প্রয়োজন হবে না। ফলে প্রিভিউ উইন্ডো থেকে বার্তা পড়লেও কথোপকথনটি আনরিড বা না-পড়া অবস্থায় রাখার সুযোগ থাকতে পারে। এতে প্রেরকের কাছে ব্লু টিক পৌঁছানোর বিষয়টি এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

**চ্যাট না খুলেই করা যাবে একাধিক কাজ**

শুধু মেসেজ পড়ার সুবিধাই নয়, চ্যাট প্রিভিউয়ের সঙ্গে ‘কুইক অ্যাকশন’ নামে কয়েকটি কার্যকর অপশন যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর মাধ্যমে চ্যাটে প্রবেশ না করেই কোনো কথোপকথন রিড বা আনরিড হিসেবে চিহ্নিত করা, পিন করা, আর্কাইভ করা কিংবা মুছে ফেলা যাবে। এ ছাড়া ‘মোর অপশন’ থেকে চ্যাট লক করার সুবিধাও থাকতে পারে। ফলে ছোটখাটো কাজের জন্য বারবার আলাদা চ্যাটে প্রবেশ করতে হবে না। এতে একসঙ্গে একাধিক কথোপকথন পরিচালনা করা আরও সহজ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

**কবে চালু হবে ফিচারটি?**

নতুন সুবিধাটি কবে নাগাদ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেয়নি হোয়াটসঅ্যাপ। বিভিন্ন প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিচারটি বর্তমানে উন্নয়ন পর্যায়ে রয়েছে। এমনকি কবে থেকে বিটা সংস্করণের ব্যবহারকারীরা এটি পরীক্ষার সুযোগ পাবেন, তা-ও নিশ্চিত নয়।

ফিচারটি চূড়ান্তভাবে চালু হলে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের মেসেজ পড়া ও চ্যাট পরিচালনার অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত কোন কোন সুবিধা যুক্ত হবে, তা জানতে হোয়াটসঅ্যাপের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা করতে হবে।

# সাইবারট্রাক উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিলো টেসলা

**প্রযুক্তি ডেস্ক**

সাইবারট্রাক উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে আবারও কিছুটা সরে এসেছে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, আগামী বছরের মাঝামাঝি উৎপাদন বন্ধের পরিকল্পনা থাকলেও আরও কয়েক মাস সাইবারট্রাক উৎপাদন চালিয়ে যাবে টেসলা।

এর আগে নভেম্বরের শুরুতে মাস্ক জানিয়েছিলেন, টেক্সাসের গিগাফ্যাক্টরিতে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে সাইবারট্রাক উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেহেতু বর্তমানে এই কারখানাতেই সাইবারট্রাক তৈরি হয়, তাই ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে মডেলটির উৎপাদন কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

মাস্ক পরে জানান, সাইবারট্রাকের চাহিদা এখনো শক্তিশালী। তার দাবি, গাড়িটির অর্ডারের হার টেসলার বর্তমান উৎপাদনক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি।

ফলে উৎপাদন লাইন বন্ধ করার আগে যতটা সম্ভব বেশি সাইবারট্রাক তৈরির চেষ্টা করবে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রাথমিক ঘোষণার হিসাব অনুযায়ী, নভেম্বরের শুরু থেকে প্রায় আট মাস পর, অর্থাৎ ২০২৭ সালের জুনের দিকে সাইবারট্রাক উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। তবে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই সময়সীমা আরও কয়েক মাস বাড়ানো হচ্ছে।

এর ফলে আগামী বছরের গ্রীষ্মের শেষভাগ পর্যন্ত সাইবারট্রাক উৎপাদন চালু রাখার পরিকল্পনা করছে টেসলা। টেসলার সাইবারট্রাক উৎপাদন বন্ধের পর সংশ্লিষ্ট উৎপাদন সক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সি গাড়ি ‘সাইবারক্যাব’ তৈরিতে কাজে লাগানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন মাস্ক।

**সাইবারট্রাক এর বিশেষত্ব কী?**

গাড়ি পার্ক করে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন, নিচে ফোঁটা ফোঁটা তরল জমে আছে। এমন দৃশ্য দেখলে অনেক চালকই চিন্তায় পড়ে যান। ইঞ্জিনে সমস্যা হয়েছে, নাকি অন্য কোনো যন্ত্রাংশ থেকে তরল বেরিয়ে আসছে? তবে গাড়ির নিচে পানি জমলেই যে বড় কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে, তা নয়। অনেক সময় এটি গাড়ির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ। আবার কিছু ক্ষেত্রে এই তরল লিকেজ বড় দুর্ঘটনারও কারণ হতে পারে। তাই গাড়ির নিচে কী ধরনের তরল পড়ছে, তা চেনা জরুরি।

**এসি চালালে পানি পড়া স্বাভাবিক**

গরমের দিনে গাড়ির এসি দীর্ঘক্ষণ চালানোর পর নিচে স্বচ্ছ পানি জমতে দেখলে সাধারণত আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। গাড়ির এসির ইভাপোরেটর কয়েলে বাতাসের আর্দ্রতা ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হয়। এরপর ড্রেন পাইপ দিয়ে সেই পানি গাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে গাড়ি পার্ক করার পর নিচে পানির ছোট পুকুর দেখা যেতে পারে।

এই পানি সাধারণত স্বচ্ছ, গন্ধহীন এবং পাতলা হয়। এসি চালানোর পর এমন পানি পড়া স্বাভাবিক। শীতের সকালে বা ইঞ্জিন চালু করার পর সাইলেন্সার থেকেও সামান্য পানি বের হতে পারে। জ্বালানি পোড়ার সময় তৈরি হওয়া জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে তরলে পরিণত হলে এমনটা ঘটে।

**রঙিন তরল দেখলে সতর্ক হোন**

গাড়ির নিচে সবুজ, গোলাপি, নীল বা কমলা রঙের তরল জমলে সেটি কুল্যান্ট হতে পারে। ইঞ্জিনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কুল্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোথাও লিকেজ হলে ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে। ড্যাশবোর্ডে তাপমাত্রার সতর্কসংকেত জ্বলতে পারে, এমনকি ইঞ্জিনের বড় ক্ষতিও হতে পারে। এছাড়া ইঞ্জিন অয়েল বা গিয়ারবক্সের তরল লিক করলেও বিপদ হতে পারে। ইঞ্জিন অয়েল সাধারণত বাদামি বা কালচে এবং পিচ্ছিল হয়। গিয়ারবক্সের তরলের রং গাড়ির ধরন ও ব্যবহৃত তরল অনুযায়ী আলাদা হতে পারে। তাই শুধু রং দেখে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।

**ব্রেক অয়েল লিক সবচেয়ে বিপজ্জনক**

গাড়ির চাকার কাছাকাছি বা নিচে হালকা হলুদাভ, স্বচ্ছ ও পিচ্ছিল তরল দেখা গেলে ব্রেক ফ্লুইড লিকের আশঙ্কা থাকতে পারে। ব্রেক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করতে এই তরল কাজ করে। এটি কমে গেলে ব্রেক প্যাডেল নরম হয়ে যেতে পারে, ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে। এমন অবস্থায় গাড়ি চালানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

**জ্বালানির গন্ধ পেলে কী করবেন?**

গাড়ির নিচে পেট্রল বা ডিজেলের ফোঁটা দেখা গেলে কিংবা আশপাশে তীব্র জ্বালানির গন্ধ পাওয়া গেলে বিষয়টি খুবই গুরুতর। ফুয়েল ট্যাংক বা পাইপে ছিদ্র থাকলে আগুন লাগার ঝুঁকি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে গাড়ি স্টার্ট করবেন না। ধূমপান, আগুন বা স্পার্ক তৈরি হতে পারে এমন কাজ থেকেও দূরে থাকুন। নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে পেশাদার সহায়তা নিন।

**কখন মেকানিকের কাছে যাবেন?**

গাড়ির নিচে তরল পড়তে দেখলে প্রথমে খেয়াল করুন, সেটি স্বচ্ছ পানি নাকি তেলজাতীয় কিছু। তবে কোনো তরল হাত দিয়ে পরীক্ষা করবেন না। ইঞ্জিন গরম থাকা অবস্থায় কুল্যান্টের ঢাকনা খুলবেন না। কুল্যান্ট কমে যাওয়া, ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়া, ব্রেকের সমস্যা কিংবা জ্বালানির গন্ধ এসব লক্ষণ দেখা দিলে গাড়ি চালানো বন্ধ করে নিরাপদ স্থানে রাখুন।



# আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?

USBD VOICE নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

- Get your free Business number today.
- Unlimited Calling to US and Canada.
- Music on Hold.
- Virtual Auto Attendant.
- Receive and Call from anywhere in the world.
- and many more ....




*Tax and 3 years contract required.

CALL NOW 888-383-7188

Address: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

http://usbdvoice.com

## রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তুরস্ককে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থায় (ওআইসি) তুরস্কের অব্যাহত সমর্থন ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান এবং তাদের প্রত্যাবাসনের পক্ষে তুরস্কের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সহযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে দুই দেশের মধ্যে অংশীদারত্ব ও বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সাইডলাইনে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। তিনি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভি-ন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে কপ-৩১ সম্মেলন আয়োজনের জন্য তুরস্ককে অভিনন্দন জানান।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর ও বহুমুখী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।তিনি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি যৌথ বিনিয়োগের ওপর জোর দেন। এ ছাড়া দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ আলোচনা ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং খনিজ সম্পদ খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়।প্রধানমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাংলাদেশে তুরস্কের বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর সহযোগিতা ও অংশীদারত্বের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রতিমন্ত্রী-১ হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

## ১৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক রায়

২সালের আগস্টে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী দেশটির রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। ওই অভিযানে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। সহিংসতা ও নিপীড়নের মুখে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১৯ সালের নভেম্বরে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। গাম্বিয়ার অভিযোগ, রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত নৃশংসতা ১৯৪৮ সালের গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সনদের লঙ্ঘন এবং এসব কর্মকাণ্ড গণহত্যার শামিল।

মামলাটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার নয়। বরং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সনদের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য মিয়ানমার রাষ্ট্রের দায় রয়েছে কি না, সে বিষয়ে আদালতের আইনি সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জ্যেষ্ঠ আন্তর্জাতিক বিচারবিষয়ক পরামর্শক মারিয়া এলেনা ভিগনোলি বলেন, রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় ন্যায়বিচারের জন্য রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ সংগ্রামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তিনি বলেন, এই রায় বিশ্বকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেবে যে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে। মানবাধিকারকে সম্মান করে এমন দেশগুলোর উচিত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে, সংঘটিত নৃশংসতার বিচার নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, আগামী ১৯ নভেম্বর ঘোষিতব্য রায়টি হবে চূড়ান্ত। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ নেই। এর মধ্য দিয়ে গাম্বিয়া ও মিয়ানমারের মধ্যকার এই মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটবে। তবে আদালতের রায় রোহিঙ্গাদের বাস্তব জীবনে কতটা পরিবর্তন আনবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক চাপ এবং রায় বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপের ওপর। বাংলাদেশের জন্যও এই রায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ২০১৭ সালের সহিংসতার পর পালিয়ে আসা সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গাসহ বর্তমানে বিপুলসংখ্যক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাঁদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অন্যতম বড় মানবিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

## বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শাস্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অতীতে বিভিন্ন সরকারের আমলে দেখা গেছে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো সেই প্রবণতার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা তৈরি করছে। সংস্থাটির উপ-এশিয়া পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক বিতর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ ধরনের আলোচনা নিয়ে ভয় পাওয়ার কথা স্বৈরশাসকদের, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গঠিত কোনো সরকারের নয়। অতীতের দমন-পীড়নের অধ্যায় পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে সংঘটিত সহিংসতায় সহযোগিতার অভিযোগ, আওয়ামী লীগের সমর্থনে কথিত 'ধ্বংসাত্মক' কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা এবং ইসলামী পোশাক পরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে চাকরিচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্ত, পাঠদানের দায়িত্ব সীমিত করা এবং একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সদস্য ও সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত শত শত শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা তাঁদের শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে বলে উদ্বেগ জানিয়েছে সংস্থাটি।

এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত এক ডজনের বেশি শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চিঠিপত্র, টেলিভিশনে প্রচারিত একটি আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিও পর্যালোচনা করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারে বহিষ্কার, পরীক্ষার সনদ আটকে রাখা এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনাও উঠে এসেছে। সংস্থাটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের আগস্টে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের সদস্য হওয়ার অভিযোগে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত আরও ৪০৪ জন শিক্ষককে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগপন্থী এবং ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন না করা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাঁদের ক্লাস নিতে দেওয়া হচ্ছে না, গবেষণার কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রমও পরিচালনা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ২০টির বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন প্রশাসন ৪৪ জন শিক্ষককে তাঁদের দায়িত্ব পালন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। আরও ২৫ জন শিক্ষকের পাঠদানের দায়িত্ব সীমিত করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এসব প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার সময় স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য কোনো শৃঙ্খলাজনিত তদন্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছয়জন শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। আরও ১৪ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই ধরনের তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত, সাময়িক বরখাস্ত অথবা তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ৩৪ জন শিক্ষকের পদাবনতি ঘটানো হয়েছে কিংবা তাঁদের একাডেমিক কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিশন গঠন করলেও সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসম্মত শৃঙ্খলাবিধি অনুসরণ করেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

অন্যদিকে, ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত এবং আরও ১০ জনকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, তদন্ত প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া আরও ৮৫ জন শিক্ষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রতিবেদনে গুরুত্ব পেয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১২৬ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে এবং তাঁদের পরীক্ষার সনদ আটকে দেয়। কমিটির দাবি ছিল, ছবি, ভিডিও এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য থেকে এসব শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া পুলিশের কাছে দায়ের করা মামলায় আওয়ামী লীগপন্থী আরও ২৭৭ জন শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা না নিলেও গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় তাঁরা ক্যাম্পাসে আসা বন্ধ রেখেছেন বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন। অভিযুক্ত অনেক শিক্ষার্থী তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনো কার্যকর আনুষ্ঠানিক সুযোগ দেয়নি বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মশিউর রহমান। ২০১৭ সাল থেকে তিনি অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি টেলিভিশন আলোচনায় তিনি ছাত্র আন্দোলনকে অবৈধ, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বলে সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও পর্যালোচনা করে এমন বক্তব্যের কোনো প্রমাণ পায়নি বলে জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক পূর্বা ইসলামকে ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ওই মিছিলে স্লোগান দিয়ে শেখ হাসিনার কথিত দমন-পীড়ন, নির্যাতন ও গণহত্যাকে সমর্থনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে পর্যালোচিত ভিডিওতে তাঁকে স্লোগান দিতে দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

আরেকটি অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে তিনি 'গণহত্যায় উসকানি' দিয়েছিলেন। অধ্যাপক মশিউর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই বৈঠকটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সব উপাচার্যের সেখানে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ তাঁকে দেওয়া হয়নি বলে তিনি সংস্থাটিকে জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০২৬ সালের ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করে। বর্তমানে তিনি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগপন্থী একটি মিছিলে অংশগ্রহণের অভিযোগ। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার আগের দিন ওই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিশন মিছিলটিকে 'সন্ত্রাসী' মিছিল হিসেবে উল্লেখ করে। তবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ফেসবুক পেজে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট প্রকাশিত একটি ভিডিও বিশ্লেষণ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, সেখানে একদল মানুষকে ক্যাম্পাসে স্লোগান দিত দতে হাঁটতে দেখা যায়। ভিডিওতে সরাসরি কোনো সংঘর্ষের দৃশ্য নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক পূর্বা ইসলামকে ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ওই মিছিলে স্লোগান দিয়ে শেখ হাসিনার কথিত দমন-পীড়ন, নির্যাতন ও গণহত্যাকে সমর্থনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে পর্যালোচিত ভিডিওতে তাঁকে স্লোগান দিতে দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমেল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস বিভাগের অধ্যাপক ইয়াহিয়া খন্দকারকেও ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শেখ হাসিনার কথিত গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে অধ্যাপক ইয়াহিয়া খন্দকার হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানান, পুরো আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকায় পরিবারের সঙ্গে ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশের ওপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। তবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে তিনজন শিক্ষাবিদ দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন কারাগারে রয়েছেন এবং অন্য একজনের বিচার এখনো শুরু হয়নি। প্রতিবেদনে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে পুলিশের অভিযানে শত শত মানুষের নিহত হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। ওই আন্দোলনের মুখে শেখ হাসি-না দেশ ছাড়েন। পরবর্তী সময়ে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় ফিরে আসে। এর আগে ২০২৫ সালের মে মাসে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছিল।

এইচআরডব্লিউ বলছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। অতীতে ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া এবং অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, পূর্ববর্তী সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে সমর্থন করার কারণে কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা প্রমাণ করবে যে দেশে মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতা যথাযথভাবে সুরক্ষিত নয়। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত এমন জায়গা, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে; কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সরকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের প্রতিষ্ঠান নয়।

## বাংলাদেশ থেকে হজ করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের হজের কোটা আরও ৫,০০০ বৃদ্ধি করেন। এর ফলে ২০২৭ সালের জন্য মোট কোটা দাঁড়ালো ৮৩ হাজার ৫০০ জনে।

উল্লেখ্য, বিগত বছরে বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা মিলিয়ে সর্বমোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালন করেন। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের বিষয়ে ধর্মমন্ত্রী আরও জানান, হজ কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের মীনায় তাঁবুর ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে।

তবে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে অন্য কোনো দেশ যদি তাদের নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী হজযাত্রী পাঠাতে না পারে কিংবা কোনো দেশের কোটা বাতিল হয়, তবে সে কোটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টি আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করা হবে।

তিনি বলেন, সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'তোমাদের (বাংলাদেশের) জন্য যা করার দরকার আমরা করব।' সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ এবং ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রশংসা করে সৌদি সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ধর্মমন্ত্রী।

একই সাথে হজ কোটা বৃদ্ধি ও সার্বিক সহায়তার জন্য সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. তৌফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়াহ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ. বিন আবিয়াহসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ধর্মমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও সেবামুখী করতে নিরলসভাবে কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন ধর্মমন্ত্রী। মহান আল্লাহর মেহমানদের সেবার মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকারের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সৌদি হজ ও ওমরাহ সহকারী মন্ত্রী ড. আল হাসান আল মোনাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আয়াতুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ. বিন আবিয়াহ, সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দেলোয়ার হোসেন, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মো. সাখাওয়াত হোসেন, কাউন্সিলর (হজ) মো. কামরুল ইসলামসহ বাংলাদেশ এবং সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

## ব্রুকলিনে তিনতলা ভবন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিকোল ড্যানিয়েলা সালভাদা রদ্রিগেজ এবং কেভিন সান্তিয়াগো রেয়েস গঞ্জালেজ। নিহত অন্য ছয়জনের বয়স ২২ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে দুজন নির্মাণশ্রমিক ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ নিহত আটজনের পরিচয় প্রকাশ করে।

দুর্ঘটনার পরপরই প্রায় ২৫০ জন অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি চিকিৎসাকর্মী ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন।

ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারে বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুর, ক্যামেরা ও ভারী সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে উদ্ধার অভিযান শেষ করার ঘোষণা দেয় FDNY| এদিকে ভবনধসের ঘটনায় নির্মাণকাজের নিরাপত্তা ও সরকারি তদারকি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংসের তথ্য অনুযায়ী, পাশের নির্মাণস্থলে এর আগে নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের কারণে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি দুর্ঘটনার কারণ উদ্?ঘাটন এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবারের তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত ১৬০টির বেশি নির্মাণস্থলে নিরাপত্তা পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বাধীন প্রকৌশল তদন্তের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলের পাশের তিনটি ভবন খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সহায়তায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নগর কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পুরোনো আবাসিক ভবনের পাশে গভীর খননকাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর নজরদারির দাবি উঠেছে।

## আমদানি ও নিত্যপণ্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জ্বালানি চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ আমদানিনির্ভর। অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত জ্বালানি এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির অর্থ পরিশোধ করতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি কিংবা আমদানির পরিমাণ বেড়ে গেলে ডলারের চাহিদাও বাড়তে পারে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলোকে আমদানিকারকদের জন্য অতিরিক্ত ডলার সংগ্রহ করতে হয়। একই সময়ে রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় কম হলে বিনিময় হারের ওপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ তৈরি হতে পারে।

ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতন হলে একই পরিমাণ পণ্য আমদানিতে বেশি টাকা ব্যয় করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক লাখ ডলারের পণ্য আমদানিতে প্রতি ডলার ১২২ টাকা হলে ব্যয় দাঁড়ায় ১ কোটি ২২ লাখ টাকা। একই ডলারের দাম ১২৫ টাকা হলে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ শুধু বিনিময় হারের পরিবর্তনেই অতিরিক্ত তিন লাখ টাকা প্রয়োজন হয়।

এই বাড়তি ব্যয় ব্যবসায়ীরা পণ্যের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করলে ভোক্তাদের ওপর চাপ বাড়তে পারে।

বিশেষ করে ভোজ্যতেল, ডাল, গম, চিনি, শিল্পের কাঁচামাল এবং আমদানিনির্ভর অন্যান্য পণ্যের বাজারে এর প্রভাব দেখা দিতে পারে। ১১ নভেম্বর প্রকাশিত দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ নভেম্বর কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে প্রতি ডলার ১২৫ টাকা ১০ পয়সা থেকে ১২৫ টাকা ১৫ পয়সা দরে কিনেছে। একই সময়ে আমদানির ঋণপত্র বা এলসি নিষ্পত্তিতে প্রতি ডলারের দাম ছিল ১২৪ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ১২৪ টাকা ৯৭ পয়সা। গত তিন মাসে ডলারের দাম ২ টাকা ৩০ পয়সার বেশি বেড়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১ নভেম্বর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আন্তব্যাংক বাজারে ডলারের গড় বিনিময় হার ছিল ১২৪ টাকা ৬৫ পয়সা। অর্থাৎ সব ধরনের ব্যাংকিং লেনদেনে ডলারের দাম ১২৫ টাকা ছাড়ায়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে সামগ্রিক আমদানি ব্যয় ১৫ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে পেট্রোলিয়াম আমদানি ব্যয় আগের বছরের ২৩৩ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২৯৮ কোটি ডলারে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের নভেম্বর মাসে প্রায় ৮০ কোটি ডলারের আমদানি বিল পরিশোধের প্রয়োজন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। পেট্রোবাংলার আমদানি দায়ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়াচ্ছে। ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ১২ কোটি ২০ লাখ ডলার বিক্রি করেছে। তবে ব্যাংকারদের বক্তব্য অনুযায়ী, বাজারে বাড়তি চাহিদার তুলনায় এই সরবরাহ যথেষ্ট হয়নি।

অন্যদিকে অক্টোবর মাসে ব্যাংকগুলো ৭৩২ কোটি ডলারের নতুন আমদানি ঋণপত্র খুলেছে এবং ৫৯৫ কোটি ডলারের এলসি নিষ্পত্তি করেছে। রমজান সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি বাড়লে ডলারের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, টাকার দরপতনের প্রভাব বাজারে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। আমদানির চুক্তিমূল্য, আন্তর্জাতিক বাজারদর, শুল্ক, পরিবহন ব্যয় এবং ব্যবসায়ীদের মজুত পরিস্থিতির ওপর খুচরা মূল্য নির্ভর করে। তবে ডলারের উচ্চমূল্য দীর্ঘস্থায়ী হলে আমদানিনির্ভর পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে। এতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি, আমদানি ব্যয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং বিনিময় হার সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

## শেখ হাসিনা নতুন পাসপোর্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা উচিত। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশ ছাড়ার পর ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। রয়টার্স জানিয়েছে, দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক মিশনের সঙ্গে তাঁর পক্ষ থেকে এটিই প্রথম জানা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। এর আগে শেখ হাসিনা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, তিনি ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফিরে এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। তাঁর দেশে ফেরার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন পাসপোর্টের আবেদনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে শেখ হাসিনাকে নতুন পাসপোর্ট দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ভিন্ন। সরকার জানিয়েছে, তাঁকে সাধারণ যাত্রীর মতো নতুন পাসপোর্ট দিয়ে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়া হবে না। বরং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর বিষয়টি তাঁর বিরুদ্ধে চলমান আইনগত প্রক্রিয়া ও দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে নতুন পাসপোর্ট ইস্যুর আবেদনও আইন ও প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে বিবেচনা করা হচ্ছে। শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে। তাঁর দেশে ফেরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

## যুক্তরাষ্ট্রে ১২.৭ কোটি ডলারের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ল্যাম্পার্ট বলেন, ঘুষ দেওয়া এবং বাস্তবে সরবরাহ না করা সেবার জন্য বিল জমা দেওয়া কোনো রোগীর সেবা নয়; বরং এটি এমন কর্মসূচি থেকে অর্থ চুরি, যার ওপর অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ নির্ভরশীল।

এফবিআইয়ের নিউইয়র্ক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক জেমস সি. বার্নাকল বলেন, সরকারি অর্থের অপব্যবহার করে পরিচালিত বড় ধরনের স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, আইআরএসের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগের প্রধান জ্যারড কুপম্যান বলেন, এ ধরনের প্রতারণা রোগীদের সেবা ব্যাহত করে, করদাতাদের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ায় এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, ৫৭ বছর বয়সী ড্যানিয়েল লি নিউইয়র্কের ফ্লাশিং এলাকায় পরিচালিত দুটি সামাজিক প্রবীণ দিবাযত্ন কেন্দ্রহ্যাপি লাইফ ইনকরপোরেটেড এবং জেডঅ্যান্ডডব্লিউ এম্পায়ার এন্টারপ্রাইজ ইনকরপোরেটেডের অধীনে পরিচালিত রয়্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ছিলেন।

প্রায় ১০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠান দুটি মেডিকেইড সুবিধাভোগীদের নিজেদের কেন্দ্রে নিবন্ধিত করতে অবৈধভাবে নগদ অর্থ ও ঘুষ দিত। এরপর বাস্তবে সরবরাহ না করা সেবার জন্য মেডিকেইডের কাছে বিল জমা দেওয়া হতো।

কিছু ক্ষেত্রে এমন সময়েও দিবাযত্ন সেবা দেওয়ার দাবি করে বিল জমা দেওয়া হয়েছিল, যখন সংশ্লিষ্ট মেডিকেইড সুবিধাভোগীরা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ফলে তাঁদের পক্ষে ওই সেবা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

একই সময়ে লি ও তাঁর সহযোগীরা সংশ্লিষ্ট একটি ফার্মেসির মাধ্যমে মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড সুবিধাভোগীদের ঘুষ দিতেন। ওই ফার্মেসি চিকিৎসাগতভাবে অপ্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশন ওষুধের জন্যও দাবি জমা দিত।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হ্যাপি লাইফ কেন্দ্রে তল্লাশি চালিয়ে এক লাখ ডলারের বেশি নগদ অর্থ উদ্ধার করে। এ ছাড়া ব্যাংক হিসাবে থাকা জালিয়াতির মাধ্যমে অর্জিত প্রায় ৯ লাখ ডলারও জব্দ করা হয়।

ড্যানিয়েল লি স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতির ষড়যন্ত্র এবং অর্থপাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন। আগামী ২ মার্চ ২০২৭ তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে। এসব অভিযোগে তাঁর সর্বোচ্চ ৩০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাজা নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট আইনি বিষয় বিবেচনা করে ফেডারেল আদালতের বিচারক চূড়ান্ত সাজা নির্ধারণ করবেন।

## নিউইয়র্কে ন্যাশনাল ইমিগ্র্যান্টস

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে সাতজন কৃতী অভিবাসীকে।সম্মাননা পেয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ক্যারেন গোপ, কুইন্স কাউন্টি সারোগেটস কোর্টের বিচারক ক্যাসান্দ্রা এ. জনসন, রিয়েল এস্টেট খাতের নেতা রব চৌধুরী, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) ইন্সপেক্টর আদিল রানা ও ইন্সপেক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ, জ্যাকসন হাইটস ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শিব দাস এবং চিকিৎসক ও কমিউনিটি নেতা ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এবং নিউ জার্সির ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপের কাউন্সিলওম্যান শেপা উদ্দিনসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বক্তৃতায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশি অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

রব চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক কর্মকাণ্ডে,বিশেষ করে রাজনীতিতে, বাংলাদেশিদের আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে সবাইকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচন সামনে রেখে কয়েকজন প্রার্থী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি নেতা, মিডিয়া কর্মী, সফল পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী নারী-পুরুষেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।

নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে অভিবাসীরা অর্থনীতি, জনসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের পেশাগত সাফল্য ও কমিউনিটির প্রতি অবদান তুলে ধরার মাধ্যমে এ ধরনের আয়োজন অভিবাসীদের অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি জোরদারে ভূমিকা রাখতে পারে।

## কপ-৩১ সম্মেলনে তিন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রদায়ের এখন শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল অর্জনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে জলবায়ু অর্থায়নের কথা তুলে ধরেন ড. খলিলুর রহমান। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, সহনশীলতা বাড়ানো এবং জলবায়ুজনিত দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় পূর্বানুমেয় ও সহজলভ্য অর্থায়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশ ও জনগোষ্ঠীর কাছে যেন প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কার্যকরভাবে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এতে এসব দেশ ও জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে পারবে। তৃতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে মানুষের জীবন রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি। এ জন্য আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা, দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সুরক্ষায় আরও বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ড. খলিলুর রহমান বলেন, চরম আবহাওয়া ও অন্যান্য জলবায়ুজনিত দুর্যোগের সরাসরি প্রভাব ইতোমধ্যে যেসব জনগোষ্ঠী মোকাবিলা করছে, তাদের সুরক্ষায় এসব বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি বলেন, আন্তর্জাতিক জলবায়ু কার্যক্রমে এমন বাস্তব পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা একই সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করবে এবং বিশ্বকে কম কার্বন নিঃসরণ ও জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত এগিয়ে নেবে। ২০১৫ সালে গৃহীত প্যারিস চুক্তি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সীমিত রাখা, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানো এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা জোরদারের একটি বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করে।

## জ্যাকসন হাইটসে সাংবাদিকদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ আটক সাংবাদিকদের মুক্তি এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, স্বাধীন সাংবাদিকতা গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সংবাদ সংগ্রহ, তথ্য প্রকাশ এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আয়োজকদের বক্তব্যে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন মামলা, গ্রেপ্তার এবং পেশাগত নিরাপত্তার বিষয়গুলো উঠে আসে। তাঁদের দাবি, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পেশাগত দায়িত্ব পালন ও অপরাধের অভিযোগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা জরুরি।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে তাঁর মুক্তির দাবি জানান। পাশাপাশি অন্য আটক সাংবাদিকদের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বক্তারা বলেন, কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা প্রচলিত আইন ও যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তাঁরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এবং এ ধরনের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

তবে মানববন্ধনে উত্থাপিত এসব বক্তব্য আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব দাবি। সংশ্লিষ্ট মামলার অভিযোগ, প্রমাণ ও আইনগত অবস্থার স্বাধীন বিচারিক মূল্যায়ন হিসেবে এগুলো বিবেচ্য নয়।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক পিনাকি তালুকদার।

সমাবেশে বক্তব্য দেন কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দীলিপ নাথ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক মহাসচিব শাবান মাহমুদ, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি লাবলু আনসার, সাংবাদিক সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, শিতাংশু গুহ, সুমী খান এবং মানবাধিকারকর্মী ও কমিউনিটি নেতারা।

মানববন্ধনের ব্যানারে ইকবাল সোবহান চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, শ্যামল দত্ত, মোজাম্মেল বাবু এবং সাংবাদিক দম্পতি শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপার ছবি প্রদর্শন করা হয়।

বক্তারা এসব সাংবাদিকের মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। তাঁরা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সভাপতির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাব দেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের পরিস্থিতি, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্বাধীনতার বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার কথা বলেন তিনি। বক্তারা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ দাবি করেন।

আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টসের (আইএফজে) ৬ নভেম্বর প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুসংক্রান্ত মামলার তদন্তে ৫ নভেম্বর ঢাকার একটি আদালত ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। সংগঠনটি তাঁর গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে পৃথক একটি কর্মসূচিতে কয়েকজন বিক্ষোভকারী ইকবাল সোবহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এসব দাবি ও পাল্টা দাবি বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত অপরাধ বা নির্দোষতার সিদ্ধান্ত নয়।

নিউইয়র্কের মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুযোগ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা বন্ধ এবং আটক ব্যক্তিদের আইনগত অধিকার রক্ষার আহ্বান জানান।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও অপরাধের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তড়উভয় বিষয়ই আইনের শাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে কোনো ব্যক্তির পেশাগত পরিচয় যেমন তাঁকে আইনগত জবাবদিহির বাইরে রাখে না, তেমনি অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারও খর্ব করা যায় না।

## ২৮-২৯ ডিসেম্বর শেরাটন হোটেলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্ক, বিনিয়োগের সুযোগ এবং পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে এনআরবি ওয়ার্ল্ডের সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান তরিক, প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম, পরিচালক আনিসুল কবির জাসির, পরিচালক রেহান রেজা এবং আঞ্চলিক পরিচালক সুমাইয়া জামান উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন সামিটের লক্ষ্য, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। আয়োজকরা জানান, এনআরবি ওয়ার্ল্ডের উদ্যোগে আয়োজিত এ সম্মেলন প্রবাসী বাংলাদেশিদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেধা ও বিনিয়োগকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

## আদালতের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করে আদালতের সুরক্ষা আদেশের উদ্দেশ্যকে পাশ কাটানো হচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর অনুসন্ধানে এমন ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে, যাঁরা প্রত্যাবাসনের পর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন। কেউ আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, আবার কারও অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। একটি ঘটনায় ঘানায় আটক থাকা এক নারীকে সেনেগালে ফেরত পাঠানোর কথা জানানো হলে তিনি চরম আতঙ্কের মধ্যে পড়েন। প্রতিবেদনে তাঁর আত্মক্ষতির চেষ্টার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেনেগালে পাঠানো হয়।

অন্য এক ঘটনায় সাবেক এক রাজনৈতিক বন্দী জানিয়েছেন, নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর আশঙ্কা তাঁর জীবনে গভীর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, প্রত্যাবাসনের আগে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের নির্যাতন বা নিপীড়নের আশঙ্কা আদালতে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে।

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট সার্কিট আপিল আদালত তৃতীয় দেশে প্রত্যাবাসনের আগে অভিবাসীদের সম্ভাব্য নির্যাতন সম্পর্কে আপত্তি জানানোর কার্যকর সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

আদালত শুধু সংশ্লিষ্ট দেশের কূটনৈতিক আশ্বাসের ওপর নির্ভর করার বিষয়ে প্রশাসনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান হলো, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবাসিত ব্যক্তিদের পরবর্তী অবস্থান বা অন্য দেশে স্থানান্তরের ওপর মার্কিন সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রশাসন তৃতীয় দেশে প্রত্যাবাসনকে অভিবাসন আইন কার্যকরের একটি বৈধ ব্যবস্থা হিসেবেও সমর্থন করে আসছে।

অন্যদিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বক্তব্য, কোনো ব্যক্তিকে তৃতীয় দেশে পাঠানোর পর তিনি নির্যাতনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশে ফেরত যেতে বাধ্য হলে সংশ্লিষ্ট সরকারের দায়িত্বের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আন্তর্জাতিক শরণার্থী ও মানবাধিকার আইনে নন-রিফাউলমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এর মূল কথা হলো, কোনো ব্যক্তিকে এমন স্থানে ফেরত পাঠানো যাবে না, যেখানে তিনি নির্যাতন বা নির্দিষ্ট ধরনের গুরুতর নিপীড়নের বাস্তব ঝুঁকিতে পড়বেন।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সরাসরি না পাঠিয়ে অন্য দেশের মাধ্যমে একই পরিণতি ঘটানো হলে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন উঠতে পারে।

তবে প্রতিটি ঘটনার আইনি দায় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতের আদেশ, প্রত্যাবাসন চুক্তি, মার্কিন কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং বিদেশি সরকারের সিদ্ধান্ত পৃথকভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এটি ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন কার্যক্রম নিয়ে প্রথম বিচারিক বিতর্ক নয়।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রয়টার্সের এক অনুসন্ধানে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালত হাজার হাজার ঘটনায় ওঈঊ-এর অভিবাসী আটককে বেআইনি বলে রায় দিয়েছেন। ওই অনুসন্ধানে ৪ হাজার ৪০০টির বেশি আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উঠে আসে।

এ ছাড়া ভেনেজুয়েলার অভিবাসীদের এল সালভাদরে পাঠানো নিয়ে আদালতের আদেশ মানা হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে বিচারিক অনুসন্ধান ও সম্ভাব্য অবমাননার কার্যক্রমও আলোচনায় রয়েছে।

সর্বশেষ অনুসন্ধান যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের নির্দেশনার কার্যকারিতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে।

অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলোর মতে, আদালতের সুরক্ষা আদেশ কার্যকর না হলে আশ্রয়প্রার্থী ও প্রত্যাবাসনের মুখোমুখি ব্যক্তিদের আইনি নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

অন্যদিকে প্রশাসনের সমর্থকদের যুক্তি, অভিবাসন আইন কার্যকর এবং যাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার আইনগত অনুমতি নেই, তাঁদের প্রত্যাবাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা প্রয়োজন।

তবে অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা ও আদালতের বাধ্যতামূলক নির্দেশ পালনের দায়িত্ব দুটি পৃথক বিষয়। কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ আদালতের আদেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিচারিক প্রক্রিয়া রয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের অনুসন্ধান সামনে আসার পর এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আদালতের সুরক্ষা থাকা ব্যক্তিদের তৃতীয় দেশের মাধ্যমে নিজ দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে মার্কিন কর্মকর্তারা কী জানতেন, তাঁদের কী দায়িত্ব ছিল এবং সংশ্লিষ্ট আইনি বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছিল কি না।

# নিউইয়র্কে নারী উদ্যোক্তাদের মিলনমেলা ‘বাংলার গল্প’, দেশীয় পণ্যের জমজমাট প্রদর্শনী

**নিউইয়র্ক**

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘বাংলার গল্প’ শীর্ষক পণ্য প্রদর্শনী ও সেমিনার। গত ৭ নভেম্বর জ্যামাইকার আল-আকসা পার্টি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তারা তাঁদের তৈরি ও বিপণন করা বিভিন্ন দেশীয় পণ্য প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি ব্যবসায়িক কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে আয়োজনটি উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে।

ঐবৎ জরংব খখঈ এবং ডড়সবহ ধহফ ঊ-ঈড়সসবৎপব-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে দেশীয় পোশাক, গয়না, হস্তশিল্প, বুটিকস সামগ্রীসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য স্থান পায়। প্রবাসে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিচিতি বাড়ানো ছিল আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া উদ্যোক্তারা নিজেদের পণ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পান। দেশীয় নকশা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও হাতে তৈরি সামগ্রীর প্রদর্শনী প্রবাসে বাংলাদেশের সৃজনশীল শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসে।

পণ্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি আয়োজিত সেমিনার ও ব্যবসায়িক কর্মশালা ছিল অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব আয়োজনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনা, বাজার সম্প্রসারণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়গুলো সামনে আসে।

প্রবাসে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে পণ্যের প্রচার, ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো, অনলাইন বিপণন এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ‘বাংলার গল্প’-এর মতো আয়োজন উদ্যোক্তাদের জন্য নিজেদের পণ্য পরিচিত করার পাশাপাশি নতুন ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রদর্শনী ও সেমিনারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। দেশীয় পণ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার এই উদ্যোগ প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছেও ঐতিহ্যকে পরিচিত করার সুযোগ তৈরি করে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অংশগ্রহণ ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। বিশেষ করে পোশাক, গয়না, বুটিকস, খাবার ও অনলাইনভিত্তিক ব্যবসায় নারীদের উদ্যোগ প্রবাসী কমিউনিটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

‘বাংলার গল্প’ প্রদর্শনী সেই সম্ভাবনার একটি উদাহরণ। এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত হলে প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী পণ্যের পরিচিতি আরও বাড়তে পারে।

আয়োজকদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ‘বাংলার গল্প’ শুধু একটি পণ্য প্রদর্শনী নয়, বরং প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক পরিচিতি, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার একটি মিলনমেলা হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে।

# জ্যাকসন হাইটসে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন, বিএনপির বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণ

**নিউইয়র্ক**

আলোচনা সভা ও তোবারক বিতরণের আয়োজন; বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও প্রবাসে সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও তোবারক বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য এবং প্রবাসে দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিএনপির রাজনৈতিক ইতিহাসে দিনটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তাঁরা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ভূমিকা ও অবদান স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের বিষয়গুলো আলোচনায় আসে। বক্তারা প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিউইয়র্কে জাতীয় দিবস, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও স্মরণসভাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠন নিয়মিত সভা-সমাবেশ আয়োজন করে থাকে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবাসী নেতাকর্মীরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া এবং বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলমসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

বক্তারা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

তাঁদের বক্তব্যে জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। তাঁরা দিবসটিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন।

দিনের কর্মসূচি শুরু হয় বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে। পরে অতিথিরা রঙিন বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জ্যাকসন হাইটসের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় মূল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা সারোয়ার খান বাবুর সঞ্চালনায় সভায় দলটির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।

আলোচনা শেষে দুস্থ মানুষের মধ্যে খাবার ও তোবারক বিতরণ করা হয়।

এদিকে একই দিবস উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারেও পৃথক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার ও মোতাহার হোসেন।

নিউইয়র্কে আয়োজিত এসব কর্মসূচিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় স্মরণ করার পাশাপাশি প্রবাসে দলীয় কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়টি আলোচনায় আসে।

# নিউইয়র্কে শ্রমিক হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সমাবেশ




**নিউইয়র্ক**

বাংলাদেশে শ্রমিক হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নিউইয়র্কে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ। রোববার, ৮ নভেম্বর বিকেল ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. মনজুর চৌধুরী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুয়েল আহমেদ।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশে শ্রমিক হত্যা ও নির্যাতন বন্ধ, শ্রমিকদের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। একই সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা এবং তাঁদের আইনগত ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান তাঁরা। বক্তারা বলেন, দমন-পীড়ন চালিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ (পূর্বাঞ্চল)-এর আহ্বায়ক ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ফারুক হোসাইন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা আব্দুর রহিম বাদশা, কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সমন্বয়কারী ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ (পূর্বাঞ্চল)-এর যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক এবং আব্দুল হাসিব মামুন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন জয়নাল; বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন তালুকদার, শওকত আকবর রিচি, খুরশীদ আনোয়ার বাবলু, জাকির হোসেন হিরু ভূঁইয়া, ইসমাইল খান আনসারী ও সাইদুর রহমান সাঈদ। বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকির হোসেন হিরু ভূঁইয়া সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সহসভাপতি। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঠিকানার সাবেক সম্পাদক মো. ফজলুর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার আলী, আওয়ামী লীগ নেতা আক্তার হোসেন এবং সংগঠনটির শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক এম. এ. করিম জাহাঙ্গীরও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য অতিথির মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও বাংলাদেশ যুবলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মো. মিনহাদুজ্জামান লিটন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য আতাউল গনি আসাদ ও আলী হোসেন গজনবী।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল; শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম আতিক; আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী; অধ্যাপক হোসনে আরা ও অধ্যাপক খালেকুজ্জামান খালেক; মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহনাজ মমতাজ।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুলাল বিল্লা, মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবু বকর সিদ্দিক খান এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হোসেনও সমাবেশে অংশ নেন। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি টি. মোল্লা, খান শওকত ও সাইদুল ইসলাম সাঈদ; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মইজুর লস্কর জুয়েল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন কুণ্ডু।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক নেতা শেখ জামাল হুসেন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন জয় (জেড. এ. জয়), সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ. মিয়া এবং সাবেক সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম। আরও ছিলেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হেলাল মিয়া এবং আওয়ামী লীগ নেতা রহিমুল এইচ. প্রধান।

সমাবেশে কবি সালেহা খাতুন, রেহানা আবেদীনসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা, মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি পুনর্ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে।



# আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা

**সুব্রত চৌধুরী**

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজে) উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার সিটির ফেয়ার মাউন্ট অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সার্বিক সহযোগিতায় এ সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবাস জীবনে পাসপোর্ট ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিপত্র হালনাগাদ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনে এসব নথির প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হয়। কিন্তু কনস্যুলার সেবা নিতে অনেক সময় দূরের কোনো স্টেটের কনস্যুলেট বা মিশনে যাতায়াত করতে হয়, যা প্রবাসীদের জন্য সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। সেই ভোগান্তি কমাতেই আটলান্টিক সিটিতে ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবার আয়োজন করা হয়।

সকাল থেকেই বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি কনস্যুলার সেবা গ্রহণের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে অপেক্ষা করতে থাকেন। নির্ধারিত সময়ে আয়োজকদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম শুরু হয়।

ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবার আওতায় বাংলাদেশি ডিজিটাল পাসপোর্টের আবেদন, এলাইড সার্টিফিকেট, দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদের আবেদন, বাংলাদেশের বিভিন্ন সনদপত্র সত্যায়ন, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) সিলসহ বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা গ্রহণ করেন বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি।

এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান সেবা গ্রহণকারী প্রবাসীরা। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও আটলান্টিক সিটিতে এ ধরনের কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক।

## সিডনিতে

# অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের ১০ম বর্ষপূর্তি

**খবর ডেস্ক**

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আগামী ২০ ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হবে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের (এবিপিসি) ১০ম বর্ষপূর্তি ও বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস।

সিডনির আরস্কিনভিলে অবস্থিত সিডনি পার্ক প্যাভিলিয়নে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে এ অনুষ্ঠান।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা অংশ নেবেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতার চেতনা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন অতিথিরা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে ঐক্য, পেশাগত সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করছে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা গণমাধ্যমে তুলে ধরতেও ভূমিকা রাখছে সংগঠনটি।

# মালয়েশিয়ার বাতু কেভসে শাড়িতে চার বাঙালি তরুণী



**খবর ডেস্ক**

মালয়েশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র বাতু কেভসে ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশি চার তরুণী কবিতা, প্রজাপতি, সানজি ও তন্বী। ছবি : এনটিভি

মালয়েশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র বাতু কেভসে ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশি চার তরুণী কবিতা, প্রজাপতি, সানজি ও তন্বী। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও উদযাপনের উদ্দেশ্যেই তাদের এই বিশেষ আয়োজন। শাড়ির ঐতিহ্যবাহী বাঙালিয়ানা ও বাতু কেভসের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মেলবন্ধনে তোলা ছবিগুলোতে ফুটে উঠেছে দেশের সাজ ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ। সুদূর মালয়েশিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়েও বাঙালি পোশাকের প্রতি তাদের এই টান ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করেছে। এনটিভি অনলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তারা বলেন, শাড়ি বাঙালি নারীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রবাসে অবস্থান করলেও এই শাশ্বত ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা আগের মতোই অটুট রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট উৎসব না থাকা সত্ত্বেও শাড়ি পরিধান করলে দেশের সংস্কৃতি ও শেকড়ের সঙ্গে এক অন্যরকম আত্মিক সংযোগ অনুভব করেন তারা।

তারা আরও বলেন, বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা আনন্দের পাশাপাশি অত্যন্ত গর্বের। একইসঙ্গে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঙালি পোশাক ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। মালয়েশিয়ার বাতু কেভসের সিঁড়িতে শাড়ি পরা এই চার তরুণীর উপস্থিতি প্রবাসের মাটিতে যেন রূপ নিয়েছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। দেশ থেকে দূরে থাকলেও যে হৃদয়ে শেকড়ের টান সবসময় অটুট থাকে, তাদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ সেই বার্তাই বহন করে।

# দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

**খবর ডেস্ক**

যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা আয়োজন ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গত শনিবার (৭ নভেম্বর) জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন করেছে কাতারস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। সকাল দশটায় দূতবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ হযরত আলী খান। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও ৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সব শহীদ এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন ও তাঁদের রুহের মাগফিরাত করে দেশের শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের কর্মকর্তা যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সরদার ইশতিয়াক আহমেদ এবং মোহাম্মদ মাশহুদুল কবির। এ সময় ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য নিয়ে নির্মিত দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। দূতাবাস প্রধান বারিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা পর্বে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন কাতারের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. হাসান মাহমুদ। তিনি ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় সিপাহী-জনতার ঐক্যের তাৎপর্য তুলে ধরেন। আলোচনা পর্বে মোহাম্মদ আবু সাইদ, শরিফুল হক সাজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, একেএম আমিনুল হক, সালেহ আহমেদ খোকন, শাহজাহান সাজু, জিহাদ নূর চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া, শফিকুল ইসলাম, ইসমাইল মনসুর, বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল এন্ড কলেজ-এর অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। বক্তারা ৭ই নভেম্বরের চেতনা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব এবং দেশ গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।



সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বরের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, সিপাহী-জনতার ঐক্যবদ্ধ চেতনাই জাতিকে সংকট উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল। তিনি সেই ঐক্য ও সংহতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার পাশাপাশি স্বাগতিক দেশ কাতারের আইন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশ স্কুল-এর শিক্ষার্থী, প্রবাসী বাংলাদেশি সংস্কৃতিকর্মী এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। সবশেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।




USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

# ডাচেস অব এডিনবরার উপস্থিতিতে বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ৭৫ বছর উদযাপন

**সুস্মিতা সাহা, ঢাকা**

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রমের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এ উপলক্ষে ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের কার্যালয়ে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে সংস্থাটির দীর্ঘদিনের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়।

১৯৫১ সালে ঢাকায় প্রথম কার্যালয় চালুর পর থেকে বাংলাদেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রসার এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করে আসছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রজন্মের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিল্পী, উদ্যোক্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যুক্ত হয়েছেন।

৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের সঙ্গে যুক্ত সাবেক শিক্ষার্থী, চেঞ্জমেকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং অংশীদাররা অংশ নেন। এবারের আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন হার রয়্যাল হাইনেস সোফি, ডাচেস অব এডিনবরা। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এ উদযাপনে যোগ দেন।

সফরকালে ডাচেস অব এডিনবরা নারী ক্ষমতায়ন, 'গ্রিন অন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ' বা সবুজ উদ্যোক্তা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করা তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাঁদের উদ্যোগ, কাজ ও অভিজ্ঞতার কথা শোনেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান।

এ সময় ডাচেস অব এডিনবরাকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'ইয়াং লার্নার আর্ট কম্পিটিশন'-এর একজন বিজয়ীর আঁকা একটি চিত্রকর্ম উপহার দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক 'শু বিং স্পেস আর্ট রেসিডেন্সি কম্পিটিশন ২০২৬২৭'-এর সঙ্গে যুক্ত এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের পৃথিবীর বাইরের জগতে শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতায় সৃজনশীলতা, বিজ্ঞান ও মহাকাশের সমন্বয়ে আরও সংযুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, সে বিষয়ে নিজেদের ভাবনা তুলে ধরার



সুযোগ পাচ্ছেন তরুণ শিক্ষার্থীরা। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়–তরুণদের ক্ষমতায়ন, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের সুযোগ সম্প্রসারণ।

অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'গ্রিন অন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ', 'উইমেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (ডব্লউ), আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও বৃত্তি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত অংশগ্রহণকারী ও সাবেক শিক্ষার্থীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এসব কর্মসূচি তাঁদের কাজের ধরন কীভাবে পরিবর্তন করেছে এবং বাংলাদেশের বাইরেও যোগাযোগ ও কাজের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, সে বিষয়েও তাঁরা কথা বলেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা ও শিল্পের মাধ্যমে মানুষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরিতে গত ৭৫ বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। তিনি বলেন, সময়ের সঙ্গে দেশের চাহিদা ও মানুষের প্রত্যাশা পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজের ধরনও পরিবর্তন করতে হবে। তরুণেরা যেন নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের সুযোগ পায়, সে লক্ষ্যেই কাজ করছে সংস্থাটি।

স্টিফেন ফোর্বস আরও বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করা এবং দুই দেশের বিদ্যমান সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল কাজ করে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সময়ের সঙ্গে দুই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি মতবিনিময় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও একসঙ্গে কাজ করেছে।

তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন কিছু সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, যা আগের প্রজন্মের কাছে ছিল কল্পনার বাইরে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের নতুন দক্ষতা, বিশ্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা, ডিজিটাল জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলার সক্ষমতা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যোগাযোগ ও সুযোগ নিশ্চিত করতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ আয়োজন করা হয়। কয়েক দশক ধরে সংস্থাটির কার্যক্রম এগিয়ে নিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীদারের অবদানও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিল জানিয়েছে, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষা, বোঝাপড়া ও দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ আরও জোরদার করতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও শিক্ষার সুযোগ নিয়ে কাজ করা যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্রিটিশ কাউন্সিল। শিল্প, সংস্কৃতি, ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের জনগণের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, বোঝাপড়া ও আস্থা তৈরিতে কাজ করে সংস্থাটি। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ কাউন্সিল রয়্যাল চার্টারের অধীনে পরিচালিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি দাতব্য সংস্থা। যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান সহায়তাও পেয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সম্প্রচার ও বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় তাদের কার্যক্রম।



# নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী




শেষ পৃষ্ঠার পর

বর্ণাঢ্য আয়োজন। ৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্স্টে অবস্থিত লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের এক দশকের কার্যক্রম, সাফল্য, সেবার পরিধি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাহ নেওয়াজ এক দশকের পথচলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবাকর্মী, পরিচর্যাকারী, সেবাগ্রহীতা, তাঁদের পরিবার এবং দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শাহ নেওয়াজ বলেন, দশম বছর একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শুধু সময়ের হিসাব নয়, এটি মানুষের আস্থা অর্জনের একটি দীর্ঘ যাত্রা। আমরা যখন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের কার্যক্রম শুরু করি, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ যেন নিজেদের ঘরে থেকে প্রয়োজনীয় সেবা, সম্মান ও যত্ন পান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি।' তিনি আরও বলেন, দএকটি পরিবারের প্রবীণ সদস্য যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন শুধু ওই ব্যক্তি নন, পুরো পরিবারই উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। আমরা সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাই। একজন মানুষ যেন নিজের পরিচিত পরিবেশে, নিজের ভাষায় কথা বলে এবং নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে যত্ন পান, সেটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পেছনে কর্মীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে শাহ নেওয়াজ বলেন, দআজকের এই অর্জন আমার একার নয়। আমাদের প্রতিটি কর্মী, পরিচর্যাকারী, সেবাগ্রহীতা ও তাঁদের পরিবারের সম্মিলিত আস্থার ফল এই দশ বছরের পথচলা। প্রতিদিন যাঁরা মানুষের বাড়িতে গিয়ে সেবা দিয়ে আসছেন, তাঁরাই গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রকৃত শক্তি।' ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দআমরা শুধু একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইনি; চেয়েছি মানুষের প্রয়োজনের সময় নির্ভরতার একটি জায়গা তৈরি করতে।

আগামী দিনগুলোতেও সেবার মান, জবাবদিহি এবং মানুষের আস্থা ধরে রাখাই হবে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আজকের এই দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যেমন আনন্দের, তেমনি আগামী দিনের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়।' অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানু আমেনা নেওয়াজ দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান এবং গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের আগামী দিনের পথচলার সাফল্য কামনা করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাদিয়া নেওয়াজ। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ পথচলায় সবার সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। প্রতিষ্ঠানের এক দশকের এই অর্জন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমর্থনের ফল বলেও উল্লেখ করেন সাদিয়া নেওয়াজ। দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রন্টি দাস, কবির বকুল, প্রীতম হাসান, শাহ মাহবুব, রানু নেওয়াজ, বাদশা বুলবুল, অনিক রাজ ও রিজিয়া পারভীনসহ আরও অনেকে। শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনায় অনুষ্ঠানস্থলে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। উপস্থিত অতিথিরা উপভোগ করেন তাঁদের পরিবেশনা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ এবং রানু নেওয়াজকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তাঁদের এই ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠানের এক দশকের পথচলার প্রতি কমিউনিটির সমর্থন ও সম্পৃক্ততার প্রতিফলন হিসেবে অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের জন্য হালাল খাবারের আয়োজন করা হয়। পুরো অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বুলবুল হাসান। অনুষ্ঠানটির শব্দ ও সাউন্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল সাউন্ড গিয়ার ও স্যাম। সংগীত, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির এক আনন্দঘন মিলনমেলায়।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা এবং নিজ বাড়িতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের চাহিদাও বাড়ছে। কর্মব্যস্ত জীবনে পরিবারের প্রবীণ ও অসুস্থ সদস্যদের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা অনেক পরিবারের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যেসব পরিবারের সদস্যরা কর্মজীবনে ব্যস্ত, সেখানে পেশাদার হোমকেয়ার সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এমন বাস্তবতায় ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রবীণ, অসুস্থ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এমন মানুষের সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের তালিকাভুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। হোম হেলথ এইড, পার্সোনাল কেয়ার এবং নার্সিং সেবা প্রদানের অনুমোদন রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ম্যানহাটন, কুইন্স, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে এর সেবার পরিধি বিস্তৃত।

বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী কমিউনিটির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে অনেক প্রবীণ অভিবাসী ইংরেজি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তাঁদের জন্য মাতৃভাষায় যোগাযোগের সুযোগ এবং পরিচিত সাংস্কৃতিক পরিবেশে সেবা গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সেবাদাতাদের মধ্যে বাংলা, হিন্দিসহ একাধিক ভাষায় যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। এতে সেবাগ্রহীতা ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি প্রবীণদের মানসিক স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ তৈরিতে সহায়তা করে।

প্রতিষ্ঠানটি হোম হেলথ এইড এবং পার্সোনাল কেয়ার এইড (পিসিএ) সেবার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদের নিজ বাড়িতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে। ব্যক্তিগত পরিচর্যা, দৈনন্দিন কাজকর্মে সহায়তা এবং নির্ধারিত সেবাপরিকল্পনা অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করাই এ ধরনের সেবার মূল উদ্দেশ্য।

হোমকেয়ার সেবা শুধু প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের পরিচর্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিউইয়র্কের অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এ খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবেও বিকশিত হয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসী নারী, নতুন কর্মজীবী এবং স্বাস্থ্যসেবামূলক পেশায় যুক্ত হতে আগ্রহীদের জন্য হোমকেয়ার খাত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারও পরিচর্যাকারী ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই বৃহত্তর সেবাব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে একদিকে প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে পরিচর্যা পেশায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারগুলোর জন্য বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশি সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার দীর্ঘ সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে।









LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৬
২৮ কার্তিক ১৪৩৩ ■ ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
২৩ নভেম্বর ২০২৬ ■ শুক্রবার



# যুক্তরাষ্ট্রে ১২.৭ কোটি ডলারের স্বাস্থ্যবিমা জালিয়াতি

## কুইন্সের এক ব্যক্তির দোষ স্বীকার

**শিব্বীর, আহমেদ, নিউইয়র্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেয়ার ও নিউইয়র্ক স্টেট মেডিকেইড কর্মসূচি থেকে প্রায় ১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় দোষ স্বীকার করেছেন নিউইয়র্কের কুইন্সের এক ব্যক্তি। চিকিৎসাগতভাবে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এবং বাস্তবে সরবরাহ না করা সামাজিক প্রবীণ দিবাযত্ন (Social Adult Day Care—SADC) সেবার নামে ভুয়া বিল জমা দিয়ে এ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সোমবার ড্যানিয়েল লি নামের ওই ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি এবং অর্থপাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন।

বিচার বিভাগের ন্যাশনাল ফ্রড এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কলিন এম. ম্যাকডোনাল্ড বলেন, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ড্যানিয়েল লি অবৈধ কমিশন ও ঘুষের মাধ্যমে মেডিকেয়ার এবং মেডিকেইড কর্মসূচির অর্থ আত্মসাতের একটি বড় ধরনের প্রতারণা চক্র পরিচালনায় সহায়তা করেছেন। চিকিৎসাগতভাবে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এবং বাস্তবে দেওয়া হয়নিড়এমন সামাজিক প্রবীণ দিবাযত্ন সেবার নামে ভুয়া বিল জমা দেওয়া হতো।

> চিকিৎসাগতভাবে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এবং বাস্তবে দেওয়া হয়নিড়এমন সামাজিক প্রবীণ দিবাযত্ন সেবার নামে ভুয়া বিল জমা দেওয়া হতো

নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা জুনিয়র বলেন, এই দোষ স্বীকারের মধ্য দিয়ে মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড কর্মসূচির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বড় ধরনের জালিয়াতির একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সুরক্ষায় এ ধরনের প্রতারণা চক্র শনাক্ত ও বিচারের আওতায় আনতে তাঁদের দপ্তর কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কার্যালয়ের (HHS-OIG) তদন্তবিষয়ক উপ-ইন্সপেক্টর জেনারেল স্কট জে.

এরপর পৃষ্ঠা ২৭



## নিউইয়র্কে ন্যাশনাল ইমিগ্র্যান্টস ডে উদ্‌যাপন ৭ জনকে সম্মাননা

**নিউইয়র্ক**

অভিবাসীদের সাফল্যের গল্প, ৭জন কৃতী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা আর কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনায় সম্পন্ন হয়েছে ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে সেলিব্রেশন। ২৮ অক্টোবর বুধবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট-লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি বলেছেন, অভিবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যবসা, আবাসন খাত, চিকিৎসা ও কমিউনিটি নেতৃত্বে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হয়েছে।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি এ্যাক্টিভিষ্ট রকি আলীয়ানের প্রাণবন্ত সঞ্চালনা অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছিল।এই আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সহায়তা করেছেন তরিকুল ইসলাম মিঠু। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'আউটস্ট্যান্ডিং ইমিগ্র্যান্ট এ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করা

এরপর পৃষ্ঠা ২৭



## কপ-৩১ সম্মেলনে তিন অগ্রাধিকারের কথা জানালেন ড. খলিলুর রহমান

**নিউইয়র্ক**

তুরস্কের আন্তালিয়ায় অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১ সামনে রেখে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার তুলে ধরেছেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে দ্রুত রূপান্তর, পূর্বানুমেয় ও সহজলভ্য জলবায়ু অর্থায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সুরক্ষায় আরও কার্যকর পদক্ষেপকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের আগে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ড. খলিলুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক জলবায়ু অঙ্গীকারগুলোকে এখন বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপে রূপ দিতে হবে। কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো ক্রমেই আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে।

নিজের প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে দ্রুত রূপান্তরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির অধীনে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত বাড়ানো, বিদ্যুতের ব্যবহার সম্প্রসারণ এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি বলেন, ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি গ্রহণের এক দশকেরও বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

### শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে সেবার মান ও পরিধি আরও বাড়ানোর প্রত্যয়

# নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

**মশিউর রহমান মজুমদার**

প্রবাসে জীবনযাত্রার ব্যস্ততা, পরিবর্তিত পারিবারিক কাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বাস্তবতায় হোমকেয়ার সেবা এখন নিউইয়র্কের অভিবাসী কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নির্ভরতার জায়গা। বিশেষ করে প্রবীণ, অসুস্থ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এমন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার (এড়ুষফবহ অমব ঐড়ুসব ঈধৎব) সফলভাবে পার করেছে এক দশক। এক দশকের এই সেবাযাত্রা, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উদযাপনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর

এরপর পৃষ্ঠা ৩১




## জ্যাকসন হাইটসে সাংবাদিকদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

### সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশে আটক সাংবাদিকদের মুক্তি এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন প্রবাসী সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও কমিউনিটি নেতারা। গত ৭ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় Expatriate Journalists Forum-এর

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

## ২৮-২৯ ডিসেম্বর শেরাটন হোটেলে বসবে দুই দিনব্যাপী এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট আন্তর্জাতিক সম্মেলন

**ঢাকা ডেস্ক**

প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে দেশের যোগাযোগ জোরদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬-এর সংবাদ সম্মেলন। ১ নভেম্বর দুপুর ১২টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ঢাকার শেরাটন হোটেলে দুই দিনব্যাপী এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী নেতা, পেশাজীবী এবং বিশিষ্ট অতিথিরা অংশ নেবেন। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়বে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যবসায়িক

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

### নির্যাতন ও নিপীড়নের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ

## আদালতের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে অভিবাসী প্রত্যাবাসনের অভিযোগ

### যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র বিতর্ক তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে অন্তত ১১০ অভিবাসীকে

**নিউইয়র্ক প্রতিনিধি**

যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের সুরক্ষা আদেশ থাকা সত্ত্বেও অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ট্রাম্প প্রশাসনের তৃতীয় দেশে প্রত্যাবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে এমন বহু অভিবাসী শেষ পর্যন্ত নিজ দেশে ফেরত গেছেন, যাঁদের সেখানে পাঠানোর ক্ষেত্রে মার্কিন আদালতের সুরক্ষা আদেশ ছিল।

৯ নভেম্বর প্রকাশিত অনুসন্ধানে অন্তত ১১০ জন অভিবাসীর ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো হয়। পরে সেই দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায়, যেখানে নির্যাতন, যৌন সহিংসতা কিংবা রাজনৈতিক নিপীড়নের ঝুঁকি থাকার বিষয়টি মার্কিন আদালত স্বীকার করেছিল।

অনুসন্ধান অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসন এমন কয়েকটি বিদেশি সরকারের সঙ্গে প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত অভিবাসীদের গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। এসব দেশের কয়েকটির মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশ্ন রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনৈতিক সুবিধা কিংবা কূটনৈতিক সমঝোতার বিনিময়ে কিছু দেশ অভিবাসীদের গ্রহণ করেছে। কিন্তু পরে তাঁদের এমন দেশে পাঠানো হয়েছে, যেখানে সরাসরি প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতের সুরক্ষা কার্যকর ছিল।

মানবাধিকার আইনজীবীদের অভিযোগ, এভাবে তৃতীয় দেশকে মধ্যবর্তী গন্তব্য হিসেবে ব্যবহার

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?
RingGrid নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

Only 19.99* per Month per user
CALL NOW
888-383-7188
http://ringgrid.com
*Tax and 3 years contract required.
Adress: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ , প্রকাশক ও সম্পাদক: মো মশিউর রহমান মজুমদার, বার্তা সম্পাদক: রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com